দিয়াছিলেন এবং তাহা ১।৭।রূপাটীরূপে তদ্বি প্রস্তুত করিয়াছিল। পরে আলেকজান্দার মুলতান প্রদেশস্থ লোকদিগকে আক্রমণ করিলেন। সিন্ধু নদের সাগর সঙ্গম মুখ পর্য্যন্ত নৌকাযোগে আসিতে আলেকজান্দারের নয় মাস লাগিয়াছিল। সিন্ধু নদের পঞ্চ শাখা দ্বারা যে প্রদেশ বেষ্টিত আছে, সেই প্রদেশের নাম প্যাটলা, তথাকার লোকেরা আলেকজান্দার কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিল।

নিয়ার্কস নামে আলেকজান্দারের পোতাধ্যক্ষ সিন্ধু নদের মুখ হইতে সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করিয়া আরব্য সমুদ্রের তীরের নিকট দিয়া নৌ-চালনা পূর্ব্বক পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নিয়ার্কস যে যে খাদ্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সংকুলান না হওয়াতে নিয়ার্কস ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যনিচয়কে অতীব ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এইরূপে আলেকজান্দার নিয়ার্কসকে সমুদ্র যাত্রায় প্রেরণ করিয়া আপনি সৈন্য সামন্ত লইয়া স্থলপথে যাত্রা করিলেন। গিড্রোসিয়া অর্থাৎ এক্ষণে যে দেশকে মিত্রাণ ও বেলোচিস্থান (বালুকা স্থান) বলে, সেই দেশ দিয়া আলেকজান্দার গিয়াছিলেন। এই স্থলপথের যাত্রাতে আলেকজান্দারকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। গিড্রোসিয়া দেশের রাজধানী হইতে তিনি কারমেণিয়া (কারমান) দেশে গিয়াছিলেন এবং তথায় উপনীত হইবা মাত্র তাঁহার তাবৎ ক্লেশ দূর হইয়াছিল। নিয়ার্কসও আপন সমুদ্র যাত্রা সমাধায় কৃতকার্য্য হইয়া প্রভুর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

বাবিলন নগরে আলেকজান্দরের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাঁহার রাজ্য বিভাগ করিয়া লন, তাহাতে সিলিউকস নামে তাঁহার এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ সিরিয়া দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। সিলিউকস জয়াভিপ্রায়ে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্যাণ্ড্রাকোটস অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত নামে ভারতবর্ষীয় রাজার সহিত সিলিউকসের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে সিলিউকস জয়ী হইয়াছিলেন। অবশেষে ঐ দুই রাজার পরস্পর বন্ধুতা হওয়াতে সন্ধিবারি দ্বারা সমরানল নির্ব্বাপিত হইল। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর নাম পাটলীপুত্র অর্থাৎ পাটনা। সিলিউকস ঐ পাটলীপুত্রে এক জন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম মিগাসথিনিস। পাটলীপুত্র দীর্ঘে পাঁচ ক্রোশ ও প্রস্থে এক ক্রোশ এবং তন্মধ্যে পাঁচ শত ৭৪টা উচ্চ দুর্গ ছিল। পাটলীপুত্রের চতুর্দ্দিকে একটা প্রকাণ্ড পয়োনালা ছিল, তাহার গভীরতা ত্রিশ হস্ত, আর ঐ নগরে প্রবেশ করিবার

নিমিত্তে ৬০টা প্রবেশ দ্বার ছিল। চন্দ্রগুপ্তের অধীনে চারি লক্ষ সৈন্য ছিল, তন্মধ্যে বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী, তাঁহার রণ রথের সংখ্যা দুই সহস্র।

এপর্য্যন্ত ব্যাকট্রিয়া দেশ সিরিয়া দেশের অধীনে ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভের ২৫৬ বৎসর পূর্ব্বে থিওডোটস নামে এক ব্যক্তি সিরিয়ার অধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বয়ং স্বাধীন রাজা হইলেন। সেই থিওডোটস ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের প্রথম স্বাধীন রাজা, কিন্তু খৃষ্টীয় শকের এক শত পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ব্যাকট্রিয়া দেশ স্কুথিয় অর্থাৎ জেটি জাতিদের পদতলে দলিত হইয়াছিল।

পঞ্জাব প্রদেশের অন্তঃপাতী মাণিক্যালয় নগরে অনেক পূর্ব্বতন মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছে, সেই মুদ্রাদি নিরীক্ষণ দ্বারাও পুরাবৃত্তসূচক অনেক জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে। ঐ সমস্ত মুদ্রাদির দুই পৃষ্ঠ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কোন কোন মুদ্রাতে গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় চিহ্নাদি দেদীপ্যমান আছে ও আর আর মুদ্রাতে গ্রীক এবং স্কুথিয় চিহ্নাদি দেদীপ্যমান আছে। কোন কোন মুদ্রাতে আবার আণ্টনি, সিজার ইত্যাদি রোমীয় শাসনকর্ত্তাদের প্রতিমূর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; কিন্তু রোমীয় লোকেরা যে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল এমন বোধ হয় না, রোমীয় লোকেরা বাণিজ্যার্থেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। রোমানেরা ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, সুতরাং ভারতবর্ষের মধ্যে যে রোমীয় মুদ্রা পাওয়া যাইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

স্ত্রী স্বাধীনতা।

বামাবোধিনীর পরিচিতা লেখিকা কোন হিন্দুমহিলার লিখিত এই প্রবন্ধটী আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম, অন্যান্য ভগিনীগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে আমরা সুখী হইব।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নারীজাতির চির পরাধীনতায় মনে কষ্ট অনুভব করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার সুখময় প্রশস্ত ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা খুব সুখেরই বিষয়; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা লাভের অগ্রে তাঁহাদিগকে এই উন্নত অধিকার প্রদান করাতে তাঁহারা স্বাধীনতার প্রকৃত ভাব ও প্রকৃত মূল্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকস্থলে অমূল্য ধন স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছেন। বলিতে কি, অনেক স্ত্রীলোক স্বাধীনতা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, কেবল প্রকাশ্যস্থানে গমন ও যথেচ্ছা-

চরণই স্ত্রী স্বাধীনতা। প্রকৃত স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারা—উপযুক্ত সুশিক্ষা ও প্রভূত মানসিক বল-সাপেক্ষ। মানুষ কখন প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হয়? যখন অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের সহিত আত্মীয় স্বজনের অনুচিত আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সমাজের অনুচিত শাসনের বিরুদ্ধে ও অসাধু প্রবৃত্তি সমুহের বিরুদ্ধে অবিচলিত পদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তখনই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হয়। এখন উক্তরূপ স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া যে হৃদয়ের দেবভাব ও সুশিক্ষা সাপেক্ষ, তাহা অনেক স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী মহাশয়গণ ভুলিয়া যান। এ দিকে তাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা করিয়া ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার পথে কণ্টক রোপণ করিতে ত্রুটি করেন না। স্ত্রীলোকেরা যে স্বাধীনতার সহিত নিজ নিজ শক্তি, ইচ্ছা, ও অবস্থানুসারে শিক্ষা করিবেন তাহাতে তাঁহারা অসম্মত। শিক্ষা, জীবনের একটী গুরুতর বিষয় আর শিক্ষাতেই স্বাধীনতার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় এবং স্বাধীনতার পথে চলিবার উপযোগী সাহস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিক্ষা—হৃদয়োন্নতি বিধায়িনী, মনুষ্য-জীবন প্রকাশকারিণী, যথার্থ স্বাধীনতা প্রদায়িনী, সেই শিক্ষা সম্বন্ধেই যদি স্বাধীনতা না দেওয়া হইল, তবে আর স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা করিয়া বৃথা আড়ম্বর করিবার কিছুই প্রয়োজন দেখা যায় না।

বর্ত্তমানে কতকগুলি নারীকে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে দেখিয়া অনেকেই স্ত্রীস্বাধীনতাকে এক ভয়ানক ঘৃণার্হ ও অমঙ্গলজনক ব্যাপার ভাবিয়া উহা হইতে বিরত থাকিবার জন্য সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অনেক নর নারী স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার করেন না বলিয়া কি স্বাধীনতাকে মন্দ পদার্থ বলিতে হইবে? অনেক জ্ঞানী কুজ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করেন বলিয়া যেমন জ্ঞানের কিছুমাত্র অপরাধ নাই, তেমনি অনেকে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন বলিয়া যথার্থ উচ্চ বিমল স্বাধীনতার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অশিক্ষিতা ও স্বাভাবিক পবিত্র ভাবোচ্ছ্বাস-বিহীনা নারীগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে ত মন্দ ফল হইবেই। পশুর পক্ষে বহুমূল্য রত্নমালার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু যাঁহারা পশুর গলায় রত্নমালা ঝুলাইয়া দেন, তাঁহারাই আশ্চর্য্য লোক। যথার্থ সুশিক্ষিতা নারী যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব-সাধক স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না, ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। পৃথিবীতে অনেক নরনারী কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম সাধন করেন বলিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধ-

নের স্বর্গীয় ভাব কোন মনুষ্যেরই থাকিতে পারে না এ বিচার যেমন, অনেক নারীর হৃদয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সতীত্বের ভাব নাই বলিয়া সতীত্বের পূর্ণ আদর্শ সকল নারীর হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, এ অনুমান যেমন; তেমনি অনেক নারী স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুর্ব্বলা নারীজাতি মাত্রেই প্রকৃত স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন কালেই পারিবে না, অতএব তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়—এ মতও তেমনি অসার ও অযৌক্তিক সন্দেহ নাই।

অনেক নারীহিতৈষী মহোদয়গণ নারীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন; কিন্তু নারীগণকে নিজ নিজ জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শুভাশুভ নির্ণয় করিবার ভারার্পণ করেন না। আমাদের মতে উক্ত ভার সুশিক্ষিতা নারীগণের উপর অর্পিত হইলেই ভাল হয়। কারণ শিক্ষিত মানুষ নিজে যেমন নিজ জীবনের ভাল মন্দ—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—শুভাশুভ বিচার করিতে সক্ষম, তেমন অপরের বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞানভূষিত পবিত্র হৃদয় লইয়া নিজ বিচারিত পথে অবিরাম চলিতে পারেন, তিনিই ত প্রকৃত স্বাধীন নামের যোগ্য অমরত্ব প্রাপ্ত জীব। আর অন্ধভাবে অপরের প্রদর্শিত পথে গমন করিলেই ঘোর বিপদসাগরে নিমগ্ন হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষা—জীবনের একটী প্রধানতম বিষয়, তাহাতে ত এদেশীয় নারীগণের স্বাধীনতা নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা উত্থিত হইল—যে বিষয় লইয়া সময়ে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আন্দোলন করিয়া থাকেন—ইহা বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বিচার। পতি বিয়োগ—নারী জীবনের একটী সুমহৎ গুরুতর ও ভয়ানক অবস্থা বিপর্য্যয়করী ঘটনা সন্দেহ নাই। ঈদৃশ ঘটনার পর কোন্ নারীর মনের অবস্থা কিরূপ হয়, কোন্ নারীর মনের গতি কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? তন্নিমিত্ত এ সম্বন্ধেও বিধবা নারীগণকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে পূত-চরিত্রা পবিত্রহৃদয়া নারী পতিবিয়োগানন্তর ব্রহ্মচর্য্য পালনেই সুখী—মৃতপতির দুঃখ আবরণে আবৃত পবিত্র স্মৃতিই যাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার—উন্নত উন্নত চিন্তা—ভূমা মহানের চিন্তা যাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার ত এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছেই। সহস্রবার সমাজ-বিধি উল্‌টাইয়া গেলেও তাঁহার স্বাধীনতা কেহ হরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যে বিধবা নারী সমাজ শাসনের, অনুরোধে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, কিন্তু মনে মনে দেশকে ও দেশীয় সমাজ শাসনকে অতি নিন্দ-

নীয় মনে করিয়া "এ হতভাগ্য দেশে কেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম—চিরদিন এ দগ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইল" বলিয়া আক্ষেপ করেন, সে নারীকে ধরে ধর্ম্ম ঘটাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনে নিযুক্ত করায় যে কি সুখ ও আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় ও উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালনে যে কি ফল,তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাই বলিতেছিলাম এ সকল বিষয়েও মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। বর্ত্তমানে—অনেক নারী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, যদিও এখনও তাঁহারা তেমন শিক্ষিতা হন নাই,তবু হইবার আশা হইতেছে, আবার যখন এখনকার নব্য পিতারা "কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক" এই ন্যায় বাক্য পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; তখন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে যে প্রায় সমস্ত ভারতনারীই সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিবেন ও চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে পরিশুদ্ধা থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে এই সকল সুশিক্ষিতা নারীকে কি স্বাধীনভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের শুভাশুভ—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিবার ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য নয়?

স্বাধীনতার তুল্য গৌরবাস্পদ ও মনুষ্যত্ব-সাধক পদার্থ আর কি আছে? স্বাধীনতা বিহীন হইয়া স্বর্গসুখও কেহ বাসনা করে না। প্রকৃত স্বাধীনভাবে যদি একটী সামান্য সাধুকার্য্যও অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল অব্যর্থ ও তাহাই প্রকৃত পুণ্যজনক। আজ তুমি স্বাধীনভাবে দয়ার্দ্রচিত্তে কোন দুঃখীকে একটা পয়সা দান কর, কিম্বা তাহার একদিনের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দাও,দেখিবে তোমার হৃদয় উন্নতি সোপানের এক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে, কত পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছে,কত বিমল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে—কারণ তাহা যে স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আর কাল তুমি স্বার্থ উত্তেজনাধীন হইয়া লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া দেখিবে হৃদয়ের সে উচ্চতা পবিত্রতা ইহাতে নাই-সে বিমল আত্মপ্রসাদ ইহাতে নাই; বরং নীচ স্বার্থ উত্তেজনার অধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছ বলিয়া কতক পরিমাণে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। তাই স্বার্থ উত্তেজনাধীন ভক্তি,প্রেম, বিনয়, দয়া, ক্ষমা, নিতান্তই অসার ও অচিরস্থায়ী। প্রকৃত স্বাধীনতা দ্বারা মনের বল ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যিনি অন্তর বাহিরের সর্ব্বপ্রকার অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের আধার হইয়া চির স্ফূর্ত্তি সম্ভোগ করে। প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি পর্ব্বতের ন্যায় অটল, অসাধু প্রবৃত্তির প্রবল বন্যা, অবমাননার অসহ্য বজ্র-নিন্দার ভীষণ ঝটিকা তাঁহাকে নিজ স্থান হইতে বিচলিত করিতে পারে না। মনুষ্য প্রকৃত

স্বাধীনতার দেবত্বের, মহত্বের ও প্রকৃত পক্ষে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

অধীন মনুষ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তাহার উন্নতির পথ একপ্রকার রুদ্ধ বলিলেই হয়। যে ব্যক্তি ক্রমাগত মিথ্যাচার করিয়া করিয়া আপনাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়, সেই মানব গুরুজনের অন্যায় আদেশের, সমাজের অন্যায় শাসনের ও অসাধু প্রবৃত্তি সমূহের পদতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে থাকে ও চিরদিনের জন্য বিমল আত্মপ্রসাদকে বিদায় দিয়া দিন দিন ম্রিয়মাণ ও অবসাদ প্রাপ্ত হয়। কি বাহ্য জগতের কি অন্তর্জগতের—অন্যায় অধীনতা স্বীকার করিলেই দুঃখ ও অবনতির করালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। একটি অতুল গৌরবান্বিত ও পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী, অপরটী পশুত্বসাধক ও যারপর নাই ঘৃণার্হ। যেমন অলসকে শান্তস্বভাব, কৃপণকে মিতব্যয়ী—অহঙ্কৃতকে আত্মমর্য্যাদা বিশিষ্ট—নীচ আনন্দে আনন্দিতকে প্রফুল্লচিত্ত এবং স্বার্থপর কপট স্তুতিকারক ব্যক্তিকে মিষ্টভাষী বলিতে পারা যায় না; তেমনি যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে কখনই স্বাধীন বলিতে পারা যায় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে অকুণ্ঠিতচিত্তে অপ্রিয় সত্য ব্যবহার করাই প্রকৃত স্বাধীনতা, কিন্তু যাহাকে আমি অপ্রিয় সত্য বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা যথার্থ সত্য পদার্থ কি না, তাহার বিচার জন্য বিশেষ বিবেচনা ও সুমার্জ্জিত জ্ঞান আবশ্যক করে। তন্নিমিত্ত সুশিক্ষিতা নারীগণকেই স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারাই ন্যায়ান্যায় ধ্রুব অধ্রুব সত্যাসত্য বিচারে পারদর্শিনী। প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষাকারিণী নারী পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও তাঁহার স্বর্গীয় জীবন সমস্ত নারীর আদর্শস্থল।

বর্ত্তমানে যে দিন উন্নতচরিত্র নারীহিতৈষীগণ নিজ নিজ অন্তঃপুরস্থা শিক্ষিতা মহিলাগণকে নিম্নলিখিত কথাগুলি মুক্ত হৃদয়ে বলিতে পারিবেন যে, "তোমাদিগকে চতুঃপ্রাচীরে বদ্ধ রাখিয়াছি এই জন্য যে তোমাদের পূত চরিত্রের মর্য্যাদা বুঝিবার—তোমাদের পবিত্র দেহ পানে চাহিবার যোগ্য পবিত্র চক্ষু অতীব বিরল; তোমাদের দেহ অবরোধে থাকুক, কিন্তু তোমাদের প্রাণ বিহঙ্গ স্বাধীনতার প্রমুক্ত আকাশে সদা বিচরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি ও বল লাভ করুক। তোমরা যত দূর বিদ্যা শিক্ষা করিতে বাসনা কর,তোমাদের ইচ্ছা, শক্তি, ও অবস্থানুসারে ততদুর শিক্ষা কর, তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র আপত্তি নাই। যদি তোমাদের কোন শান্তিময় পবিত্র স্থানে যাইবার বাসনা হয়,তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া দেখাইয়া শুনাইয়া আনিব,তোমাদের সে বাসনা মনেতেই বিলীন হইবে না। আমাদের কোন

দোষ কিম্বা ত্রুটী দেখিলে মুক্তহৃদয়ে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে তাহাতে আমরা কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইব না, বরং তোমাদের সুবিচার শক্তি দেখিয়া সুখী ও উপকৃত হইব। কখনও জীবনে অপ্রিয় সত্য ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না, কিন্তু সেই অপ্রিয় সত্যটী যথার্থ সত্য পদার্থ কিনা, সেইটী বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবে, এইমাত্র তোমাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ"।—সেই দিন বুঝিতে পারা যাইবে যে, নারীহিতৈষী মহাশয়গণের নারী জাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার প্রকৃত ইচ্ছা আছে।

উপসংহারে নারীহিতৈষী কৃতজ্ঞতাভাজন মহাত্মাগণের প্রতি বিনীতনিবেদন এই যে,আপনরা শিক্ষিতা মহিলাগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। সাধারণতঃ শিক্ষিতা নারী কর্ত্তৃক স্বাধীনতার অবমাননা হইবার সম্ভাবনা নাই,যদি কচিৎ দুএকজন দ্বারা স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়, তাহা ভয়ানক বিড়ম্বনা ও সেই নারীর শিক্ষা যে সুশিক্ষা নয় ইহাই বুঝিতে হইবে। সুশিক্ষিতা নারী স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া—চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া চলিয়া—তাঁহাদের সন্তান সন্ততি ও সমস্ত সাধারণ রমণীগণের আদর্শ স্থান হইয়া জীবন সর্থক করিবেন,এবং আপনারাও স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিক্ষিতা নারীগণের ইচ্ছার গতি আজীবন পবিত্রতাভিমুখেই চলিতেছে দেখিয়া যার পর নাই সুখী ও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা প্রবচন।

(২৬০ সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর)

ঘ

২৩১ ঘড়ীকে ঘোড়া ছোটে।

২৩২ ঘন্টা বাজয়ে দুর্গোৎসব,
ইতুল পূজোয় ঢাক।

২৩৩ ঘন দুধের ফোঁটা
আর বড় মাছের কাঁটা।

২৩৪ ঘর চোরে পার নাই।

২৩৫ ঘর জ্বালানে, পর ভুলানে।

২৩৬ ঘর থাকৃতে বাবুই ভেজে।

২৩৭। ঘর পোড়া গোরু
সিন্দুরে মেঘ দেখে ডরায়।

২৩৮ ঘর পোড়ার কাঠ।

২৩৯ ঘর বাঁধবে ছাইবে না,
ধার দেবে চাইবে না।

২৪০ ঘরমুখো বাঙ্গালী,
রণমুখো সিপাই।

২৪১ ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।

২৪২ ঘরে নাই ভাত,
কোঁচা তিন হাত।

২৪৩ ঘরে নাই অষ্ট রম্ভা,
পরের বাড়ী কোঁচা লম্বা।

২৪৪ ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইন বলা

২৪৫ ঘরে ভাত নাই, যন্ত্রে ঘাট নাই।

২৪৬ ঘরেতে ছুঁচোর কীর্ত্তন,
বাহিরে কোঁচার পত্তন।

২৪৭ ঘরের ইন্দুরে বাঁধ কাটলে
ধরে রাখে কে ?

২৪৮ ঘরের কথা বাহিরে করিতে নাই,

২৪৯ ঘরের ষাঁড়ে পেট ফাঁড়ে।

২৫০ ঘরের ভাত খেয়ে
বিলের মোষ তাড়ান।

২৫১ ঘরের ঢেঁকী কুমীর।

২৫২ ঘরের মধ্যে আধ ঘরা।

২৫৩ ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়।

২৫৪ ঘষে মেজে রূপ,
আর জোর করে প্রণয়।

২৫৫ ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।

২৫৬ ঘুমন্ত বাঘকে চিইয়ে তোলা।

২৫৭ ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা,
ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল।

২৫৮ ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাঁসে।
তোমার একদিন আছে শেষে।

২৫৯ ঘোল কুল কলা,
তিন নষ্ট গলা।

২৬০ ঘোড়া দেখে খোঁড়া।

২৬১ ঘোড়া ভেড়ার এক দর।

২৬২ ঘোড়া হলে চাবুক হয়।

২৬৩ ঘোঁড়ার ঘাশ কাটা।

চ

২৬৪ চকের বালী।

২৬৫ চক্ষু থাকিতে অন্ধ।

২৬৬ চটকস্থ মাংস ভাগং শতধা।

২৬৭ চড় মেরে গড়।

২৬৮ চতুরেই ফতুর।

২৬৯ চতুরের কাছে চতুরালী।

২৭০ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল
জোনাকী ধরে বাতী।

২৭১ চরণে দণ্ডবৎ।

২৭২ চলেছ যদি বঙ্গে,
কপাল চলেছে সঙ্গে।

২৭২ চাউল নাই ভাতে ভাত চড়াও।

২৭৩ চাপ পড়লেই বাপ।

২৭৪ চারি কড়ার চড়ুই পাখী,
চণ্ডীমণ্ডপে বাসা।

২৭৫ চারিপাটি দাঁতের কাজ।

২৭৬ চালের দর কি ?
না, মামার ভাতে আছি।

২৭৬ চালুনি বলেন ছুঁচ ভাই,
তোর পাছে কেন ছাঁদা ?

২৭৭ চাষা কি জানে মদের স্বাদ ?

২৭৮ চাষার গন্দি কাস্তের ঠোকর।

২৭৯ চিড়ে কাঁচকলা।

২৮০ চিড়ের বাইশ ফের।

২৮১ চিরদিন সমান না যায়।

২৮২ চিলকে বিল দেখাতে নাই।

২৮৩ চিল পড়লে কুটাগাছটাও নে যায়।

২৮৪ চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।

২৮৫ চুল চিরে বিচার।

২৮৬ চুল নাই তার খোপা বাঁধা।
২৮৭ চুলের সাঁকো, ক্ষুরের ধার।
২৮৮ চেনা বামুনের পৈতার দরকারনাই
২৮৯ চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।
২৯০ চৈতে চৈত কামড়ী,
বৈশাখে ঝেঁতলামুড়ী।
২৯১ চোর পলালে বুদ্ধি বাড়ে।
২৯২ চোরবিদ্যা বড় বিদ্যা,
যদি না পড়ি ধরা।
২৯৩ চোরা চায় ভাঙ্গা বেড়া।
২৯৪ চোরার মন বোচ্কার তোন।
২৯৫ চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।
২৯৬ চোরের উপর বাটপাড়ী।
২৯৭ চোরের উপর রাগ করে,
ভূঁয়ে ভাত খাও।
২৯৮ চোরে কামারে দেখা নাই,
সিঁদকাটী গড়ে।
২৯৯ চোরে চোরে মাসতুত ভাই।
৩০০ চোরের ধন বাটপাড়ে খায়।
৩০১ চোরের মার কান্না।
৩০২ চোরের রাত্রিবাসই লাভ।
৩০৩ চৌঘড়ীমাত দেখিয়ে দেবে।
৩০৪ চৌকীদারী কি ঝকমারী,
মার খেতে প্রাণ গেল।
৩০৫ চৌদ্দ শাকের মধ্যখানে
ওল পরামাণিক।
৩০৬ চ্যাঙ যায়, ব্যাঙ যায়,
খলসেপুঁটী বলে, আমিও যাই।

নিত্য পঞ্জিকা।

আশ্বিন।

১। জ্ঞানবল শারীরিক বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার তার অপেক্ষা চরিত্র বল, আবার তারও অপেক্ষা ধর্ম্ম বল—"বলং বলং ব্রহ্ম বলং।"

২। যাহা কিছু মনুষ্যকৃত তাহাই কৃত্রিম—কৃত্রিম উপায়ে কেহ সত্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। সত্যের সাহায্যেই সত্যকে পাওয়া যায়।

৩। মানুষ একাকী এই পৃথিবীতে আসিয়া পাছে মারা যায়, এই জন্য ঈশ্বর বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি দেবদূত ও দেব কন্যাগণকে তাহার সহায় করিয়া দিয়াছেন। যে তাঁহাদের পরামর্শে চলে, তাহার কখনও দুর্গতি হয় না।

৪। যে বীজ জীবনী শক্তি হীন, উত্তম মৃত্তিকাতে তাহা পুতিয়া তাহার উপর শত কলস জল দেও, সূর্য্যের উত্তাপ ও আকাশের বায়ুর সাহায্য দশ বৎসর ধরিয়া তাহার উপর ফেল, কিছুতেই তাহা অঙ্কুরিত হইবে না। উপদেশ জীবন্ত না হইলে মানব হৃদয়ে তাহার কার্য্য হয় না।

৫। পিতা মাতা এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ দেবতা, কুল পাবন সৎপুত্র সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা ভক্তি ও প্রিয় আচরণ করিবেক।

৬। পিতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া পরিবার রক্ষা করেন। তাঁহার মহত্ত্বের পরিমাণ কে করিবে?

৭। মাতা নিঃস্বার্থ প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। মাতার স্তনদুগ্ধের একটী ধারার ঋণ সন্তান যাবজ্জীবনেও পরিশোধ করিতে পারে না।

৮। ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ অতি মধুর, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব চিরস্থায়ী হইয়া ভগিনীর প্রাণের ভালবাসা ভাইকে বিলাইতে থাকুক। কিন্তু ভাইয়ের প্রাণও তেমনি কোমল হওয়া চাই। ভগিনীর প্রতি অনুরূপ ভালবাসার পরিচয় দিয়া ভাই যেন আপনার মনুষ্যত্ব প্রদর্শনে কখনও বিমুখ না হন।

৯। এক এক পরিবার চারা আত্মা সকল তৈয়ার করিবার এক একটী ক্ষুদ্র বাগান। চারা বাগানের বৃক্ষগণ বড় হইয়া এক বৃহৎ উদ্যান হয়। কালে সমুদায় মনুষ্য পরিবার উন্নত হইয়া এক বৃহৎ পরিবার হইবে, প্রত্যেক মনুষ্য অপর সকল মনুষ্যের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবে এবং এক পিতার পরিবারভুক্ত হইয়া ভ্রাতৃবৎ সকল মনুষ্যের সেবায় নিযুক্ত হইবে।

১০। প্রেমের আরম্ভ গৃহ হইতে, কিন্তু সমুদায় সংসারকে আলিঙ্গন না করিয়া তাহা ক্ষান্ত হইতে পারে না।

সঙ্গীত।

ওহে (তুমি) প্রাণজুড়ান ধন,
প্রাণান্তে তোমায় যেন ভুল'না কখন।
রাখ্‌ব তোমায় হৃদয় ঘরে, যতনে আদর করে, প্রেম ভক্তি উপহারে পূজিব চরণ।
তোমা ধনে হয়ে ধনী, সুখ দুখ তুচ্ছ গণি,
আনন্দে দিবা রজনী করিব যাপন।

আখ্যান মালা।

১। কাউণ্টেস ডেসমণ্ড।

ইংলণ্ডেশ্বর ৪র্থ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে ডেসমণ্ডের আরলের সহিত কাথারিণ ফিটজিরাল্ড্ নাম্নী এক রমণীর বিবাহ হয়। তাঁহার ন্যায় সুন্দরী, প্রফুল্লচিত্ত ও সামাজিক স্ত্রীলোক অতি বিরল। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘজীবনও অল্প নারীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তিনি ১৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১০০ বৎসর বয়সেও তিনি আমোদপ্রিয় সমাজে মিশ্রিত হইয়া বালি-

কার ন্যায় উৎসাহের সহিত নৃত্য* করিতেন এবং তখনও সাধারণে তাঁহার সৌন্দর্য্য ও ভব্যতার প্রশংসা করিত। গ্লষ্টারের ডিউক যিনি ৩য় রিচার্ড নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তিনি বাল্যকালে ইহাঁর নৃত্যের সহচর ছিলেন, তৎপরে ইংলণ্ডে কত রাজা রাজত্ব করেন, কত ঘোরতর যুদ্ধ বিপ্লব হয়, বৃদ্ধা রমণী এ সকলের সাক্ষী হইয়াছিলেন। ১৪০ বৎসর বয়সেও ইনি বিলক্ষণ সবল ছিলেন। তখন উপসাগর পার হইয়া ব্রিষ্টল এবং তথা হইতে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের বিষয় সংক্রান্ত এক অভিযোগ ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের নিকট উপস্থিত করেন এবং রাজপ্রসাদ লাভে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার স্বামী ডেসমণ্ডের দ্বাদশ আরল ছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর একাদিক্রমে আরও কত জন আরল হন, তিনি তাহাদিগের সহিত একত্রে জমীদারী ভোগ করেন এবং কাগজপত্রে আপনার নাম স্বাক্ষর করেন। শেষদশায় তাঁহার বংশধরেরা জমীদারী খোয়াইয়া বসেন, তাহাতে তিনি দুঃখের অবস্থায় পতিত হন। তথাপি বৃদ্ধবয়সে জমীদারীর কতক অংশ উদ্ধার করিয়া যান।

২। ম্যাডাম এলিজেবেথ।

১৭৯২ সালের ২০এ জুন পারিস নগরের সাধারণ লোক উন্মত্ত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করে এবং ফ্রান্স-সম্রাট ১৬ শ লুইর মহিষীকে অবমানিত করিবার জন্য তাঁহার অন্বেষণ করিতে থাকে। সম্রাটের ভগিনী এলিজেবেথ তাহাদিগের হস্তে আপনাকে ধরা দেন। তাহারা তাঁহাকেই রাজমহিষী বোধে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক টানিতে থাকে। তখন এক দাসী "ইনিত রাণী নন," বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলে বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ছাড়িয়া রাজমহিষীকে খুঁজিতে গেল। এলিজেবেথ ভ্রাতৃবধূর প্রাণ ও মান রক্ষার্থ আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি তখন দাসীকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। যাহাহউক বিদ্রোহীরা সম্রাট ও মহিষীকে হত্যা করিয়া অবশেষে এই সদাশয়া রমণীরও বধ সাধন করে।

৩। বিবী ফ্রান্সিস সেরিডেন।

ইংলণ্ডের অসাধারণ বক্তা সেরিডেনের নাম ইতিহাসে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। ইনি ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া দুর্বৃত্ত গবর্ণর-জেনারল হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। এই বক্তার জননীর বিবাহ অতি আশ্চর্য্য রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাঁর পিতা ফ্রান্সিস সেরিডেন ডবলিনে থিয়েটার ঘটিত প্রশ্ন লইয়া বাদানুবাদ করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক খানি সুন্দর পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া তাঁহার কার্য্যের অনেক সহায়তা করিল। এই পুস্তিকা

* নৃত্য করা ইংলণ্ডের ভদ্রকামিনীদিগের মধ্যে একটী গুণ বলিয়া গণ্য। উৎসব উপলক্ষে সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণীগণ একসঙ্গে নৃত্য করিয়া থাকেন।

লিখিয়া কে তাঁহার সাহায্য করিল, অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলেন, ইনি একটী যুবতী। উভয়ে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎকারে অতিশয় প্রীত হইয়া বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইলেন।

৪। কুমারী বর্ণী।

কুমারী বর্ণী পরে ম্যাডাম ডি আরব্লে নামে বিখ্যাত হন। ইঁহার বয়স যখন ১৭ বৎসর মাত্র, তখন ইনি 'এবিলিনা' নামে প্রসিদ্ধ উপন্যাস লিখিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে প্রচার করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার বর্ণী পরিবারদিগকে রেডিংটনে এক কুটুম্বের বাটীতে রাখিয়া লণ্ডন নগরে কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। তথায় বিষয় কার্য্য সারিয়া পরিবারদিগের আমোদের জন্য কি লইয়া যাইবেন ভাবিতেছেন, এমত সময়ে শুনিলেন 'এবিলিনা' নামে একখানি চমৎকার উপন্যাস সবে প্রকাশিত হইয়াছে, সহর শুদ্ধ লোক তাহার প্রশংসা করিতেছে। তাঁহার পরিবারেরা সাহিত্যপ্রিয়, অতএব এই পুস্তক অবশ্যই তাহাদিগের আমোদকর হইবে ভাবিয়া তাহার একখণ্ড ক্রয় করিলেন এবং অতি যত্নে বাটীতে লইয়া চলিলেন। তিনি বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সন্তানেরা দৌড়িয়া গিয়া সাধারণ প্রথানুসারে "বাবা, সহর হইতে নূতন কি জিনিষ আনিলে" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন আর কিছু আনিতে পারি নাই, কিন্তু সহরে একখানি উপন্যাসের বড়ই প্রশংসা শুনিয়া তোমাদিগের জন্য তাহাই ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। তিনি পুস্তক বাহির করিয়া তাহার নাম পাঠ করিলে সকলে উৎসুক হইয়া তাহা দেখিতে হস্ত প্রসারণ করিল, কুমারী বর্ণী লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন অনেকে একত্র হইয়া কোলাহল করিতেছিল, তাঁহার ভাব কেহ লক্ষ্য করিল না। পরে যখন সকলে আহার করিতে বসিলেন, গৃহস্বামী ক্রিস্প সাহেব ভোক্তাদিগের চিত্ত বিনোদনার্থ সেই পুস্তকখানি পাঠার্থ অনুরোধ করিলেন। পুস্তকখানি পঠিত হইতে লাগিল এবং শুনিয়া সকলেই তাহার গুণের ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল, তাহা আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া কেহ নিবৃত্ত হইতে পারিল না। পুস্তক পাঠ শেষ হইলে করতালি দিয়া 'চমৎকার পুস্তক' "অদ্ভুত উপন্যাস" বলিয়া মহা প্রশংসা আরম্ভ হইল, ইহাতে পুস্তকের প্রতি সাধারণের এত অনুরাগের কারণ যে যথার্থ, সকলেই সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। কুমারী বর্ণী এতক্ষণ নীরব ছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া গদগদ ভাবে বলিতে লাগিলেন "পিতঃ! তোমার স্নেহের কন্যাই এই পুস্তকখানির রচয়িত্রী।" তখন পরিবারস্থ লোকদিগের বিশেষতঃ পিতার আনন্দ ও

বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ডাক্তার বর্ণী কন্যার গুণবত্তার বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না, কিন্তু এই অল্পবয়সে তিনি এরূপ বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিবেন, এরূপ আশ্চর্য্য কল্পনা শক্তি প্রদর্শন করিবেন, এরূপ সুলেথকের ন্যায় বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই! বিশেষতঃ কন্যা আজন্ম পরিবারের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছেন, সংসারের রীতি চরিত্র কিছুই দর্শন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে এরূপ পরিপাটী গ্রন্থ রচনা অলৌকিক শক্তির কার্য্য বলিয়া অবধারণ করিলেন।

বিবিধ।

জন্তুদিগের পরমায়ু সম্বন্ধে গণনা।—আমাদের দেশের প্রাচীন বচন আছে,

"নরা গজা বিশে শয়,
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়;
বাইস বলদা তের ছাগলা,
গণে গেঁথে বরা পাগলা।"

এই বচনানুসারে হস্তী মনুষ্যের ন্যায় ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। কিন্তু হস্তী ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। সেকন্দর সাহ পুরুরাজকে জয় করিয়া যে বৃহৎ হস্তী পান, সে রাজার সপক্ষে তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিল। সেকন্দর তাহার নাম অজক্ষ (Ajax) রাখেন এবং তাহার মাথায় জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহাতে লেখা ছিল "সূর্য্যপুত্র সেকন্দার অজক্ষকে সূর্য্যসেবায় নিযুক্ত করিলেন।" এই হস্তীটী ৩৫৪ বৎসর পরেও দৃষ্ট হইয়াছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ জীবী তিমি মংস্য। ইহারা হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। অন্যান্য দীর্ঘজীবীদিগের মধ্যে সোয়ান পক্ষী ৩৬১, কচ্ছপ ১০৭, ঈগল ১০৪, উষ্ট্র ও দাঁড়কাক ১০০ বৎসর বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। সিংহও অনেক বয়সে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। প্রসিদ্ধ পম্পি ৭০ বৎসর বাঁচিয়াছিল। ঘোড়া ৬০, শূকর ৩০, গোরু, গণ্ডার, ভল্লুক, ও কুক্কুর ২০, বিড়াল ও শৃগাল ১৪।১৫ মেষ ১৩ এবং কাষ্ঠ বিড়াল ও খরগোষ ৭ বৎসর বাঁচে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী সঙ্কেত কৃষি ও শিল্প পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল:—

মাছির অত্যাচার নিবারণের উপায়।—তিন চারিটী পলাণ্ডু বা প্যাজ জলে সিদ্ধ করিয়া ব্রস দিয়া সেই জল তুলিয়া আয়নার ফ্রেমে, কপাট চৌকাঠে ও পাথার দড়িতে মাখাইয়া দিবে। এরূপ করিলে সে ঘরে আর মাছির দৌরাত্ম্য থাকিবে না।

কাপড়ের দাগ তুলিবার উপায়—স্পিরিট অব্ এমোনিয়া এবং হার্টস

হরণ নামক ছইটী দ্রব্য মিশাইয়া তাহা দ্বারা সাটিন গরদ প্রভৃতি যে কোন কাপড় হইতে তেল, কালি, ফলের আঠা ইত্যাদির দাগ অনায়াসে উঠান যাইতে পারে।

পুরাতন মুক্তা নূতন করিবার উপায়—একটা পাত্রে জল দিয়া তাহার মধ্যে তুঁষ, কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি এবং অল্প পরিমাণ ক্রিম অব্‌ টারটার নামক ডাক্তারখানার এক রকম ঔষধ মিশাইয়া উহা সিদ্ধ করিতে হইবে। কিঞ্চিৎ শীতল হইলে অর্থাৎ হাত সহ্য হইলে উহার মধ্যে মুক্তার মালা ডুবাইবে এবং তুঁষদ্বারা মাজিয়া পরিষ্কার করিবে। পরে অন্ধকার স্থানে কাপড়ের উপর রাখিয়া মুক্তা শুখাইয়া লইবে এবং তৎপরে কিছুক্ষণ রৌদ্রে ঐ মুক্তা বাহির করিবে না। এইরূপ করিলে মুক্তায় অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইবে।

তাঁবার বাসন পরিষ্কার করিবার উপায়—নাইট্রিক এসিড জলের সহিত মিশাইয়া এবং ঐ জলে কিঞ্চিৎ বাইকারবনেট অব পটাস্‌ সলিউসন্‌ ঢালিয়া দিয়া সেই জল দ্বারা তামার বাসন ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া বাতাসে পাত্রটী শুখাইয়া লইতে হইবে। এরূপ করিলে তামা হইতে প্রাতঃকালের আরক্তিম সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল লাল আভা বাহির হইবে।

বৈজ্ঞানিক অজাগর সর্প—সাল্‌ফোসাএনাইড অব পোটাসিয়ম্‌ নামক ঔষধ কিঞ্চিৎ নাইট্রেট এসিড এবং পারদের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া সাদা চূনের ন্যায় হইলে গঁদের আঠার জলদিয়া উহাকে একটী ক্ষুদ্র ডিমের ন্যায় করিতে হইবে এবং শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। পরে যখন বন্ধুগণ উপস্থিত হইবেন, তখন বৈজ্ঞানিক অজাগর সাপের কথা তুলিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান হইতে বলিয়া একটি দেশালাই জ্বালাইয়া ডিমে ধরাইয়া ডিমটি একখানি পাত্রে রাখিয়া দিলে হঠাৎ ডিম হইতে ধূম বাহির হইয়া সাপের আকার ধরিতে থাকিবে এবং অল্প সময় মধ্যে বৃহৎ সাপের ন্যায় হইয়া ঘরের মধ্যে শূন্যে বেড়াইবে। তখন দেখিতে আশ্চর্য্য এবং স্থলবিশেষে ভয়ানকও বোধ হইবে। এগুলি বিষাক্ত বস্তু, অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ দিনে তাঁহার স্মরণার্থ এক মহা সভা হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্ভ্রান্ত লোক এবং মহিলাগণও উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব আবদুল লতিফ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্বর্গীয় রাজার গুণাবলী বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বৎসর বৎসর এইদিনে এইরূপ উৎসব হইবে এবং আগামী জানুয়ারি মাসে এক বৃহৎ সভা হইয়া রামমোহন রায়ের স্মরণচিহ্ন স্থাপনের বিষয় স্থিরীকৃত হইবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই কার্য্য সাধনজন্য কতকগুলি উপযুক্ত লোক লইয়া এক কমিটি সংগঠিত হইয়াছে। রামমোহন রায় নারীকুলের পরমহিতৈষী বন্ধু ছিলেন, ভারতমহিলাগণ এইসময় তাঁহার প্রতি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা নিদর্শন প্রদর্শনে অগ্রসর হউন।

২। গত ১৯এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ গৃহে ময়মনসিংহ সম্মিলনীর এবং ২০এ সেপ্টেম্বর মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর সাংবৎসরিক উৎসব ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে।

৩। কলিকাতায় কতকগুলি শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত মহিলা "সখী সমিতি" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইহাঁরা টাকা সংগ্রহ করিয়া কও করিতেছেন। হিন্দু অন্তঃপুরে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা শিক্ষা প্রচার ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন ভারতরমণীগণ বন্ধুত্বসূত্রে মিলিত হইয়া বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিতে এবং দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, ইহাও তাঁহাদিগের লক্ষ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

৪। এ বৎসর রামলীলা ও মহরম একসময় হওয়াতে দিল্লী ইটোয়া প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও হত্যা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। ফিরোজপুরের মাজিষ্ট্রেট বড় সুবুদ্ধির কার্য্য করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রধান লোকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের মেলার সময় বন্ধুভাবে স্থির করিতে বলেন, ইহাতে বিনা গোলযোগে সেখানকার হিন্দু ও মুসলমান উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এখন হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বন্ধুভাব উৎপন্ন হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়, কর্তৃপক্ষ তাহারই সহায়তা করিলে যথার্থ রাজধর্ম্ম পালন করেন।

৫। বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল কাশ্মীরে রাজমন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে আসিতেছেন। তিনি থাকাতে আরও কতকগুলি বাঙ্গালী রাজ সরকারে কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারাও এখন বিদায় লইয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালীদিগের কাশ্মীর ত্যাগে এ দেশীয় ইংরাজ সম্পাদকগণ বড় আনন্দ করি-

তেছেন, ইহাতে সন্দেহ হয় কোন দুষ্টমতি ইংরাজের পরামর্শে কাশ্মীর-রাজ বাঙ্গালীদিগের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন।

৬। ঘি আইন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়া গত ১লা অক্টোবর রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং গেজেটে প্রচারিত হইয়াছে। অতঃপর কেহ বিকৃত ঘৃত বিক্রয় করিলে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ডনীয় হইবে।

৭। ভূমিকম্পে ভূমধ্যস্থ সাগরের তীরবর্ত্তী স্থান সকলের এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বড় ক্ষতি করিয়াছে। প্রথম ভূমিকম্প মিশর, গ্রীস ও ইটালী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং কার্ফিউদ্বীপ ও মেসেনিয়া প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছে। দ্বিতীয় ভূমিকম্পে চাল´ষ্টন নগর ধ্বংস করিয়াছে, তাহাতে ৬০ জন মনুষ্য গতাসু হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচন।

১। অযোধ্যার বেগম—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। এই পুস্তকখানি গ্রন্থকার প্রণীত মহারাজা নন্দকুমার,দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ন্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার ভাষার লালিত্য, বর্ণনার চাতুর্য্য, নৈতিক ভাবের সমাবেশ সকলই মনোহর হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি চরিত্রের সুন্দর চিত্র আছে, তন্মধ্যে রোহিলাধিপতি হাফেজ্ বনিতা, মির্জ্জাফার পত্নী জগদম্বা বেগম এবং চৈৎসিংহের বিমাতা রাণী গোলাপকুমারীর সুচরিত পাঠে পাঠিকাগণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামা রচনা।

প্রভাত চাতক।

সরিছে আঁধার কালো ;
উষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধ আধ ছবি ;

এত ভোরে কোন্ পাখী
গাহিছে আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি !

২

মধুর কাকলী মুখে
খেলিছ মনের সুখে
হেরি ও মাধুরী মরি নয়নজুড়ায়!
সুনীল গগণ কোলে,
কাঞ্চনের ফেঁাটা দোলে!
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায়!

৩

কি জানি কি যোগ-বলে
স্বরগে যেতেছ চলে,
দেখি যেন,থেকে থেকে জলদে লুকাও;
দেবতার শিশু গুলি,
খেলে যথা হেলি ছুলি,
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও?

৪

চিনেছি চিনেছি আমি
অই যে চাতক তুমি,
প্রভাতি কিরণ মেখে কর ঝল মল,
নাচিছ তপন আগে,
জাগাইছ জীব ভাগে,
সুললিত গানে মরি মাতায়ে ভূতল!

৫

শুনি ও অমৃত-গীতি,
কার না জনমে প্রীতি?
কে যেন অমৃত ধারা ঢালিছে ধরায়!
ছুটিছে অমৃত রাশি,
অমৃত হিল্লোলে ভাসি,
অমৃত তুফানে যেন মন ভেসে যায়!

৬

হেন গান কোথা ছিল,
কে তোমারে শিখাইল,
কহরে চাতক, মোরে, সেই সমুদয়;
আমি তো বুঝেছি এই,
জগত জননী যেই,
তাঁহারি শিখানো গীত,আর কার নয়।

৭

যে সাজায় রামধনু,
যে হাসায় শশী ভানু,
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায়;
যাঁহার কৌশল বলে,
গ্রহ তারা শূন্যে চলে,
তোমারে এহেন গীতি সেইরে শিখায়।

৮

অমন মধুরে পাখি,
তাঁরেই ডাকিছ নাকি,
(স্বরগ দুয়ারে উঠি) পরাণ খুলিয়া?
তুমিরে ডাকিছ যাঁরে,
আমি সদা ডাকি তাঁরে—
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া।

৯

তবে ভাই! নেমে আয়,
দুজনে ডাকিব "মা'য়,
বুঝিব বুঝিব সে মা কার ডাকে আসে;
তোর ডাক সুধা-মাখা,
আমার শুধুই ডাকা,
দেখি মা আমারে ভাল বাসে কি না বাসে।

১০

আয় তবে আয় চলি,
দোঁহে হ'য়ে গলাগলি,
মায়ের "মঙ্গল-গাথা" গাই একবার;
দূরে যাবে মলিনতা,
দূরে যাবে সব ব্যথা,
ভরিবে তাঁহার প্রেমে হৃদয়-আগার!

প্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬২ সংখ্যা | কার্ত্তিক ১২৯৩—নবেম্বর ১৮৮৬। | ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পতিতা স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধার চেষ্টা—বাঙ্গালোরের খ্রীষ্টীয় রমণীগণ এই সুমহৎ দয়ার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সর্ব্বত্র এরূপ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

রমাবাই—ইনি আমেরিকায় গমন করিয়া আপনার বিদ্যা ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী মধ্যে আপনার স্বাধীন ভাব রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা আরও সুখী হইলাম। ইনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পাশ্চাত্য আকারের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বদেশীয় ভাব রক্ষার প্রয়াসী। রমাবাইয়ের ন্যায় রমণীর উপর ভারতের অনেক আশা ছিল, এখন তাঁহাকে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া স্বদেশের হিত চিন্তা করিতে দেখিলে আমরা কতক সন্তোষ লাভ করিব।

রাজকন্যা ও জামাতার ভারত শুভাগমন—মহারাণীর তিন পুত্র ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন কন্যার অদ্যাপি শুভাগমন হয় নাই। আগামী শীতকালে রাজকুমারী লুইস ও রাজজামাতা মার্কুইস অব লোরণ এদেশে আসিতেছেন।

লেডী ডফরিণ হাঁসপাতাল—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম

লেডী ডফরিণ ফণ্ড যেমন দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহার কার্য্যেরও তেমনি শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমীর আলীর সহধর্ম্মিণী কলিকাতা স্ত্রী হাঁসপাতালের উন্নতি কল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ব্রহ্ম-বিপ্লব—আজিও ইহার শান্তি হয় নাই। বিদ্রোহীগণ কয়েকস্থানে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। ব্রহ্ম সেনাপতি ম্যাক্‌ফারসন্ পীড়িত হইয়া হঠাৎ গতায়ু হইয়াছেন। কতদিনে এ বিপ্লবের শেষ হইবে কে বলিতে পারে?

রেলওয়ে গার্ডের শাস্তি—ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের এক গার্ডের দুর্ব্বৃত্ততা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একজন বাঙ্গালী রমণী রেলগাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়েন, এ বিষয়ে গতবার উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই পাষণ্ড গার্ডের নাম স্নেলিং। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ইহার ১০০ টাকা অর্থদণ্ড ও তদভাবে তিন সপ্তাহের জন্য সামান্য খাটুনির সহিত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। গুরুপাপে লঘুদণ্ড!

সমাজ সংস্কার—বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী মালাবারি হিন্দুসমাজ হইতে শিশুবিবাহ নিবারণ করিয়া বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের আইন করিবার জন্য রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন করেন। রাজপ্রতিনিধি এবিষয়ে ভারতবর্ষের স্থানীয় শাসনকর্ত্তা সকলের মত জিজ্ঞাসা করায় সকলে একবাক্যে এরূপ আইনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সামাজিক নিয়ম রাজবিধি দ্বারা পরিবর্ত্তিত না হইয়া সমাজস্থ লোকদিগের দ্বারা হয় ইহাই সকলের অভিমত। এজন্য লর্ড ডফরিণ কেবল মালাবারির সাধু চেষ্টার প্রশংসা করিয়া হস্তক্ষালন করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু সমাজস্থ লোকে আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধনে কি বিশেষ চেষ্টাপর হইবেন?

কুমারী রেণী—এডিনবর্গের নূতন কলেজের অধ্যক্ষ রেণী সাহেবের ভগিনী স্কট্‌লাণ্ড ফ্রিচর্চ্চ নারীসমাজের প্রতিনিধি হইয়া অতি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিবেন। এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি পরিদর্শন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করাই ইহাঁর আগমনের উদ্দেশ্য।

নারীচরিত।

করমেতো বাই।

ভারতবর্ষ চিরদিনই ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য প্রসিদ্ধ। যদি এ দেশের ইতিহাস থাকিত, তবে লোকে দেখিত যে ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ—আত্মোৎসর্গ, এতবার কোন দেশের পুরুষ রমণীতে করে নাই। আবার এই ধর্ম্মভাবে

রমণীগণ চিরদিনই আদর্শস্থানীয়। পাঠিকা! যাঁহার নাম এই প্রস্তাবের শিরোদেশ পবিত্র করিতেছে, ইনি সেই আদর্শস্থানীয়দিগের মধ্যে এক জন। শ্রীমতী করমেতো দাক্ষিণাত্য প্রদেশস্থ খাজল নামক এক নগরীর রাজপুরোহিত পরশুরামের কন্যা। পরশুরাম বড় ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি স্বীয় কন্যাকে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত রীতিমত বিদ্যাশিক্ষাদি করাইয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাল ভাল গ্রন্থাদি পাঠ করাইয়াছিলেন। ক্রমে বালিকা করমেতো অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে এইরূপই হইত, কন্যা পিত্রালয়ে সংশিক্ষা পাইয়া পরে বিবাহিতা হইতেন; আজি কালিকার মত বাল্য-বিবাহ তখন দেশে প্রচলিত ছিল না। যে দেশের কথা বলিতেছি, সৌভাগ্যক্রমে সে দেশে এখনও কুলবালাগণ পিত্রালয়ে শিক্ষিতা হইয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহিতা হইবার সুবিধা পান। রমাবাইয়ের নাম বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগের নিকট সুপরিচিত; এই রমাবাইও সেই দাক্ষিণাত্যবাসিনী। রমাবাইয়ের মত কত শত রমণী সে দেশকে আজিও অলঙ্কৃত করিতেছেন।

শ্রীমতী করমেতোকে বিবাহিতা করাইবার জন্য পিতা পরশুরাম ব্যগ্র হইয়া একটী সচ্চরিত্র পণ্ডিত পাত্র অনুসন্ধান করিয়া আনিলেন। বিবাহে করমেতোর মন নাই। জ্ঞান পিপাসা—ধর্ম্মপিপাসা তাঁহার মনে একান্ত প্রবল। করমেতো ভাবিলেন আমি বিবাহ করিয়া কি করিব? বিবাহে সাংসারিকতা আসিবে, স্বামী পুত্রের ভাবনা আসিবে, জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মালোচনার সময় থাকিবে না। ভাবিলেন আমি বিবাহ করিব না। একালের শিক্ষিতা পাঠিকারা হয়ত যুগপৎ সংসার সেবা ও ধর্ম্ম সেবার সম্ভবনীয়তা ভাবিতেছেন। যাহাহউক করমেতো তাহা ভাবে নাই। সে বুঝিয়াছিল সংসারে প্রবেশ করিলে আর সে অনুরাগিণী হইয়া ভগবৎ-তত্ত্বে ও ভগবৎ-চিন্তায় রাত্রিদিন যাপন করিতে পারিবে না। তাই বিবাহের কথায় তাহার আনন্দ হইল না। যাহা হউক পিতার ইচ্ছায়, পরিবারের সকলের অভিমতে, অনিচ্ছাক্রমে করমেতোকে বিবাহিতা হইতে হইল। কিন্তু তিনি স্বামীর সহিত সংসার করিতে পারিলেন না। যাহার মন সংসার ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে, কে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে? স্বামীর আলয়ে যাইবার জন্য যখন চতুর্দ্দিক হইতে সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, যখন তিনি দেখিলেন আর এড়াইবার যো নাই, তখন একদিন নিশীথে, যাঁহার জন্য স্বামীর ভবন ভাল লাগিল না, তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন! কোথায়

বৃন্দাবন কে জানে? কিন্তু তিনি একাকিনী অন্ধকারে আপনার মনে বৃন্দাবন গমন সংকল্প করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। পরশুরাম প্রভাতকালে দেখিলেন তাঁহার কন্যারত্ন গৃহে নাই! চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল, পরশুরামের কন্যা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দুষ্ট লোকে মন্দ কথা বলিল। সাধারণ লোকে কুৎসা শুনিতে ভালবাসে; চতুর্দ্দিকে একটা মিথ্যা কুৎসা রটনা হইল। পরশুরাম লজ্জায় মৃতবৎ হইয়া রাজাকে সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। রাজার সাহায্যে পরশুরাম কন্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দিক্‌বিদিক্ লোক ছুটিল। ইহা নিশ্চিত যে শ্রীমতী করমেতো অধিক দূরে যাইতে পারেন নাই। রাজপ্রেরিত লোকেরা প্রায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল; তখন করমেতো এক প্রান্তরস্থিত মৃত গর্দ্দভ দেহের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া থাকিলেন। সে পচা গন্ধে কোনও লোক সে পথে চলিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু করমেতো অনায়াসে সেই মৃত গর্দ্দভ শরীরের মধ্যে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে একদিন কাটাইলেন। রাজপ্রেরিত লোকেরা তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। করমেতো বহুদিনে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরশুরাম একমাত্র কন্যা বিরহে কাতর হইয়া আপনি পদব্রজে অনুমান করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে বৃন্দাবন কিছু কম দূর নয়; ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তে গমন!! যে পথ বাহিয়া কন্যা অনায়াসে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, পরশুরাম সেই অতি দীর্ঘ পথ বাহিয়া সেই বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন এক কুটীরে তাঁহার কন্যা একাকিনী মুদিত-নয়না, যোগাসনে উপবিষ্টা। ভাবে ও ভক্তিতে পিতার প্রাণ গলিয়া গেল; তিনি কন্যার অজ্ঞাতে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কিছুকাল পরে কন্যা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন; সম্মুখে তাঁহার পিতা দণ্ডায়মান। তখন বিনীতভাবে পিতার চরণে নমস্কার করিয়া বলিলেন; বাবা, তুমি কেন আমার অনুসন্ধানে দেশ বিদেশ ফিরিতেছ; আমি কে? তুমি কে? ভাবিলে না। তোমার কন্যা কি মরিয়া গিয়াছে? যে কষ্ট স্বীকার করিয়া তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ, এত অনুসন্ধান করিলে, এত পরিশ্রম করিলে তুমি এতদিন দেববাঞ্ছিত ভগবৎ পদ লাভ করিতে পারিতে। পিতা কন্যার এই সারগর্ভ কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, তোমার মত কন্যা রত্ন লাভ করিয়াছিলাম" বলিয়া আজি জীবন সার্থক হইল!" পরশুরাম

রাজাকে সংবাদ দিলেন, রাজা সেই তীর্থ স্থানে আসিয়া সেই অলৌকিক দেবভক্তিপূর্ণা করমেতোর শোভা সন্দর্শন করিলেন এবং পরে তাঁহার সাধনার জন্য এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। শ্রীমতী করমেতো দেবী সেই অট্টালিকায় বহুদিন ইষ্টদেব পূজায় নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে যাঁহার চিন্তায় জীবন কাটাইলেন, বুঝি তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিয়া এ সংসার পরিত্যাগ করিলেন। আজিও করমেতোর সাধন মন্দির বৃন্দাবনে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছে!!

অবস্থা ও সংসার।

(২৬১ সংখ্যা—১৭০ পৃষ্ঠার পর)

এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সঞ্চয় করা কাহার জন্য? কেনই বা মনুষ্য সঞ্চয় করিয়া যায়? কাহার জন্য সঞ্চয় করা আবশ্যক ও কি হেতুই বা উহা কর্ত্তব্য, তাহাই আলোচনা করিতেছি। ভবিষ্যতের উপর কাহারও আধিপত্য নাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি;—কখন কাহার কোন্ অবস্থা ঘটিবে কেহ বলিতে পারে না। ভবিষ্যতে পাছে বর্ত্তমান হইতেও দুরবস্থা ঘটে, এই আশঙ্কায় সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। আজ যিনি উপার্জ্জন করিতেছেন, ভবিষ্যতেও তাঁহার দুরবস্থা ঘটিতে পারে, বলিয়া তিনি প্রথমতঃ আপনার জন্য পরে তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাদিগের দুরবস্থা ঘটিতে পারে তাহাদের জন্য সঞ্চয় করিবেন। ইহা ব্যতীত বহুজনের উপকারার্থেও সঞ্চয় করা আবশ্যক। অর্থের প্রতি মায়াবশতঃ কেহ কেহ সঞ্চয় করেন, ন্যায্য ব্যয় কর্ত্তন করিয়াও সঞ্চয় করেন। তিনি কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটি করিলেন বটে, কিন্তু গুরুতর কুকার্য্য করেন না। অপব্যয়ী হইতে কৃপণকে উচ্চ পদবীতে স্থান দিতে বলি না, কিন্তু ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথম ব্যক্তি হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক সংসারের উপকার হইবার সম্ভাবনা। একজনের অর্থ ছড়াইয়া নষ্ট হইল; অপর ব্যক্তির সঞ্চিত ধন রহিল,—এমন হইতে পারে যে উহা একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে পতিত হইয়া সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। বিশেষতঃ সাধারণতঃ যাহাকে কৃপণ কহে, সে ব্যক্তি হয়ত আজকালির অযথা ব্যয় করিতে চাহে না বলিয়াই ঐ নামে কলুষিত হইয়াছে। বাস্তবিকই গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে কে কয় ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন? একজনের সঞ্চিত ধনে সাধারণের বা দশজনের উপকার হইবার যেমন সম্ভাবনা, কুপাত্রে ঐ ধন স্তস্ত হইলে বিশেষ অপকার হইবার তেমনি সম্ভাবনা।

নির্ব্বোধ বঙ্গমহিলার বা দুষ্প্রবৃত্তিশালী পুরুষের হস্তে পরের সঞ্চিত ধন মহা অপকারের কারণ হইয়া উঠে।

এক্ষণে কেমন করিয়া সঞ্চিত ধন রক্ষা করিতে হয়, তাহার আলোচনা প্রয়োজন। ধন রক্ষা দুই প্রকার, নিস্ফল, ও ফলপ্রদ। ধন মাটিতে পুতিয়া বা সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে নিস্ফল ধন রক্ষা বলা যায়। ভূমিক্রয়, বাণিজ্য অর্থাৎ যাহাতে ধনের উপস্বত্ব আইসে, সেই প্রণালীতে ধন রক্ষা করিলে ফলপ্রদ ধন রক্ষা বলা যায়। নিস্ফল ধনরক্ষায় যেমন লাভ নাই, মূল ধন নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা অল্প। ফলপ্রদ ধন রক্ষায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তথাপি নিস্ফল হইতে ফলপ্রদ ধন রক্ষাই শ্রেয়, কেন না তাহাতে ধন বৃদ্ধির তেমনি সম্ভাবনা। কোম্পানির কাগজ করা অথবা গহনা ও দ্রব্য বন্দক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়াও ব্যবসা করা বলিতে হইবে। উহাতে লাভ ও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতিরেকে আর একপ্রকার ধন সঞ্চয় আছে। দেহালঙ্কারে বা গৃহালঙ্কারে ধন আবদ্ধ থাকে। ইহাতে ধনে ধন আইসে না, কিন্তু কথঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করা যায়। সেই সমুদয় দ্রব্যের ব্যবহার হেতু, কখন মূলধন বিনষ্ট হইলেও কেহ ক্ষতি বোধ করেন না। একখানি স্বর্ণ অলঙ্কারের জন্য কতকগুলি টাকা ব্যয় কর, ক্ষতি বোধ করিবে না। অলঙ্কার ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে না অর্থাৎ তাহার কিছু না কিছু মূল্য থাকিবে। এই অর্থে ইহাকে সঞ্চয় করা কহিলাম। কিন্তু ব্যবহার করিতে করিতে উহা হারাইয়া ফেলিলে মূল ধন বিনাশ পাইল। উপস্বত্ব ভোগ আশায় মূল ধন হারাণ এক প্রকার, আর লাভের আশা ব্যতীত শুদ্ধ ব্যবহারে ধনচ্যুত হওয়া অন্য প্রকার ক্ষতি। রাজার বাটীতে একশত ডালের একটী ঝাড় ঝুলিতেছে তাহার মূল্য পাঁচশত টাকা, তাহার ব্যবহারে হয়ত কতকগুলা ঝাড়ের প্রয়োজন হয় না, ঝাড়টী যতক্ষণ রহিয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত ধন বলিতে পারি, কিন্তু উহা যদি ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা হইলে উহা ব্যবহার ব্যতীত কিছু দিয়া গেল না অথচ মূল ধন নষ্ট করিয়া গেল। এ প্রকার বহুল উদাহরণ দিবার আবশ্যক নাই।

উপরিউক্ত কথাগুলি আন্দোলন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিবিধ প্রকারে ধন রক্ষা করেন। দুই একখানা জমিদারী, দশ বিশখানা অলঙ্কার, দুই একটা বাণিজ্য ব্যবসা আর কিঞ্চিৎ বা কোম্পানির কাগজ করা তাঁহাদের বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিলেই যে ধন রক্ষা হয় এমন নহে। ধন সকলের হাতে থাকিবার নহে। যে রাখিতে জানে, তাহারই নিকট ধন অবস্থিতি করে। ধনরক্ষাপ্রণালী পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

সংযুক্তাহরণ।

(২৭০ সংখ্যা—১৭৫ পৃষ্ঠার পর)

বন্দি ধর্ম্মধ্বজে বালা, গজেন্দ্র গমনে
চলিলেন পরমঞ্চে।—আশার ছলনে
ভুলিল ভূপেন্দ্র সুত, বিহ্বল বিকল,
অনিমেষে দৃষ্টি করে বদন মণ্ডল।
সসম্ভ্রমে রাজভট্ট কুলজী গাইলা—
"ভারতের জংঘা জম্বু, পবিত্র-সলিলা
মন্দাকিনী মন্দগতি প্রবাহিতা চির
যথা অভ্রভেদী উচ্চ উর্দ্ধোন্নত শির,
শুভ্র ধবলিত কান্তি ধবল পর্ব্বত,
নিত্য নীহারের ভার মস্তকে নিয়ত;
বিধৌত বিপুল বপু ধারায় তুষার,
হিমাচলাঞ্চল দেশ অতি চমৎকার!
নানাবিধ ফল বৃক্ষে চির-সুশোভিত,
পর্ব্বত কুসুম গন্ধে সদা আমোদিত!
মন্দাকিনী পূত তটে সিদ্ধ ঋষিগণ
ধ্যান ধারণায় রত—তপেতে মগন।
হেন রম্য প্রদেশের সুযোগ্য ভূপতি,
সুন্দর নগেন্দ্র সিংহ সাক্ষাৎ শুপতি,
রূপে স্মর, গুণে হর, ঐশ্বর্য্যে বাসব,—
যাঁহার পবিত্র কুলে উমার উদ্ভব!
হের দেখ তব পাণি পীড়ন আশায়
কনোজ নন্দিনি, রত তব অর্চ্চনায়।"
নমি অন্য মঞ্চ আগে চলিলা সুন্দরী,
গাইল কুলজী ভাট কর যোড় করি;
"পঞ্চ নদ জনপদ দেবতাবাঞ্ছিত,
পুণ্য ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত জগতে বিদিত,
ভারতের শিরোদেশ উর্ব্বর উত্তম
আর্য্যগণ যথা বাস করিলা প্রথম।
যাঁহাদের সামগানে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে
মন্ত্রপূত নদী পঞ্চ প্রবাহে যেখানে;—
মন্দগতি চন্দ্রভাগা সিন্ধু বিলাসিনী,
বেগবতী ইরাবতী বস্থ প্রসবিনী,
শত ধারা শতদ্রু বিতস্তা সুরনদী,
বিপাশা তুষার ভার বহে নিরবধি!
স্থানের মাহাত্ম্যে যথা অদ্যাপি মানবে
জ্ঞান ধর্ম্মে, শৌর্য্যে বীর্য্যে সুসম্পন্ন সবে।
অনল শিখার ন্যায় তেজস্বী মহান,
ভূমণ্ডলে বীর জাতি মানব প্রধান।
এ হেন জাতির পতি বীর অবতার,
ধীরমন্ত ধরাধামে দ্বিতীয় কুমার,
সমরে সুধীর বীর ধনঞ্জয় সম
ক্ষত্র-কুল-তিলক ভারতে অনুপম!
তব পরিণয় প্রার্থী হইয়া রাজন
কনোজ নন্দিনি, তোমা করেন অর্চ্চন!"
বন্দি পুরো মঞ্চে বালা উত্তরিলা পরে।
রাজ ভট্ট কুলজী গাইল মৃদু স্বরে।—
"বিখ্যাত ত্রিগর্ত্ত দেশ ভারতভূষণ,
হিমাদ্রি উত্তরে স্থিত সুরম্য শোভন,
ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, গঙ্গা যার বক্ষ হতে
পয়োধারে প্রবাহিত উর্ব্বর ভারতে,
উপকূলে তপোবন শোভে মনোহর
বিবিধ ওষধি বৃক্ষ বিরাজে সুন্দর,
স্বাদু ফলে অধঃশির, ফুল পরিমলে
সদা প্রমোদিত দিক, বিহঙ্গম দলে
দিবানিশি কুঞ্জবনে করিছে কূজন,
প্রতিষ্ঠিত পৃথ্বীতলে দ্বিতীয় নন্দন।

শুভ্র-কান্তি-ধারী লোক গন্ধর্ব্বপ্রতিম,
রণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমে অসীম!
মন্মথমোহন এই ত্রিগর্ত্ত রাজন,
অনঙ্গ জিনিয়া অঙ্গ কর দরশন,
রণে ধীর, বুদ্ধে স্থির বৃহস্পতি প্রায়,
সমাহিত দেখি, তব পাণি প্রার্থনায়!"

নমি পরবর্ত্তী মঞ্চে চলিলেন ধনী,
কুলজী গাইয়া ভট্ট উঠিল অমনি;—
"ভারতে বিখ্যাত রাজ্য পাঞ্চাল সুন্দর,
পঞ্চ নদ পুরোদেশ অতি মনোহর,
পৌরাণিক দ্রুপদের রাজত্ব বিভব,
যাঁর যজ্ঞে যাজ্ঞসেনী হইলা সম্ভব,
সখা যাঁর যদুমণি নর নারায়ণ,
ভারতে বৈষ্ণবরাজ কে আছে এমন?
তাঁর বংশধর এই পাঞ্চাল ঈশ্বর
ভীম সিংহ পরাক্রমে সম বৃকোদর,
বুদ্ধে বৃহস্পতি, যুদ্ধে বীর বিচক্ষণ,
ধর্ম্মে ধর্ম্মরাজ, রূপে সাক্ষাত মদন।
কনোজকুমারী-কর করিয়া বাসনা,
নিরন্তর আপনার করেন সাধনা।"

সম্ভাষিয়া ভূপে বালা অন্য মঞ্চে চলে।
কুলজী গাইল ভট্ট—"মদ্র ধরাতলে
মহাদেশ, যোদ্ধ্ধাম বীরপ্রসবিনী,
ভারতে বিবৃত মদ্ররাজের কাহিনী।
যেমন সুন্দর দেশ স্বভাবে সজ্জিত,
তেমনি দেশের লোক সদানন্দচিত।
শুভ্রকান্তি বীর্য্যভাবে উন্নত উরস,
দেবভক্ত সত্যবাদী অমিতসাহস;
এই শুভ্র সিংহরাজ শাল্য বংশধর,
অনুরক্ত শিবভক্ত সাক্ষাৎ শঙ্কর,
বাঞ্ছিয়া তোমার কর কনোজসুন্দরি,
ভাবিছেন তব রূপ দিবা বিভাবরী!"

নমি পরবর্ত্তী মঞ্চে বালা উত্তরিলা।
কুলজী গাইল ভাট," পুরী তক্ষশিলা,
সিন্ধুরাজ রাজধানী, তীক্ষ্ণ সুশাণিত
অস্ত্রে ছেদি শিলাপুরী হয়েছে নির্ম্মিত,
তাই তক্ষশিলা নাম, নগরী মহান
রম্য হর্ম্ম্যাবলীধাম রমণীয় স্থান?
ভাস্কর স্থাপত্য কার্য্য শিল্পের নিলয়,
ভূরি ভূরি প্রতিষ্ঠিত চারু দেবালয়!
হিমাদ্রি ভেদিয়া সিন্ধু প্রবল তরঙ্গে
প্রবাহিত বেগে লয়ে নগরী উৎসঙ্গে,
উরসে বাণিজ্য পোত ভাসিছে নিয়ত,
রাজধানী ধন ধান্যে পূর্ণিত সতত।
ভারতের মুখ্য ধনী, যক্ষরাজ সম
তক্ষশিলা পতি সখ্যসিংহ অনুপম,
তব পাণি প্রার্থী হয়ে, রাজ্য ধন পণে,
দেখ রাজসুতা, রত তোমার অর্চ্চনে।"

বন্দি পুরো মঞ্চে বালা উত্তরিল গিয়া।
সম্বোধিলা রাজভট্ট কুলজী গাইয়া;—
"হিমাচল পার দেশ ভারত উত্তর,
সিদ্ধপীঠ হরিবর্ষ স্থান মনোহর।
মানস সরস যথা রহে প্রতিষ্ঠিত,
কনক কমল দলে চির সুশোভিত!
পবিত্র সলিলা নদী হিমাদ্রি দুহিতা,
চিরদিন ধীর ভাবে যথা প্রবাহিতা।
ফলভরে তরুরাজি সদা নতশির
কুসুম গৌরবে দেশ আমোদিত চির,
দিবানিশি কুঞ্জবনে জাগে বিহঙ্গম,
দিব্য পুরী ধরাধামে সুরপুরী ভ্রম!
হিংসা নাহি, দ্বেষ নাহি, নাহি দুখ তাপ,
ভয় নাহি, নাহি রাজ সেবা, মনস্তাপ,

নাহি রোগ, নাহি শোক,স্বাস্থ্যের আলয়;
মনের আনন্দে লোক সদা সুখে রয়।
যথা হতে দৃষ্ট হয় কৈলাস ভূধর,
ভবের ভবন গিরি, সুবর্ণ শিখর,
শত শশি পরকাশ দীপ্ত নিত্য কাল,
স্বর্গ ভেদি তুঙ্গ শৃঙ্গ উঠিছে বিশাল!
চারি ধারে সিদ্ধগণ তপেতে মগন,
স্বর্গের দুন্দুভি ধ্বনি শুনি অনুক্ষণ।

এ হেন ভূ-স্বর্গ-পতি মনুজপুঙ্গব
সুরথী সুরথী যুদ্ধে, ঐশ্বর্য্যে বাসব,
দিব্য দেহে শুদ্ধ ভাব, সিদ্ধ শুদ্ধাচারী,
সিদ্ধকাম রাজ ঋষি যতী মিতাহারী।
হের দেখ তব জন্য করি প্রাণপণ,
কনোজ কুমারি, তব করেন অর্চ্চন!"

ক্রমশঃ

তারকা।

আমরা গত দুইবার সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের কথা বলিয়াছি। গ্রহ উপগ্রহগণ অন্য নক্ষত্র সম্বন্ধে, এক স্থানে থাকে না। তাহাদিগকে ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। গ্রহ উপগ্রহ ভিন্ন যে রাশি রাশি নক্ষত্র রাত্রিকালে আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয়, তাহাদিগকে পরস্পরের সম্বন্ধে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায় না। এই জন্য উহাদিগকে স্থির তারকা (fixed Stars) বলে। বাস্তবিক যে উহাদের গতি নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু উহারা পৃথিবী হইতে এতদূরে অবস্থিত, যে উহারা লক্ষ লক্ষ ক্রোশ সরিয়া গেলেও আমাদের চক্ষে উহাদের অবস্থান সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই দূরত্বের জন্যই উহাদিগকে এত ছোট দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক উহারা প্রত্যেকে এক একটী সূর্য্য। আমাদের সূর্য্যের ন্যায় উহাদেরও আলোক ও উত্তাপ আছে। সৌরজগতের সাদৃশ্যে অনুমান হয় যে উহারাও এক একটী জগতের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া চতুর্দ্দিকে উত্তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। কত গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু উহাদের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে কে বলিতে পারে?

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯,২০,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা এই দূরত্বই ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু পৃথিবী হইতে সূর্য্য যতদূর, নিকটতম স্থিরতারকা সূর্য্য হইতে তাহার ৫,০০,০০০ গুণ দূরে অবস্থিত। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৫,১৭০ মাইল। কিন্তু তারকাগণ পৃথিবী হইতে এত দূরে যে অনন্ত আকাশে এমন সকল তারা থাকিতে পারে যাহাদের আলোক শত সহস্র

বৎসর চলিয়াও আজিও পৃথিবীতে পঁহুছিতে পারে নাই।

আমরা যে সকল তারা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে কতকগুলি সূর্য্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র; কতকগুলি প্রায় সূর্য্যের সমান, কতকগুলি আবার সূর্য্য হইতে বহুশত গুণ বৃহত্তর। কিন্তু আমাদের চক্ষে তারকাগণের উজ্জ্বলতার যে ইতর বিশেষ দেখা যায়, উহাদের আকৃতির তারতম্য অপেক্ষা, দূরত্বের অল্পতা বা আধিক্যই তাহার প্রধানতর কারণ।

আমাদের বোধ হয় যেন একখানি প্রকাণ্ড সরার ন্যায় পদার্থের ভিতর-দিকে তারকাগুলি বসান আছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনন্তের দূরত্বের জন্যই এরূপ দেখায়। রাত্রি-কালে জাহাজের নাবিকগণ যখন কোন সমুদ্র তীরস্থ নগরের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহাদের চক্ষে নগরের সমস্ত আলোক এক সমতলে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, যে সকল আলোক প্রায় সম-সূত্রপাতে অবস্থিত, তাহারা পরস্পর হইতে দূরবর্ত্তী হইলেও পাশাপাশি বলিয়া মনে হয়। তারকাগণের সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ। আমাদের চক্ষে যে সকল তারা খুব কাছাকাছি দেখায়, তাহারা হয়ত পরস্পর হইতে এত দূরে অব-স্থিত যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

বাহ্যিক চাকচিক্য অনুসারে তারকা-গণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্ব্বা-পেক্ষা উজ্জ্বল তারকাগুলিকে জ্যোতি-র্ব্বিদ পণ্ডিতগণ প্রথম শ্রেণীর তারা বলেন। তদপেক্ষা কম উজ্জ্বলগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর তারাও আছে। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগ উজ্জ্বলতা অনুসারেই করা হইয়া থাকে। তারকাগণের আকৃতির সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

জ্যোৎস্নাবিহীন রাত্রিতে আকাশের দিকে একবার চাহিলে যে তারা দেখা যায় তাহার সংখ্যা অন্যূন তিন সহস্র। 'একবার' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে কিয়ৎক্ষণ অন্তর অন্তর অনেকবার দেখিতে গেলে সেই সময়ের মধ্যে কতকগুলি অস্তমিত ও উদিত হয়, সুত-রাং এরূপ করিলে গণনা ঠিক্ হয় না। ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে লক্ষ লক্ষ তারা দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

মানবজাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে তারকাগণের অবস্থান পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জে বিভক্ত করিয়াছেন। পদার্থ বিশে-ষের সহিত কল্পিত সাদৃশ্য অনুসারে ঐ সকল পুঞ্জের এক একটী ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভার-তীয় আর্য্যগণই প্রথমে জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আরবীয়গণ উহা শিক্ষা করেন এবং আরবীয়দিগের নিকট হইতে উহা ক্রমে সমস্ত ইউরোপে ব্যাপ্ত

হইয়াছে। এই জন্য আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে তারকাপুঞ্জের যে নাম দেখা যায়, ইউরোপীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের নামের সহিত তাহার প্রায় সম্পূর্ণ ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে বলিয়া, সূর্য্যকে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আকাশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। আমাদের চক্ষে সূর্য্যের এই পথ যেখান দিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেই পথের তারকাগুলি দ্বাদশটী বিভিন্ন পুঞ্জে বিভক্ত। এই এক এক পুঞ্জকে এক একটী রাশি বলে; এই জন্য সূর্য্যের পথের নাম রাশিচক্র। এক একটী রাশি পার হইতে সূর্য্যের এক মাস লাগে। আমাদের দেশের পঞ্জিকা রাশিচক্রে সূর্য্যের গতি অনুসারে মাস গণনা করা হইয়া থাকে। এই দ্বাদশ রাশির নাম (১) মেষ, (২) বৃষ, (৩) মিথুন, (৪) কর্কট, (৫) সিংহ, (৬) কন্যা, (৭) তুলা, (৮) বৃশ্চিক, (৯) ধনু, (১০) মকর, (১১) কুম্ভ, ও (১২) মীন। বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে ইত্যাদি ক্রমে সূর্য্যের গতি হইয়া থাকে। ইংরাজী পঞ্জিকাতেও বার মাসে বৎসর হয় বটে, কিন্তু ইংরেজী ১ মাসের সহিত সূর্য্যের রাশি চক্রে অবস্থিতিকালের কোন সামঞ্জস্য নাই। এ সম্বন্ধে দেশীয় পঞ্জিকা ইংরাজী পঞ্জিকা অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত।

বিষুব রেখার উত্তর দিকে যে সকল তারকাপুঞ্জ, দেখা যায় তাহার মধ্যে উত্তর মেরুর নিকটস্থ একটী উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জের নাম (Great Bear) বড় ভল্লুক। ইহাতে সাতটী উজ্জ্বল তারকা আছে। তাহার প্রতিকৃতি নিয়ে প্রদত্ত হইল।
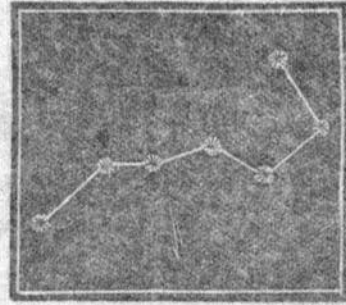
ইহার ডাইনদিকের প্রথম দুইটী তারা একটী সরল রেখা দ্বারা যোগ করিয়া সেই সরল রেখা উত্তর মেরুর দিকে বর্দ্ধিত করিয়া দিলে একটী উজ্জ্বল তারা পাওয়া যায়। ইহারই নাম ধ্রুবতারা বা Polar star. ইহা আমাদের চক্ষে নিশ্চল দেখায়। অন্যান্য তারাগণ ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই ধ্রুবতারা রাত্রিকালে বিষুব রেখার উত্তরস্থিত সমুদ্রের নাবিকগণের দিগ্দর্শনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। দক্ষিণ মেরুর নিকটে (Southern cross) দক্ষিণ ক্রুশ নামে একটী উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জ আছে, তাহার প্রতিকৃতিনিয়ে দেওয়া গেল।

ইহা দ্বারা বিষুব রেখারদক্ষিণস্থ সমুদ্রে নাবিকগণ দিক্‌ নির্ণয় করিয়া থাকে। ইহার সর্ব্বোপরিস্থ ও সর্ব্ব-নিম্নস্থ তারা দুইটী সরল রেখা দ্বারা যোগ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া দিলে ঐ রেখা দক্ষিণ মেরুর নিকট দিয়া যায়। কিন্তু উত্তর মেরুর যেমন ধ্রুবতারা আছে, দক্ষিণ মেরুর নিকট সেরূপ নাই।
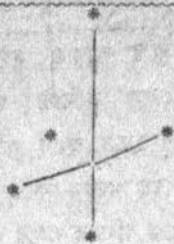
নিত্য পঞ্জিকা।

অগ্রহায়ণ। *

১। পৃথিবী যখন শীতল থাকে, তখন পৃথিবীর বাষ্প পৃথিবীর মুখকে কোয়াসায় আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। জীবনে উৎসাহের উত্তাপ কমিয়া গেলে মানুষের মনের কল্পনা আপনাকেই অভিভূত ও ভয়াক্রান্ত করে।

২। কোয়াসার রাজ্য পৃথিবীর পৃষ্ঠ-দেশে চলিয়া চলিয়া সহজে অতিক্রম করা যায় না। কিন্তু একস্থানে থাকিয়া উচ্চ শৈলে আরোহণ করিলে সব দিক্‌ পরিষ্কার দেখিয়া আশ্চর্য্য হওয়া যায়। জীবনের উন্নত অবস্থায় দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া ভ্রম সংশয় দূর হয়।

৩। শীত হউক্‌, গ্রীষ্ম হউক্‌, পৃথিবীর উত্তর-মুখ ধ্রুবতারার দিকে থাকে। বিপদে সম্পদে সাধুর চিত্ত ঈশ্বরের অভিমুখীন হইয়াই থাকে।

৪। বৃহৎ বৃহৎ মৃৎপিণ্ড ভারী বলিয়া মাটিতে হীন অবস্থাতে পড়িয়া থাকে। বালুকণা লঘু হইয়া উচ্চ আকাশে উঠে এবং সূর্য্যের কিরণে প্রতিভাত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পায়। অহঙ্কার ত্যাগ করিলে আত্মা স্বর্গে আরোহণ করিয়া দেব শোভা প্রদর্শন করিতে থাকে।

৫। যে সকল পাহাড় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন করা যায় না, তাহাতে গর্ত্ত করিয়া গোঁজ পুতিয়া রাখিলে ঐ গোঁজ সকল নিশির শিশির পাইয়া ফুলিয়া উঠে এবং পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। বল অপেক্ষা কৌশলে অধিক কার্য্য সিদ্ধ হয়।

৬। যে শীতে সকল শরীর শুষ্ক করিয়া দেয়, তাহাতে খর্জ্জুরের রস বর্দ্ধিত ও সুমিষ্ট করে। বিপদে সাধু লোকের প্রকৃতির সরসতা অধিক প্রকাশ পায়।

৭। জল জমিয়া যখন বরফ

* গতবারে যাহা আশ্বিন বলিয়া গিয়াছে, তাহা কার্ত্তিক হইবে।

হয়, তখন তাহা আকারে বৃহৎ ও পরিমাণে লঘু হয়। এরূপ হয় বলিয়াই শীতকালে সমুদ্র সকল বরফে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে এবং জল জন্তু সকল তাহার নিম্নে সুখে ও নিরাপদে বাস করে। প্রয়োজন অনুসারেই বিধাতার বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়।

৮। বরফ এত ঠাণ্ডা, কিন্তু শীতকালে বরফের ঘরে যাহারা বাস করে, তাহারা গরমে থাকে। অল্প দুঃখ ভয়ের কারণ, কিন্তু অধিক দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও সুখে জীবন ধারণ করা যায়।

৯। কেহ রেসম ও পসমের বহু বস্ত্রে আবৃত হইলেও শীতে কাতর, কেহ সামান্য ভস্ম মাখিয়া খোলা বাতাসে সুখে পড়িয়া থাকে। মানুষের অভাব কিসে হয় আর কিসে যায় কে বলিতে পারে?

১০। যাহাদিগের দেশে শীতকালে ৫।৬ মাস রাত্রি, আমরা মনে করি তাহাদেরই অনন্ত কষ্ট। কিন্তু এই সময়েই তাহাদের অধিক আমোদোৎসব। তাহারা সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না, কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গল ব্যবস্থায় এক অদ্ভুত তাড়িতালোকের সাহায্য পায়, তাহাতে স্নিগ্ধ জ্যোতি লাভ হয় অথচ রৌদ্রের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।

বাঙ্গলা প্রবচন।

ছ

৩০৭ ছকড়া নকড়া।
৩০৮ ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।
৩০৯ ছাইতে জানে না গোড় চেনে।
৩১০ ছাগলের সাধ্য যব মাড়ান?
৩১১ ছাতারের কেত্তন।
৩১২ ছাতা দে মাথা রাখা।
৩১৩ ছায়া আর কায়া।
৩১৪ ছাল নাই কুকুরের নাম বাঘা।
৩১৫ ছারপোকার বেন।
৩১৬ ছাঁচ কেটে ভাঙ্গ মাথা,
তবু না ছাড় বড়াইয়ের কথা।
৩১৭ ছাঁদা ভাড়ে জল রাখা।
৩১৮ ছাঁদা ঘটী, চোরা গাই,
চোর পড়সী, ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট,
এই ছয়টী বড় কষ্ট।
৩১৯ ছাঁদা কথা মাথায় জটা,
ছাড়াতে গেলেই বিষম লেটা।
৩২০ ছিকলি কাটা টে।
৩২১ ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি।
৩২২ ছিল ঢেঁকী হলো তুল,
চাচিতে চাঁচিতে নির্ম্মূল।

৩২৩ ছিল না কথা হলো গাল,
আজ না হউক হবে কাল।

৩২৪ ছুতরের তিন স্ত্রী ভানে কাটে থায়।
যত থাকে যত যায়।

৩২৫ ছুঁচ হয়ে সেধোঁয়,
ফাল হয়ে বেরোয়।

৩২৬ ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ।

৩২৭ ছুঁচোর গু অসুধে লাগে,
ছুঁচো গে পর্ব্বতে হাগে।

৩২৮ ছুঁচোর গোলাম চামচিকে,
তার মাইনে চৌদ্দ সিকে।

৩২৯ ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে,
লক্ষ টাকার স্বপন দেখা।

৩৩০ ছেঁড়া চুলে খোপা।

৩৩১ ছেড়ে দে তেড়ে ধরা।

৩৩২ ছেড়ে দে মা:কেঁদে বাঁচি।

৩৩৩ ছেলে মুখে বুড়ো কথা।

৩৩৪ ছেলের হাতে পিটে বা মোয়া।

৩৩৫ ছোট সরাটী ভেঙ্গে গেছে
বড় সরাটী আছে,
নাচো কোঁদো বউ কি
আমার হাতের আটকোল আছে।

৩৩৬ ছেঁওড়কে না কর দয়া,
ছেঁওড় জানে আঠার মায়া।

৩৩৭ ছোলা দাঁতে গোলা মিস্রি।

৩৩৮ ছোট মুখে বড় কথা।

জ

৩৩৯ জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে,
পালিয়ে বাঁচবি কোথা?

৩৪০ জগতের ভাল কে?
না যার মনে লেগেছে যে।

৩৪১ জগন্নাথে গেলে হাড়ীর ঝাঁটা খেতে হয়।

৩৪২ জড়ভরত।

৩৪৩ জন জামাই ভাগনা,
তিন নয় আপনা।

৩৪৪ জননী জন্মভূমিশ্চ,
স্বর্গাদপি গরীয়সী।

৩৪৫ জন্ম মৃত্যু বিয়ে,
তিন কর্ম্ম নিয়ে।

৩৪৬ জন্মে করে না লক্ষ্মীপূজা,
একেবারে দশভূজা।

৩৪৭ জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাইয়ের,
চৈত্র মাসে রাস।

৩৪৮ জপ কর তপ কর,
মর্‌তে জানলে হয়।

৩৪৯ জমী অভাবে উঠান চষা।

৩৫০ জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়?

৩৫১ জল জোলাপ জুয়াচুরি,
তিন নিয়ে ডাক্তারি।

৩৫২ জল নেড়ে খাই বোঝা।

৩৫৩ জলে জল বাঁধে।

৩৫৪ জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।

৩৫৫ জলে পাথর পচে না।

৩৫৬ জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ।

৩৫৭ জলের রেখা খলের পিরীত।

৩৫৮ জলের শত্রু পানা,
গাঁয়ের শত্রু কানা।

৩৫৯ জহরী না হলে জহর চেনে না।

৩৬০ জাগরণে ভয়ং নাস্তি।
৩৬১ জাত হারিয়ে কায়েত।
৩৬২ জাত তো বাক্সর ভিতর।
৩৬৩ জাতও গেল পেটও ভরল না।
৩৬৪ জাত ভিখারীর ভেকে কাজ কি?
৩৬৫ জামাই এল কামাই করে
বসতে দে গো পিঁড়ে।
জলপান করিতে দেও সরু
ধানের চিড়ে।
৩৬৬ জামাইয়ের জন্যে মারে হাঁস,
ছাঁই গুষ্টি খায় মাস।
৩৬৭ জাল ছেঁড়া পোলো ভাঙ্গা।
৩৬৮ জালার উপর পালার বাড়ী।
৩৬৯ জাহাজের পাছে নঙ্গর।
৩৭০ জাহাজের সঙ্গে জালীবোট।
৩৭১ জিয়ন্তে মরা।
৩৭২ জিয়ন্ত মাছে পোকা পড়ান।
৩৭৩ জিবে দাঁতে সম্বন্ধ।
৩৭৪ জিলিপির পেঁচ।
৩৭৫ জুতো মেরেছে, অপমান তো
করতে পারেনি?
৩৭৬ জুয়াচোরের বাড়ীর ফলার,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
৩৭৭ জেল তো শ্বশুর বাড়ী।
৩৭৮ জেলের পাছে হাঁড়ী।
৩৭৯ জোর যার মুল্লুক তার।
৩৮০ জোৎস্না ফিন ফুটে,
চোরের মার বুক ফাটে।
৩৮১ জোয়ারের জল।
৩৮২ জরে পায়, না পরে পায়।

ক্রোধতত্ত্ব।

ক্রোধ এক প্রকার মানসিক ভাব মাত্র। কি কারণে এ ভাবের উত্তেজনা হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন ন্যায়ের অবমাননা প্রত্যক্ষ করিলেই এই ভাব উত্তেজিত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র ইহা কারণ নহে। পশু পক্ষী মৎস্য কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণী এবং অসভ্য মানব জাতির অনেকেই ন্যায় কি তাহা জানে না, অথচ তাহারাও ক্রোধের বশীভূত। আমরা ক্রোধ উত্তেজক একটী কারণই দেখিতে পাই। কারণটী এই—আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহার কোন ব্যাঘাত হইলে ও আমি যাহা ইচ্ছা করি না তাহা ঘটিলে এবং আমার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার প্রতিবন্ধক কারণ আমার মনের কাছে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইলে, আমার ক্রোধের উত্তেজনা হইয়া থাকে কিন্তু প্রতিবন্ধক কারণ যদি আমার নিকট অদম্য বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে ক্রোধের আবির্ভাব হয় না। আমার ওলাউঠা হউক ইহা আমি ইচ্ছা করি না। অথচ আমার ওলাউঠা হইল, এস্থলে আমার ক্রোধের আবির্ভাব হয় না। কারণ যে কলেরা

বেছিলাস* আমার রক্তস্রোতে অবগাহন করিয়া তাহা বিষাক্ত করিয়া তুলে; সেই কলেরা বেছিলাসের উপর আমার বিশেষ কোন আধিপত্য নাই। আমি ইচ্ছা করি জগৎ হইতে আজি পাপের রাজত্ব অন্তর্দ্ধান হউক। কিন্তু তাহা হইতেছে না বলিয়া আমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না, যেহেতু যে কারণে আজি পাপ সংসারে বিরাজ করিতেছে, সেই কারণের উপর আমার কোন প্রভুত্ব নাই। পক্ষান্তরে আমার চাকর আমার ইচ্ছায় প্রতিবন্ধকতা করিল, আর আমি ক্রোধের তরঙ্গে নাচিতে লাগিলাম। অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সূত্রটী প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। এস্থলে আমরা ইহা বলিয়া রাখিতেছি যে স্নেহ প্রভৃতি অন্যান্য ভাবও কখন কখন ক্রোধ উত্তেজনার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

ক্রোধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা আর একটী নিয়ম দেখিতে পাই। ক্রোধের উত্তেজনা হইলেই, তাহার বিকাশ হইবেই হইবে। ক্রোধ বিকাশের অর্থ কি? ক্রোধের আবির্ভাব মাত্র মস্তিকের দিকে অধিক পরিমাণে রক্তের গতি হয়। মস্তিকে এইরূপে রক্ত সঞ্চালন হওয়াতে অধিক পরিমাণে স্নায়বীয় শক্তি নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। এই শক্তি যখন স্নায়ুকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন শত সহস্র পথে পেষী সকলে গমন করিয়া, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। শক্তি একবার বহির্গত হইলে তাহা কোনরূপ কাজ সমাধা না করিয়া থামে না। তাই কখনও মস্তকের মাংসপেষীর উপর কার্য্য করিয়া রূঢ় ও উচ্চ বাক্য বাহির করে। উচ্চ বাক্যে বায়ুবিন্দু কম্পিত হয়, এইরূপে স্নায়বীর শক্তি অবশেষে বায়ু সাগর কাঁপাইয়া তন্মধ্যে বিলীন হইয়া যায় কখন বা হস্তের পেষীর উপর কার্য্য করিয়া আশ্চর্য্য অঙ্গভঙ্গী উৎপন্ন করে, এই অঙ্গভঙ্গী যখন কোন জীব জন্তুর শরীরে অবতরণ করে, তখন সেই জন্তুর স্নায়ুসূত্র কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তাহার মস্তিকে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়, এবং এইরূপে বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহা না হইলে, অঙ্গভঙ্গীতে বায়ু সাগর কথঞ্চিৎ আলোড়িত হইয়া শক্তির সমাধা হয়। যদি পায়ের পেষী উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে কখনও লাথির আকারে জন্তু শরীরে অথবা নির্জীব ইষ্টক, কাষ্ঠে অবতরণ করে, তাহা না হইলে বায়ু সাগরেই তাহার শেষ হয়। ক্রোধজনিত স্নায়বীয় শক্তির এইরূপ বহির্ব্বিকাশ না হইলে অন্তর্ব্বিকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অতি ভয়ঙ্কর। কারণ যে শক্তি একবার মস্তিক হইতে বহির্গত হয়, তাহা পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থান

* বেছিলাস এক প্রকারের কীটাণু ইহারা বায়ুসাগরে সন্তরণ করিয়া থাকে।

অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং শরীরে কষ্টজনক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া থাকে। হৃদয়, ফুসফুস অথবা অন্য কোন যন্ত্রের উপরে এই শক্তির আগমন হইলে উৎকট রোগের সঞ্চার হইতে পারে। সুতরাং ক্রোধ উপস্থিত হইলে তাহার বহির্ব্বিকাশ হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। অন্যথা বিষম যাতনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু বহির্ব্বিকাশ যাহাতে অন্য জীবের উপরে না হয়, তদ্বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে কিঞ্চিৎ কালবিলম্বে নিজ শরীরে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপে ক্রোধ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করা অথবা নির্জ্জীব বায়ু-সাগরে এই শক্তিকে বিলীন করিয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের উচিত।

ধর্ম্মের ভাবে যাঁহাদিগের চিত্ত উন্নত, পবিত্র ও শান্ত, তাঁহারা ক্রোধের অধীন হন না, কিন্তু ক্রোধ তাঁহাদিগের অধীন হয়। এরূপ স্ববশচিত্ত লোক ক্রোধের উদ্রেক মাত্র তাহা বুঝিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে সেই ক্রোধকে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বিনাশ করিতে পারেন। এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্রোধবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিবার তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা ধৈর্য্য দ্বারা ক্রোধকে প্রশমন করিতে পারেন না এবং ক্রোধ অন্তরে পোষণ করিয়া আপনাদের শরীর ও মনের অনিষ্ট সাধন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কন্যার নামকরণ উপলক্ষে প্রার্থনা।

হে কৃপাময় পরমেশ্বর, তোমার কৃপায় এই সুকুমার বালিকা ৫ মাসকাল এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিয়াছে। যখন এই শিশু মাতৃ গর্ভে জরায়ু শয্যায় শয়ান ছিল, তখন ইহাকে দেখিবার কেহই ছিল না, তুমি সেই অবস্থায় ইহাকে রক্ষা করিয়াছ, বিরলে বসিয়া মনোমত করিয়া ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল গঠন করিয়া দিয়াছ। সেই সঙ্কট স্থলে কত আপদ বিপদ হইতে ইহাকে বিমুক্ত করিয়া পৃথিবীর আলোক দেখাইলে। আহা! শিশুকে পালন করিবার জন্য তোমার কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! প্রসব হইবার পূর্ব্বে তুমি ইহার জননীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দিলে, তাহা না হইলে শিশুর কোমল কণ্ঠ কিরূপে সরস হইত, ইহার কোমল দেহ কিরূপে পোষণ হইতে পারিত? পৃথিবীতে অনেক সুখাদ্য বস্তু আছে, কিন্তু মাতৃস্তনদুগ্ধের ন্যায় শিশুর শরীর পোষণোপযোগী আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। আর তুমি শিশুর শরীরকে এমন কোমল

ও সুন্দর করিয়াছ যে যে তাহা দর্শন করে, তাহারই চক্ষু জুড়ায়, হৃদয় আকৃষ্ট হয়, পিতা মাতার মনে যে স্নেহের উৎস উৎসারিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ সকলই তোমার মঙ্গল ব্যবস্থা।

তুমি বিঘ্নবিনাশন হে পরমেশ্বর! শিশুর জীবনে এত রোগ এত বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে, যে কাহারও সাধ্য নাই তাহা নিবারণ করে। পিতা, মাতা, চিকিৎসক ও আত্মীয় বন্ধু, সে সকল বিপদের অতি অল্পই প্রতীকার করিতে পারেন। এই শিশু যে এত দিন নীরোগ থাকিয়া সুস্থদেহে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে কেবল তোমারই করুণাতে। শিশুর প্রতি তোমার এই অপার করুণার জন্য হে দেব! অদ্য তোমার চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ কর।

তুমি আমাদিগের সংসারে এই শিশুকে পাঠাইয়া আমাদিগেরও কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেছ। এই শিশুকে দেখিয়া আমাদিগের শৈশবাবস্থা আমরা স্মরণ করিব এবং সে সময় তুমি আমাদিগের প্রতি যে করুণা করিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়া তোমার সহিত জীবনের গূঢ় সম্বন্ধ অনুভব করিব, ইহা তোমার ইচ্ছা। আমাদিগের গৃহে এই শিশু তোমার মঙ্গলবার্ত্তা লইয়া আসিয়াছে, আমরা ইহাকে দেখিয়া যেমন আনন্দ লাভ করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমাকে জীবনের সহায় বলিয়া অবলম্বন করি।

হে মঙ্গলবিধাতা! আজ তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি তুমি এই শিশুকে নিরাপদে রক্ষা কর, ইহার আত্মাকে পবিত্রভাবে সংগঠন কর, ইহার জীবনস্রোতকে তোমার পথে প্রবাহিত করিয়া তুমি ইহাকে পবিত্র ও সুখী কর, ইহার পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ কর।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

১৪।১৫ বৎসর গত হইল, বামাবোধিনীতে আমরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথার প্রসঙ্গ করি * এবং ইহার শুভ উদ্দেশ্য অনুধাবন পূর্ব্বক এই সুপ্রথাটী রক্ষা করিবার জন্য ভগিনীগণকে অনুরোধ করি। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি, আজি কালিকার শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য ব্যবহারের অযথা পক্ষপাতী নহেন এবং স্বদেশীয় প্রাচীন আচার পদ্ধতি মাত্রকেই কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা করিতে প্রস্তুত নহেন; প্রত্যুত কুসংস্কার দূষিত দেশাচার সকলের মধ্য হইতে সদাচার সকল নির্ব্বাচনপূর্ব্বক

* বা, বো, প, ১১৪ সংখ্যা ৩০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তৎসংরক্ষণে অনুরাগী হইয়াছেন। এই জন্য শিক্ষিতদিগের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথার সমাদর পুনরায় বৃদ্ধি হইতেছে এবং ইহা যে স্থায়ীরূপে রক্ষিত হইবে তাহার আশা হইতেছে। শিক্ষিতা ভগিনীগণও ভ্রাতৃগণের প্রতি আপনাদিগের সদ্ভাব বর্দ্ধনের এই সুযোগ যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন এবং সভ্যতর প্রণালীতে আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দানে অগ্রসর হইতেছেন।

দেশের প্রচলিত প্রথা দৃষ্টে পূর্ব্বে আমাদিগের এই সংস্কার ছিল যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কেবল ভ্রাতাদিগের প্রতি ভগিনীদিগের ভালবাসা দেখাইবার দিন। ইহাতে ভ্রাতারা গৃহীতা এবং ভগিনীরা দাতা। এরূপ হইলে এ প্রথাকে পক্ষপাত দূষিত বলা যায়, কারণ ভ্রাতাদিগের প্রতি যেমন ভগিনীদের, সেইরূপ ভগিনীদের প্রতিও ভ্রাতাদের স্নেহ প্রীতি প্রদর্শন নিতান্ত আবশ্যক। যদি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ভগিনীদের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য হয়, তাহাহইলে ভগিনীতৃতীয়া বা সেইরূপ কোন দিবস ভ্রাতাদিগের কর্ত্তব্য সাধন জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা বিধেয়। কিন্তু আমরা প্রাচীন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েরই কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদিগের সমাজে এই সুব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। হিন্দুসমাজে পুরুষের একাধিপত্য হওয়াতে তাহার ফল এই হইয়াছে, যে কিছু সুখভোগ পুরুষদিগের জন্য, যে কিছু কষ্টভোগ ও ত্যাগস্বীকার স্ত্রীলোকদিগের জন্য। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের দেবভাব অবশ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু পুরুষদিগের পশুভাব দূর না হইলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উন্নতি হইতে পারে না।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ॥
অতো যম দ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
অস্যাং নিজ গৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং অতো নরৈঃ॥
স্নেহেন ভগিনী হস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ॥
স্বর্ণালঙ্কার বস্ত্রান্ন পূজা সৎকার ভোজনৈঃ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নকাঃ॥

হে যুধিষ্ঠির! কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ব্বকালে যমুনাদেবী আপনার গৃহে ভ্রাতা যমরাজকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন, অতএব যমদ্বিতীয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে। এই দিবস পুরুষদিগের নিজ গৃহে ভোজন করা উচিত নয়, ভগিনী হস্ত হইতে পুষ্টিবর্দ্ধন আহার স্নেহপূর্ব্বক ভোজন করা কর্ত্তব্য। ভগিনীগণকে স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, অন্ন, পূজা, সৎকার ও ভোজনের সহিত যথাবিধি দান করা কর্ত্তব্য। সকল ভগিনীকেই পূজা করা কর্ত্তব্য, সোদরা ভগিনী না থাকিলে প্রতিপন্নকা অর্থাৎ মাসতুত, পিসতুত, প্রভৃতি ভগিনীর প্রতি এইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতে হইবে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যমরাজের ভগিনী

শত্রু মার্ক আণ্টনিকে পরাভূত করিয়া আপনার পূর্ব্ব নাম অকটেভিয়স পরিত্যাগ করত আগষ্টস্ (মহান) উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রোমীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই আগষ্টস্ সিজর যখন সিরিয়া (সুরিয়া) দেশের অন্তঃপাতী আন্তিয়থিয়া নগরে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি একজন ভারতবর্ষীয় রাজার নিকট হইতে এক পত্র পান। সেই পত্র পাঠে ও দূতের প্রমুখাৎ আগষ্টস্ অবগত হইলেন যে ঐ ভারতবর্ষীয় রাজার নাম পোরস্ (পুরু), আর সেই পোরসের অধীনে ছয়শত রাজা ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ১৩০ সালে যখন টলমি ইউরজিটিস মিসর দেশের রাজা ছিলেন, ইউডক্সস নামে একজন নাবিক পারস্য উপসাগর অবধি সুফ সাগর (লোহিত সাগর) পর্য্যন্ত সমুদ্র যাত্রা সম্পন্ন করেন। খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম মালাবারকূলস্থ মুসিরিস্ নামক নগর হইতে সুফ সাগর পর্য্যন্ত সমুদ্র ভাগ গমনাগমনের সুলভ উপায় ছিল। সুফ সাগর হইতে নাবিকেরা যে যে স্থানে গিয়াছিল, তৎসমুদায় বৃত্তান্তঘটিত একখানি পুস্তকও রচিত হইয়াছিল। সেই পুস্তকের নাম "পেরিপ্লস্ অব দি ইরিথ্রিয়ানসী" অর্থাৎ আরব্য সমুদ্র দিয়া সমুদ্র যাত্রার বিবরণ, এবং গ্রন্থকর্ত্তার নাম এরিয়ান। ঐ পেরিপ্লস্ গ্রন্থে সিন্ধু নদকে সিন্থস্ নাম প্রদত্ত হইয়াছে আর গুজরাট দেশের উত্তরে কচ নামক ক্ষুদ্র অখাতকে "এরিন" ক্ষুদ্রাখাত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমুদ্রযাত্রী নাবিকেরা বলেন যে গুজরাট দেশে ধান্য, তণ্ডুল ও নানাবিধ শস্য বিশেষতঃ কার্পাস অপর্য্যাপ্ত জন্মে। কচ ক্ষুদ্রাখাত এড়াইয়া নাবিকেরা কেম্বে (বেরোচ) ক্ষুদ্রাখাতে আসিয়াছিলেন; নর্ম্মদা নদী ঐ বোম্বে ক্ষুদ্রাখাতে আসিয়া পতিত হয় এবং বেরোচনগর ঐ নর্ম্মদা নদীর সাগর মুখের নিকটস্থিত। টাপটি (তপ্তা) নামে আর এক নদী ঐ কেম্বে ক্ষুদ্রাখাতে পতিত হয়, সুরাট নগর ঐ টাপটী নদীর তীরস্থিত। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে বেরোচ নগরে মেলা হয়, সেই মেলা উপলক্ষে মালোয়া প্রদেশের রাজধানী উজ্জয়িনী নগর হইতে বহুমূল্য মণি মুক্তাদি বেরোচ নগরে আনীত হইয়া বিক্রীত হইত। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে অংশ তাহাকে "দক্ষিণ" বলে। ঐ দক্ষিণ রাজ্যের রাজধানী প্লিথান (গোদাবরী নদীর তটস্থ পিলটানা) ও টোগরা (দেবঘর অর্থাৎ দৌলতাবাদ)। দক্ষিণ রাজ্যের, পশ্চিমধারে আরব্য সমুদ্রতটস্থ তিনটী প্রধান বাণিজ্যস্থান আছে, তাহাদের নাম একাবারন্, উপারা, এবং বোম্বাই দেশের নিকটস্থ কালিয়ান নগর। পেরিপ্লস্ গ্রন্থের মধ্যে কন্ক্যান রাজ্যের নাম উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু তাহার বর্ণনা আছে। কন্ক্যান

রাজ্যে সেই সময়ে এবং তৎপরে অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত সমুদ্র তস্করেরা উৎপাত করিত। কনক্যানের দক্ষিণস্থিত অঙ্গ-দ্বীপ নামক উপদ্বীপ এড়াইয়া ঐ সমুদ্র-যাত্রীরা ক্যানাড়া প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মালাবার কূলে তিনটি প্রধান বাণিজ্য স্থান আছে, তাহাদের নাম বারনিলোর, মঙ্গলোর, এবং নিল-স্বরাম। পেরিপ্লস গ্রন্থে ঐ তিন স্থানের নাম টিণ্ডিস্, মুসিরিস এবং নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ নামক স্থানে মরিচ, মুক্তা, রেসম, হস্তিদন্ত, কূর্ম্মচর্ম্ম, হীরক, ও বহু-বিধ মূল্যবান প্রস্তরাদি পাওয়া যাইত। যখন নাবিকেরা প্রথম প্রথম মিশরদেশ হইতে আরব্য সাগর দিয়া যাত্রা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন একেবারে কূল হইতে বহুদূরে জলপথ দিয়া যাইতে তাহা-দের ভরসা হইত না, এই নিমিত্ত আরব ও পারস্য দেশের তট দিয়া অর্ণবযান চালাইত। পরে হিপেলস্ নামে একব্যক্তি মিশ্রীয় নাবিকদিগকে একেবারে অতল-স্পর্শ ও অকূল সমুদ্র দিয়া যাত্রা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বোধ করেন যে ঐ মিশ্রীয় নাবিকেরা নীলকণ্ঠ নগরের দক্ষিণে আর আইসেন নাই, নীলকণ্ঠ হইতেই প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন। যাহাউক কলচি অর্থাৎ কোচিন দেশেরও নাম পেরিপ্লস্ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তৎপরে কমরিণ অন্ত-রীপের নিকটস্থ কুমার নামক নগরের বিষয় পেরিপ্লসে উল্লেখ আছে। পেরি-প্লস্ গ্রন্থে সিংহল অর্থাৎ লঙ্কা দ্বীপেরও উল্লেখ আছে, তৎকালে সেই উপদ্বীপ "পালেসিমণ্ডা ও তপরাবণ" এই নামদ্বয়ে পরিচিত ছিল। লঙ্কাদ্বীপ ও তাহার ঠিক অপর পারে ভারতবর্ষের যে অংশ, তাহাতে মুক্তা ধরিবার নিমিত্ত অনেক ধীবর গিয়া থাকে এবং শুক্তিগর্ভ হইতে উত্তম উত্তম মুক্তা প্রাপ্ত হয়।

করমণ্ডল উপকূলে উপস্থিত হইয়া নাবিকেরা মেসোলিয়া অর্থাৎ মাস্থলি-পাটাম নগরের পরিচয় পাইয়াছিল। তৎপরে ক্রমে ক্রমে যাত্রা করত তাহারা জাহ্নবীনদী- পর্য্যন্ত আসিয়া আপনা-দিগকে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া সানন্দে নিজদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে ঐ নাবিকেরা ঢাকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন যে তাহারা এতদূর আইসেন নাই। মুসলমানদের প্রাদুর্ভাব সময়ে সমুদ্র-যাত্রা বিষয়ে বড় উৎসাহ ছিল না, মুসলমান-দের রাজ্যকালে ভারত বর্ষের বাণিজ্য দ্রব্যাদি অধিকাংশ স্থলপথে ও যৎকিঞ্চৎ সমুদ্রপথে ইউরোপ মহাদেশের দক্ষি-ণাংশে ভূমধ্যসাগর ও ইউক্সাইন অর্থাৎ কৃষ্ণসাগরের কূলে আনীত হইয়া তথায় বিক্রীত হইত এবং বেনিস ও জেনোয়া-নিবাসী বণিকেরা ঐ বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমাদরে ক্রয় করিত।

উদ্ভিদ তত্ত্ব।

গট্টা পার্চ্চা।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ হয় এমন কেহই নাই যিনি গট্টা পার্চ্চার নাম কখন না শুনিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানবিৎ জাতিসমূহের মধ্যে ইহার যেমন আদর, আমাদের মধ্যে তাহার শতাংশের এ-কাংশও নাই। গট্টা পার্চ্চা এক প্রকার গাছের আটা মাত্র। ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ব্ব হিমালয় এবং আসাম প্রদেশ যেমন রবার বৃক্ষের জন্মভূমি, মলয় উপ-দ্বীপ তেমনি গট্টা পার্চ্চার জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদার্থবিদেরা বলেন যে, "গট্টা পার্চ্চা" এই নামটি পর্য্যন্ত মলয়দেশজাত। তথাকার পার্চ্চ নামক বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাস (Gutta or Gum) জমিয়া কঠিন হইলেই গট্টা পার্চ্চা প্রস্তুত হয়। যাহা হউক সওদাগরদিগের নিকট যাহা ভাল "গট্টা পার্চ্চা" বলিয়া পরিচিত, তাহা পার্চ্চা বৃক্ষের আটা নহে। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে বট, অশ্বত্থ, আঁঠা-যড় প্রভৃতি (Ficus) জাতীয় যেমন পাঁচ ছয়টি বৃক্ষের মধ্যে কেবল মাত্র (Ficus elastica) নামক বৃক্ষ হইতেই বিশুদ্ধ রবার পাওয়া যায়, তেমনি মলয়দেশজাত (Dichopsis) জাতীয় ৫।৬ রকম গাছের মধ্যে (Dichopsis Gutta) নামক গাছ হইতেই বিশুদ্ধ গট্টা পার্চ্চার সৃষ্টি। ইহা পিরাক দেশে জন্মায় এবং তথা হইতে সিঙ্গাপুর ও পিনাং উপকূলে নীত হইয়া বহুতর দূরদেশে চালান যায়। ১৮৪৫ সালের পূর্ব্বে ইউরোপের লোকে গট্টা পার্চ্চার নাম জানিতেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। মানুষ তুমি মনে করিলেই তারযোগে ছয় ঘণ্টার মধ্যে অনন্ত যোজন বিস্তৃত অপার জলধির পরপারস্থিত কোন আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া পুন-রায় তাহার উত্তর লাভে মনে মনে কত খুসী হও; অতলস্পর্শ সাগরবক্ষে ভাস-মান সামান্য একগাছি লোহার তারের সাহায্যে বিজ্ঞানরাজ্যের আশ্চর্য্য রহস্য ও অত্যদ্ভুত লীলা দেখিয়া কতই না মোহিত হও; কিন্তু বল দেখি ভাই জলের মধ্যে ঐ ভাসমান তারটি নিয়ত নিমজ্জিত থাকিয়াও কেন বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করিতেছে না? পাতলা চাম-ড়ার মত কেমন একটি চমৎকার আব-রণে আবৃত হইয়া উহা অক্ষতশরীরে নিয়ত আপনার কার্য্য সাধন করি-তেছে।

রাসায়নিক ক্রিয়ানুসারে পরীক্ষা

করিলে রবার ও গট্টা পার্চ্চা এই উভয়কে একই রকম পদার্থ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু দুইটির প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে। রবার অনেকটা নরম ও স্থিতিস্থাপক। ইহা টানিলে বাড়ে এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। গট্টা পার্চ্চাকে সেরূপ করা যায় না। ইহা রবার অপেক্ষা শক্ত এবং টানিলেও কদাচ বাড়ে না। জলের মধ্যে ইহার কার্য্যকারিতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। খোলা যায়গায় আলোক, ও বায়ুর মধ্যে রাখিয়া দিলে, বড় জোর, দশ বৎসর মাত্র ইহা ঠিক থাকিবে, তারপর ইহার উপরদিকটি আলোক ও বায়ুর নিয়ত সংস্পর্শে একটু একটু করিয়া কেমন রজনের মত ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়িবে। লোহার তারের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও উহা বিশ বৎসরের অধিক দিন ভাল থাকিবে না; কিন্তু জলের মধ্যে বিশ বৎসরে ইহার কিছুই অনিষ্ট হয় না। এই আশ্চর্য্য গুণ হেতু গট্টা পার্চ্চা কয়েক বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং ইউরোপে উহার প্রচলন যেরূপ অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন অপর কোন বস্তুর হইয়াছে কি না সন্দেহ।

যাহাহউক, কলসীর জল একটু একটু করিয়া খরচ করিলেই ফুরাইয়া আইসে। মলয় উপদ্বীপ এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এখনও যে গট্টা পার্চ্চা পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিয়ত শোষণে আর কতদিন থাকিবে, ইহাই এখন অনেকের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিন দিন এই পদার্থটির ব্যবহার যেরূপ বাড়িতেছে, এই ভাবে চলিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাছে গট্টা পাচর্চা বৃক্ষের বংশ নির্ম্মূলিত হয়, ইহা এখন পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে একটি বিশেষ ভয় ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত ভারতবর্ষ ও উপনিবেশসমূহেও তজ্জন্য গোপনে গোপনে বিলক্ষণ আন্দোলন তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। আমাদিগের দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রকূলস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহের আবহাওয়া গট্টা পার্চ্চা বৃক্ষের কত দূর উপযোগী, শুনা যায় তাহা ভারত গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ পরীক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বনবিভাগের শ্রম সার্থক হইলে গবর্ণমেণ্টের আর একটী রোজগারের পথ বিস্তৃত হইবে।

গট্টা পার্চ্চা বৃক্ষের বংশনাশের কথা শুনিয়া অনেকে বোধ হয় চমকিত হইবেন। সকলেই জানেন যে রবারও এক প্রকার গাছের আটা। কিন্তু রবার ও গট্টা সংগ্রহ করিবার প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন বৃক্ষ হইতে গট্টা পার্চ্চা সংগ্রহ করিতে হইলে সেই বৃক্ষটিকে একেবারে নষ্ট করিতে হয়। আন্দাজ কুড়ি বৎসর হইলেই গাছগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে এক একটি গাছ

একেবারে নির্ম্মূল করিয়া কাটিয়া এক হাত অন্তর মাঝে মাঝে ক্ষত করিতে হয় এবং গাছের মাথাটি একেবারে কাটিয়া দিতে হয়। তারপর বৃক্ষের মাথা ও ক্ষত দেহের নিম্নে একটী করিয়া বালতির মত পাত্র পাতিয়া দিলে যখন সমুদায় পাত্রে আটা জমা হয়, তখন উহাকে সিদ্ধ করিলেই জমিয়া ঘন হইয়া যায়। সিদ্ধ করিবার সময় আটার সহিত জল ও লবণ মিশাইয়া দিলে আটাগুলি আরও শীঘ্র জমিয়া আইসে।

শুদ্ধ কি তাড়িতবিজ্ঞানের সাহায্যার্থেই গট্টা পার্চ্চার প্রয়োগ? না। ইহা আরও বহুতর আবশ্যক কার্য্যে লাগে। লাঠী, ছড়ী, পাখা বা ছাতার বাঁট, খেলনা এবং নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য পাত্র প্রভৃতি কত বস্তুই না বিদেশীয়েরা ইহা দ্বারা তৈয়ার করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সকল কথা আজ বিশেষ আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আজ আমরা গট্টা পার্চ্চার আদি জন্মস্থান, ইহার গুণ ও প্রয়োগ, এবং ভারতবর্ষে উহা জন্মিতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের যত্ন ও চেষ্টার কথা সংক্ষেপে বলিলাম; এক্ষণে আর একটী কথা বলিলেই আমাদের প্রবন্ধ শেষ হয়।

গট্টা পার্চ্চা বৃক্ষের আটার পরিমাণের স্থিরতা নাই। সমবয়স্ক বৃক্ষ হইলেই যে সকলে সমপরিমাণে আটা উৎপাদন করিবে তাহা নহে। বৃক্ষ বিশেষের তারতম্যে শুনা যায় ১৫ হইতে ৩০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত আটা এক একটী গাছ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং যদি গড়ে ১৫ পাউণ্ডই একটী বৃক্ষের উৎপন্ন স্বরূপ ধরা যায়, তাহা হইলে কেবল মাত্র ১৮৭৫ সালে যে গাট্টা পার্চ্চা দ্বীপপুঞ্জ হইতে রপ্তানি হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিতে অভাব পক্ষে ৬ লক্ষ গাছ বিনষ্ট করিতে হইয়াছিল!!! এত গাছ নষ্ট হইয়াও অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। এ রকম করিয়া ধ্বংস করিলে শীঘ্রই যে বৃক্ষের বংশ একেবারে লোপ পাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

গট্টা পার্চ্চার টান পড়াতে এখন আরও একটী চমৎকার প্রস্তাবে পদার্থবিদেরা মন দিয়াছেন। কোন একটা ভাল জিনিষের খাঁকতি বেশী হইলেই তাহাতে আর পাঁচটী অপেক্ষাকৃত মন্দ পদার্থ মিশাইয়া অভাব পূর্ণ করা হয়। এ প্রথা একটী মাত্র দেশে বা একটী মাত্র জাতির মধ্যে নিবদ্ধ নহে। ইহা জগতের সকল স্থানের সকল জাতির মধ্যে একটী অপরিহার্য্য নিয়ম। গট্টা পার্চ্চার সম্বন্ধে যে এ নিয়মটীর কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, তাহা নহে। আসল গট্টা পার্চ্চার সহিত তজ্জাতীয় আরও ৪।৫টী গাছের আটা মিশান হয়, কিন্তু তাহাতেও সঙ্কুলান হয় না। তাই এখন অনুসন্ধানশীল উদ্ভিদতত্ত্বদর্শীরা বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের বিস্তৃত জঙ্গলমধ্যে যে সকল নির্য্যাসোৎপাদক বৃক্ষ দেখা যায় তাহাদের কোনটীর আটা গট্টা পার্চ্চার

মত সমান ফলদায়ক হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। এদেশীয় যে কয়েকটী গাছের নাম তাঁহারা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আকন্দের আটা কেহ কেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।—(উদ্ধৃত)

—:•:—

ভুঁই চাঁপা।

১

কতনা ফুটেছে ফুল প্রমোদ কাননে,
গোলাপ মল্লিকা জুঁই সুগন্ধি সুন্দর?
কিন্তু হোথা অযতনে,
তৃণ কণ্টকের বনে,
ফুটিয়াছে ভুঁই চাঁপা আপনার মনে।
ভালবাসি আমি ওর শোভা মনোহর।

২

স্বর্ণচাঁপা উচ্চ শাখে,
স্বর্ণ বক্ষে সুধা রাখে,
স্বর্ণ বক্ষে তাই ভৃঙ্গ বসে গিয়া তার;
হেরেনা নয়নে ভুঁই চাঁপা একবার।
অদ্ভুত বরণে আঁকা,
কোমল মসৃণ পাখা,
কোমল রঙ্গিল ফুলে রাখি আপনার,
প্রজাপতি, দেয় ফুলে ফুল অলঙ্কার।
এমনি উদ্যানময়,
বিরাজে কুসুমচয়;
তাদের গৌরব খ্যাতি, বিদিত ভুবনে;
কেনা হেরে সে সবারে প্রফুল্ল নয়নে?

৩

কিন্তু যে গো ফেরে মাগি,
মুঠা অন্নের লাগি,
বাস করে কুঁড়ে ঘরে কাঁটার ভিতর,
হেরেনা সে বিগ্নোনিয়া,* ডালিয়া সুন্দর।
কিন্তু ভুঁই চাঁপা গুলি,
কুলের গৌরব ভুলি,
বিকাশে দুয়ারে তার রূপের প্রতিমা,
হেরে সে কণ্টক বনে নন্দন সুষমা।

৪

যদিও গো ম্রিয়মাণ,
গরিবের ভাঙ্গা প্রাণ;
তবুও সৌন্দর্য্য বোধ, কুসুমে যতন,
জেনো ধনী, আছে তার তোমার মতন।
হোগার্থ, রেফেল, টর্ণে,
কখন শুনেনি কর্ণে;
পড়েনি রস্কিন্, কিম্বা উদ্যানবিজ্ঞান,
তবুও স্বরূপে তার জুড়ায় পরাণ।
বিলাস নন্দন বন,
করেনি সে দরশন;
কল্পনারো ছবি তার আঁকেনি কখন;
শরতে গৃহের দ্বারে,
ওই ভুঁই চাঁপা তারে,
দয়া করে দেখা দিয়ে জুড়ায় জীবন।
তাই ওই স্বতঃজাত
গরিবের পারিজাত,
শ্রেষ্ঠ মানি, গুণ গাই পরাণ ভরিয়া;
হে ধনি, হবেনা সুখী এ শোভা হেরিয়া!

* বিগ্নোনিয়া ও ডালিয়া ফুল বিশেষ।

দুঃখিনী বালিকা।

(উপন্যাস।)

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী স্বর্ণগ্রাম বহু কাল পূর্ব্বে একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান সময়ের অনুমান ৫০ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা ভাবিলে কালের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের বিষয় সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যদিও পূর্ব্বকাহিনী কেবল দুই চার জন প্রাচীন লোকের মুখে অবগত হওয়া যায়, কিন্তু স্বর্ণগ্রামের গভীর অরণ্য মধ্যে অদ্যাপি যে সকল বৃহৎ২ অট্টালিকা, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, অত্যুচ্চ মঠাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ইহার পূর্ব্বগৌরবের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে বড় বড় জমিদার, তালুকদার, রাজকর্ম্মচারী, (ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ও নবাব ইত্যাদির নিকট যাঁহারা বড় বড় চাকরী করিতেন) এবং নানা প্রকার ব্যবসায়ী লোক বসতি করিত। শুনা যায় এক এক জমিদার বংশ রাজার ন্যায় সুখ সম্মান ও প্রবল প্রতাপে এই স্বর্ণগ্রামে বাস করিয়া রাজপথ, বৃহৎ বৃহৎ খাল দীর্ঘিকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক বর্ত্তমান সময়ে প্রদেশটী জঙ্গলাকীর্ণ ও মনুষ্যশূন্য। বড় বড় অট্টালিকাগুলি জঙ্গলময় হইয়া ব্যাঘ্রাদির আবাসে পরিণত হইয়াছে। কোন সমৃদ্ধিশালিনী নগরী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া যত প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে পারে, এই স্বর্ণগ্রাম তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে! অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই আরণ্য জন্তুর আবাস স্থান, কচিৎ কোন কোন অট্টালিকাতে দুই একটী দুঃখী পরিবার পূর্ব্ব ধনগৌরবহীন হইয়া নিতান্ত দীন ভাবে কাল যাপন করিতেছেন; কোথাও কোন ভগ্ন প্রাসাদে ২।১টী বৃদ্ধা বিধবা রমণী মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া দিন রাত্রি ভগবানকে ডাকিতেছেন; কোথাও কয়েক ঘর কর্ম্মকার আপন আপন কুটীরে বসিয়া কাজ করিতেছে; কোথাও পাটিয়াল পাড়ার পাটিয়াল রমণীগণ বসিয়া বসিয়া পাটী বুনিতেছে; কোথাও ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণদের পাড়া, কোথাও বৈদ্য পাড়া, কোথাও শূদ্র পাড়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু অধিকাংশই বঙ্গদেশের অন্যান্য হতশ্রী গ্রামের ন্যায় শোচনীয় দারিদ্র্যের পরিচয় দিতেছে। এসকল পাড়াগুলিতেও লোক বড় নাই, পাঁচ সাত ঘর মাত্র। কিন্তু অট্টালিকাগুলি এসব পাড়ার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ নয়, অনেক মাঠ—অনেক অরণ্য অন্তর এক একটী অট্টালিকা, নিকটে জন প্রাণী নাই, তাহাদের অধিবাসীদের ব্যাঘ্রাদি ব্যতীত অন্য প্রতিবাসীর সম্পূ

অভাব। যে দুই একটী দুর্ভাগ্য পরিবার এ সকল বাড়ীতে বাস করেন, তাঁহারা লোকের মুখ বড় দেখিতে পান না, অথচ ইহাদের এরূপ সংস্থান নাই যে নূতন বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উঠিয়া যাইতে পারেন, অপরন্তু তাঁহাদের কেহ কেহ পৈতৃক ভিটা ছাড়িতেও নারাজ। এইরূপ একটী নির্জ্জন অট্টালিকা-বাসিনী দুঃখিনী বালিকার বিষয় বলিলে কি তাহা পাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইবে? কখনই না। তবে সংসারে সুখ দুঃখ চিরকাল কাহারই থাকে না এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে লোকের ধন বিত্ত হানি হইলেও বংশের মাহাত্ম্য অনেক সময় বজায় থাকিয়া যায়, তাই এই বৃত্তান্ত পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিতে বাসনা করিতেছি।

এই স্বর্ণগ্রামের একটী গভীর অরণ্য মধ্যে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে একটী ত্রিতল অট্টালিকায় একটী দুঃখী পরিবার বাস করিত। অট্টালিকাটী নিতান্ত পুরাতন এবং অতিশয় বৃহৎ, কিন্তু এক বারে বাসের অনুপযুক্ত নহে। খুব পাকা বাড়ী বলিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত মেরামত অভাবেও পড়িয়া যায় নাই, কিন্তু নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই বাড়ীর অধিবাসী এক বৃদ্ধ সৎকুলীন কায়স্থ ও তাঁহার বৃদ্ধা পত্নী এবং একটী ৮ম বর্ষীয়া কন্যা। এই তিনটী ভিন্ন তথায় আর লোক জন নাই। কোন আগন্তুক সহসা সেই নীরব নির্জ্জন ভবনে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিত না যে সেখানে মনুষ্য আছে। তবে কি না বাড়ীটীর চতুর্দ্দিক অরণ্যাবৃত হইলেও অঙ্গনটী বেশ পরিষ্কৃত ছিল এবং বালিকাটী সর্ব্বদাই তাহাতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া খেলা করিত, সে তাহাতে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। বালিকাটী অতিশয় ক্ষীণা এবং তাহার বর্ণটী শ্যাম বর্ণ হইলেও তাহার শরীরের গঠন বড়ই সুন্দর এবং সুকোমল। তাহার চুল গুলি কাল রেসমের মত চিক্কণ ও চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল। বস্তুত মেয়েটী বড়ই লাবণ্যময়ী ছিল। তাহার চক্ষু দুটী সুনীল সুবৃহৎ বড় বড় পক্ষ্মাবৃত এবং সরলতামাখা ছিল। এই সুন্দর মুখখানি দেখিয়াই পিতা মাতা বিজন বাস ক্লেশ সহ্য করিতেন। তাঁহাদের এক এক বার বাসনা হইত এ বিজন অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে কোন কুটীরে যাইয়া বাস করেন, কিন্তু সে বাসনা কখনও পূর্ণ হয় নাই। চতুর্দ্দশ পুরুষের বাস্তু পরিত্যাগ করা এ পরাধীন বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বড়ই কষ্টকর। বাঙ্গালী বাপের ভিটায় পড়িয়া মরিতে রাজী, তথাপি অন্যত্র স্বর্ণ অট্টালিকায় বাস করিতে রাজী নহেন। বিশেষতঃ এ বৃদ্ধের অবস্থাও সে রূপ ছিল না। লোকালয়ে বাস করিলে দশ জনের মতে চলিতে হয়, যে মেয়েটী বন দেবীর ন্যায় শুধু বনফুলে

সাজিয়াই পরম পরিতোষ লাভ করে, সে কি ধনিকন্যার অত্যুজ্জ্বল ভূষণ রাশি দেখিয়া দুঃখী পিতা মাতার কোলে মুখখানি লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে না "বাবা আমাকে ও রূপ গহনা পরিতে দেও।" এ সব ভাবিয়াও বৃদ্ধ দম্পতি এ বিজন বাস সুখের জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এ ভিন্ন আরও একটী গুরুতর কারণ ছিল। তাঁহাদের অনেকগুলি শিশু সন্তানের এ বাড়ীতে মৃত্যু হয় এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্যেই সে সকল সুকোমল দেহ ভস্মসাৎ হইয়াছিল। কোন কোনটী বা জাত মাত্র বিনষ্ট হওয়াতে সেই স্থানে সমাহিতও হইয়াছিল, কাজেই সন্তান স্নেহ প্রবণ দরিদ্র পিতা মাতার মন কোন মতেই এ স্থান ত্যাগ করিতে সম্মত হইত না।

সপ্তাহে বৃদ্ধ এক দিন হাটে যাইয়া চাউল ডাউল তৈল লবণাদি কিনিয়া আনিতেন, সপ্তাহ মধ্যে আর বাহির হইতেন না, ভদ্র সমাজে বাহির হইবার উপযুক্ত বস্ত্রাদিও তাঁহার ছিল কি না সন্দেহ। কচিৎ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি ব্যাঘ্র ভয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নির্জ্জন ভবনে সমাগত হইতেন, তাহাতেই লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত। এক সময় এই বৃদ্ধের বংশের ধন মানের খ্যাতি সমস্ত স্বর্ণগ্রামে ঘোষিত হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্য রাহুর করাল কবলে তাঁহাদের সুখ চন্দ্রমা বহুকাল গ্রাসিত হইয়া গিয়াছিল। যে সকল লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহারাই বৃদ্ধকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সাহায্য করিত, তদ্দারাই বহু ক্লেশে তাঁহার দিন চলিত। কিন্তু যাহারা এ রূপ বৎসরে ২।৪ টাকার সাহায্য করিয়া বড়ই দয়ার কার্য্য করিলাম বলিয়া মনে মনে অহঙ্কারে আটখানা হইতেন, তাঁহারা ভাবিতেন না যে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই প্রাচীন কায়স্থের পিতা পিতামহের অনুগ্রহেই যে বিত্তাদি লাভ করিয়াছেন তদ্দারা অদ্যাপি তাঁহারা সুখে জীবন ধারণ করিতেছেন। যাহা হউক ইহাঁদের দানেই দুঃখী পরিবারের অন্ন বস্ত্রের অভাব কথঞ্চিৎ মোচন হইতেছিল।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। মুদ্রাতে এতদিন মহারাণীর তরুণ বয়সের মূর্ত্তি ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধবয়সের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবে। এরূপ পরিবর্ত্তন আমাদিগের নিকট ভাল বোধ হয় না।

৩। আমেরিকার সাবানা নামক

স্থানে মামিও মার্ডস নাম্নী এক বালিকা অল্প বয়সে জ্বরবিকারে বাক্‌রোধগ্রস্ত হইয়াছিল, সম্প্রতি তথায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহাতে সে ভ্রাতাকে ডাকিবার চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচন।

১। পাপীর নবজীবন লাভ, প্রথম ভাগ শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। কয়েকটী হতভাগ্য দুরাচার ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় পাইয়া ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কেমন করিয়া বিশুদ্ধ চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন লাভ করিল, তাহা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান হৃদয়ের ভাষায় লিখিত, তৎপাঠে অন্তঃকরণ মুগ্ধ ও ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

২। আনন্দ তুফান শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। গ্রন্থকার আধ্যাত্মিক ভাবে শারদীয় উৎসবে বর্ণনা করিয়া আপনার ভাবুকতা ও ভক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

৩। যুগল মিলন অর্থাৎ দাম্পত্য প্রেম নাটক, চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহা নামে নাটক, কিন্তু সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয়। গ্রন্থের শেষে ধর্ম্মের জয় ও আধ্যাত্মিক দাম্পত্যের সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশ আমাদের বড় ভাল লাগে নাই। তাহাতে সামান্য নাটকের ন্যায় কিছু অধিক লঘুতা প্রকাশ হইয়াছে। যাহাহউক শেষ ভালই ভাল।

বামা রচনা।

পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ।

(চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী বালিকার লিখিত।)

(১)

সোণার পিঞ্জরাবদ্ধ কে তুমিরে পাখি?
কি দুঃখে দুধারে মরি ঝরে দুটি আঁখি?
দুধ ছোলা আশাভরে
খেতে দেয় যত্ন করে
কতই আদরে রাখে সুবর্ণ পিঞ্জরে;

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ,
গাও সদা মুখে মিষ্ট
তবু কেন ছল ছল করে দুটি আঁখি ?
সোণার পিঞ্জরাবদ্ধ কে তুমিরে পাখি ?

(২)

প্রত্যূষে প্রদোষে, লয়ে সরসীর তীরে,
স্নিগ্ধ করি দগ্ধ তনু শীতল সমীরে,
চুম্বিতে চুম্বিতে কিবা,
বাঁকায়ে বর্ত্তুল গ্রীবা,
কতই স্নেহেতে বালা ফিরায় তোমারে,
কখন আমোদ ছলে,
কোলে করি কুতুহলে,
কানে কানে গায় গীত সমধুর স্বরে,
মধুর কল্লোলভরা সরসীর তীরে।

(৩)

শীকলি কাটিতে তবে কেনরে চঞ্চল,
কেনরে উঠিতে শূন্যে হয়েছ পাগল ?
বারেক উড়িলে পরে
আর কি আসিবে ফিরে ?
অদৃশ্য হইয়া যাবি না মিলিবে দেখা,
তাই তোরে যত্ন করে,
স্বহস্তে রেখেছি ধরে,
কি সুখের তরে তবে হয়েছ পাগল ?
তিলেক নহরে স্থির সদাই চঞ্চল।

(৪)

কুঞ্জবিহারিণী পাখী কুঞ্জ ভাল বাস,
তরু লতা মাঝে থাকি উল্লাসেতে ভাস,
আপনার ইচ্ছামত,
কলকণ্ঠে গান কত,
ডালে ডালে উড়ে বসি গাইয়া বেড়াও,
থাকিবে মাণিক প্রায়
বসিয়া কুঞ্জের গায়,
মাখিয়া নয়নে কিবা অতুল আভাস,
তাই বুঝি কয়নারে এ সুখ-প্রয়াস।

(৫)

নির্ঝর সলিল পানে তৃপ্ত কর মন,
সুপক্ক ফলেতে কর ক্ষুধা নিবারণ,
সূর্য্যের প্রচণ্ডাতপে,
লুকায়ে লতা মণ্ডপে,
শীতল ছায়ায় বসি পরাণ জুড়াও,
নিদাঘে নিশার কালে
গ্রীষ্মেতে কাতর হলে,
তরুশাখে বসি কর অনিল সেবন,
মনসাধে কর ঈশ মহিমা কীর্ত্তন।

(৬)

কখন মধ্যাহ্ন কালে উঠিয়া গগনে,
উলট পালটি উড় আপনার মনে,
দিবাকর করোজ্জ্বলে,
ঝকৃঝকি কুতুহলে,
মজাইয়া ক্ষুদ্রপ্রাণ ঈশ্বর চরণে,
গগন আকুল করে,
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে,
মাতাও সুস্বর ঢেলে মর্ত্ত্যবাসীগণে,
সে আনন্দ পাখি তুই ভুলিবি কেমনে ?

শ্রীকুমুদ কুমারী দে।

রাণীগঞ্জ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৩ সংখ্যা } অগ্রহায়ণ ১২৯৩—ডিসেম্বর ১৮৮৬। { ৩য় কল্প ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

অর্দ্ধ শতাব্দী রাজত্ব—আগামী ১৯এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়ার অর্দ্ধ শতাব্দী রাজত্ব পূর্ণ হইবে, এই উপলক্ষে যে অনেক মহোৎসব ও মহাকাণ্ড হইবে, ইতিমধ্যে তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। এই ঘটনার স্মরণার্থ জয়পুরের মহারাজা "লেডী ডফারিণ ফণ্ডে" লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, কলিকাতা মিউনিসিপাল সভা আপনাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, আরও অনেক স্থানে অনেক প্রকার ধূমধামের উদ্যোগ হইতেছে।

মহৎকার্য্যে মহাদান—অর্থাভাব বশতঃ গবর্ণমেণ্ট বহুকালের প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর কলেজটী উঠাইয়া দিতেছিলেন, দানশৌণ্ড মহারাণী স্বর্ণময়ী মুমূর্ষু বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি ৪ বৎসরের জন্য মাসিক ১০০০ টাকা করিয়া ব্যয় নিজ হইতে দিবেন, তৎপরে যদি কলেজ স্বপোষণক্ষম না হয়, ইহার জন্য একটী ভূসম্পত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করিবেন।

আনন্দ যোশী—এই মহারাষ্ট্রীয় রমণী আমেরিকা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষার ডিপ্লোমা লইয়া স্বামী গোপাল যোশীর সহিত স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভারতরমণীগণ ইহাকে অভিনন্দন করুন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য—আগামী প্রবেশিকায় ইংরাজী পাঠ্য 'বুক অব ওয়ার্দিস্' হইতে আরিষ্টাইডিস্, জেনোফন্, ইপামিনণ্ডাস, আলেকজাণ্ডার, সিপিও আফ্রিকেনস্ ও জুলিয়স সিজার এবং ষ্টুডেন্ট্‌স্ ট্রেজরী হইতে ১২টী পদ্য, তন্মধ্যে ৩টী মুখস্থ করিতে হইবে।

হিন্দু বিধবা—বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ পত্র নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরীতে বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাস এই বিষয়ে একটী প্রস্তাব লেখাতে এ দেশে হুল স্থূল পড়িয়াছে। দেবেন্দ্র বাবু হিন্দু বিধবাদিগের দুরবস্থায় ব্যথিত-হৃদয় হইয়া তাহার চিত্র কোন কোন স্থলে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে বিবরণ সংগ্রহে ও মন্তব্য প্রকাশে কিছু কিছু ভ্রমেও পড়িয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ উপেক্ষণীয় ও উপহসনীয় কখনই হইতে পারে না। এখন দেশীয় ভাষা অপেক্ষা ইংরাজীতে গালি দিলে আমাদিগের অধিক লাগে এবং বিলাত আপীল ভিন্ন কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। দেবেন্দ্র বাবু হিন্দুদিগের চৈতন্যোদয়ের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

ভগিনী ডোরা—বামাবোধিনীর পাঠিকারা ইহাঁর সহিত বিশেষ পরিচিতা। এই মহাপ্রাণা রমণী ওয়ালসাল নগরের পীড়িত ও পতিত লোকদিগের শুশ্রূষাতেই জীবন উৎসর্গ করেন, এক্ষণে ঐ ওয়ালসাল নগরে তাঁহার এক মূর্ত্তি মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম গোলযোগ—ইহা এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে যে ভারতের প্রধানতম সেনাপতিকে ৩৩ হাজার সৈন্যসহ ব্রহ্মে কিছুকাল রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে এবং ব্রহ্মবাসীদিগকে সুশাসিত করিবার জন্য তাঁহাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মগেরা নগর সকল পোড়াইয়া দিতেছে এবং সম্মুখ সংগ্রামেও আশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

মার্কিণ রমণী—এক ওয়াসিংটন নগরে ১৫০০ কেরাণী আছে, তন্মধ্যে ৪০০ স্ত্রীলোক। ইহাদের বার্ষিক বেতন ১৪৬০ হইতে ৫৫০০ টাকা। আমেরিকার রমণীরা নিজে উপার্জ্জন করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম নহেন।

শোচনীয় মৃত্যু—বঙ্গমাতা ইতিমধ্যে দুইটী রত্ন হারাইয়াছেন, একটী বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যটী বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। ইহাঁরা সুবিদ্বান, বহু গুণান্বিত ও স্বদেশের পরম হিতৈষী ছিলেন।

নূতন পত্রিকা—কারিকর দর্পণ নামে একখানি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। "Indian Notes and Queries" নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার নমুনা পাইয়াও আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কাপ্তেন আর, সি, টেম্পল ইহার সম্পাদক এবং ইহা এলাহাবাদ হইতে বাহির হইতেছে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

ঐতিহাসিক কাল।

এই মাসের বামাবোধনীতে যে কামিনীর কাহিনী লিখিত হইতেছে, তিনি স্বকীয় বুদ্ধি, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যাদি প্রভাবে স্ব-শ্রেণীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বৈদিক কালের বিদুষী গার্গী যে প্রকৃতির নারী, অদ্যকার বর্ণিত মহিলাও প্রায় সেইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহাদের উভয়ের চরিত্রগত যে পার্থক্য আছে, এই প্রস্তাবের উপসংহার ভাগে দুইজনের গুণাংশের তুলনা দ্বারা তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব। যাঁহার বিবরণ এক্ষণে প্রকটন করিতেছি, তাঁহার নাম লইয়া কিছু গোলযোগ দেখা যায়। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও, তাহার এ পর্য্যন্ত কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু তন্নিমিত্ত কিছু বিশেষ হানি হইবে না। তাঁহার দুই নাম পাওয়া গিয়াছে, লীলাবতী ও উভয়-ভারতী। ঐ দুই আখ্যা একই নারীর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে লীলাবতী নামেই তাঁহাকে আমরা নির্দ্দেশ করিলাম।

১৬—লীলাবতী।

লীলাবতী নামে কয়টী নারী ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সুস্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। ভাস্করাচার্য্য-দুহিতা লীলাবতীই সমধিক বিখ্যাত। আমাদের অদ্যকার লক্ষ্য লীলাবতী মণ্ডনমিশ্র নামক এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষী ব্যক্তির ভার্য্যা। তাঁহার পিতাও মহাজ্ঞানী। তাঁহার নাম উদয়নাচার্য্য। তিনি দর্শনশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কন্যাকেও ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রাভ্যাস করান এবং অতি সুযোগ্য পাত্রেই তনয়ার উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাধা করেন। লীলাবতী এ বিষয়ে অতিমাত্র সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন, বলিতে হইবে। পাঠিকারা এই রমণীকে স্বামীর ও পিতার পরিচয়ে পরিচিতা সামান্যা স্ত্রী মনে করিবেন না। তিনি নিজ কার্য্যেই চিরদিন সুপরিচিত হইয়া আছেন কি না, এই সন্দর্ভের আলোচনা করিলেই, তাহা আদ্যন্ত সুন্দররূপ প্রতীত হইতে থাকিবে।

সর্ব্বজনবিদিত পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করাচার্য্য যৎকালে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারার্থ দিগ্বিজয় ব্যাপারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হন, তখন অসাধারণ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সঙ্গে বিচারপ্রার্থী হইলেন। উদয়নাচার্য্য তখন কোন কারণে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রত বিশেষ অবলম্বন

করিয়াছিলেন, সুতরাং তখন দর্শন শাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারে তাঁহার কোনরূপ তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা ছিল না, সেই কারণে তিনি শঙ্করাচার্য্যকে কহিলেন, ইচ্ছা হইলে, আপনি আমার জামাতা মণ্ডনমিশ্রের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তদনুসারে শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের উদ্দেশে তাঁহার নিকেতনে গমন করিলেন। মণ্ডনমিশ্রও সাধারণ লোক নহেন। তিনি যে শাস্ত্রানুশীলনে বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রাপ্ত হন, তাহার প্রধান নিদর্শন "মিশ্র" উপাধিলাভ। তিনি গৃহী হইয়াও, শাস্ত্রজ্ঞানে ও তত্ত্বকথায় প্রবীণ মহাবিচক্ষণ ছিলেন। সে যাহাহউক, উভয়ের তর্ক যুদ্ধ চলিবে, এই রূপ সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু কে জয়ী হইল, কেই বা পরাজিত হইল, তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি কে করিবে, যখন এই বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তখন মণ্ডন বলিলেন, তাঁহার প্রিয়তমাই মীমাংসকের কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্রী। বহু তর্কবিতর্কের পর শঙ্করাচার্য্য তাহাতে সম্মত হইলেন। কয়েক দিন ব্যাপিয়া তুমুল তর্ক স্রোত অবিরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যখনই কোন গুরুতর মীমাংসায় উভয়ের বিষম সংশয় ঘটিত, নিরপেক্ষ মধ্যস্থা অম্লানমুখে তাহা দুই জনেরই হৃৎপ্রত্যয় করাইয়া দিতেন। কয়েক দিন এই রূপ চলিল। পরিশেষে মণ্ডনমিশ্র পরাজিতপ্রায় হইলেন দেখিয়া, তাঁহার দয়িতাকে স্বয়ং আচার্য্যের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই উপলক্ষে শঙ্করদেবও মণ্ডনের মত পরাজয়োন্মুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তিমে লীলাবতীই পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। এ বিষয়েও দুই মত আছে। কেহ কেহ বলেন, একটী নিগূঢ় বিচারের প্রসঙ্গ করিবামাত্র শঙ্করাচার্য্য পরাস্ত হন। অবশেষে তিনি কোন কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক বিজয় লাভ করেন। এই সূত্রেই সুপ্রসিদ্ধ "অমরুশতক" পুস্তকের উৎপত্তি হয়, ঐ মতাবলম্বী লোকে এরূপও নির্দ্দেশ করেন। এই বাক্য তাদৃশ বিশ্বাস্য বা সঙ্গত নহে। ফল কথা এই, মণ্ডনমিশ্র ও তাঁহার গুণবতী পত্নীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই মণ্ডন, শঙ্করের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইলেন, তদবধি তিনি সুরেশ্বরাচার্য্য নামে সর্ব্বত্র প্রখ্যাত হন।

এই বাগ্‌বিবাদোপলক্ষে মণ্ডন-প্রণয়িনীর নিরপেক্ষতা ও উদারতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। পরাজিত হউন, তাহাতে তত ক্ষতি নাই; কিন্তু লীলাবতী যে ন্যায়, বেদান্ত, উপনিষৎ, শ্রুতি প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্র বিশারদ অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীরের সমকক্ষতার সাহস করিয়াছিলেন, শুদ্ধ সাহস নয়, তাঁহাকে বিচার কৌশলে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইহা কি সামান্য ব্যাপার? ফলতঃ তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি কি অগাধ! লীলাবতীর নামান্তর 'উভয়ভারতী'। 'উভয়ভারতী' প্রকৃত আখ্যা বলিয়া বোধ হয়

না। উহার অর্থ উভয়ের ভারতী অর্থাৎ শঙ্করও সুরেশ্বর এই দুই ব্যক্তির বাক্যের বিচারক। তাঁহার ঐ রূপ নামের অন্য কারণ উপলব্ধি হয় না। সে যাহাহউক, তিনি ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ বেদশাস্ত্রের এই ৬ ছয় অঙ্গ ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়্‌দর্শনে অলৌকিক ব্যুৎপত্তিশালিনী ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্যথা দুই মহারথীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে তাঁহার সাধ্য থাকিত না। তিনি অসাধারণ বিদ্বানের কন্যা, অসাধারণ বিদ্বানের প্রিয়তমা এবং স্বয়ং অদ্বিতীয়া বিদ্যাবতী। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি লীলাবতী নামে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি ভাস্করদুহিতার তুল্যমূল্য গুণবতী লীলাবতীই বটেন! গার্গীর সহিত তাঁহার প্রভেদ এই যে, গার্গী প্রশ্ন করিয়া মহামহোপাধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যেরও অন্তঃকরণ স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই,—অধিক কি নিজে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই, কিন্তু লীলাবতী, প্রথমে অলৌকিক প্রতিভাশালী দিগ্বিজয়ী জ্ঞানবীর শঙ্করাচার্য্য ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন স্বীয় স্বামী মণ্ডনমিশ্রের বাদানুবাদের মধ্যস্থা হইয়া, শেষে শঙ্করের সঙ্গে স্বয়ংই বিচার করিয়াছিলেন! এ কি অল্প শ্লাঘার বিষয়! তাঁহার গুণ গরিমায় তিনি কেবল স্বকীয় নাম স্থায়ী করিয়াছেন এমন নয়, স্বজাতিরও অশেষ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং অনন্ত কাল করিবেন। তাঁহার নারীকুলে জন্মগ্রহণ সার্থক হইয়াছে। আমাদের পক্ষে তিনি নিতান্ত গর্ব্বের স্থল হইয়া রহিয়াছেন।

ঈশ্বরের করুণা।

অগ্নি।

যাহা আছে, যাহা ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার যে কত মূল্য তাহা সেই বস্তু না থাকিলে আমাদিগের কি দশা হইত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এই যে অগ্নি, তাহা যদি আমরা এখন হারাই তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ আমাদিগের কি দুর্দ্দশা হয়! অগ্নির সাহায্যে মানুষ কত প্রকার সুস্বাদু, বলকর, স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া জীবনের কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে। এই অগ্নি যদি আজ পৃথিবীতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ফল মূলাহারী হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় এবং হয়ত ঘোর অবনতি প্রাপ্ত

হইতে হয়। অগ্নি না থাকিলে শীত-প্রধান দেশবাসীগণের জীবন যাপন করা দুঃসহ যন্ত্রণাকর হইয়া উঠে, কত লোকে প্রচণ্ড শীত সহ্য করিতে না পারিয়া জীবন লীলা সমাপন করে। অগ্নি না থাকিলে রাত্রিকালে আলোক-হীন হইয়া আমাদিগকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অগ্নিশিল্পীদিগের প্রধান সহায়—অগ্নি না থাকিলে নানা শিল্প কার্য্যের বিনাশ নিশ্চিত। অগ্নি না থাকিলে আমরা বস্ত্র সকল নানাবিধ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিতে পারিতাম না, বালুকা হইতে কাচ নির্ম্মাণ করিতে পারিতাম না, ভূগর্ভস্থ খনি হইতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু উত্তোলন করিয়া তাহাতে অলঙ্কার ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করিতে পারিতাম না, মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া নানা আবশ্যক নিত্য ব্যবহার্য্য পাত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিতাম না. এবং সুদৃঢ় ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া গৃহ ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইতাম না। অগ্নি না থাকিলে পৃথিবী শ্রীহীন হইত, মানুষ এক্ষণকার অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব হইত।

অগ্নির অস্তিত্ব কি আমাদিগের মনে ঈশ্বরের অপার করুণায় গাঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া দিতেছে না? এবং মানবের প্রতি তাঁহার স্নেহের স্পষ্ট পরিচয় দিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে না? ঈশ্বর মানুষকে যেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃজন করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত অগ্নি আবশ্যক দেখিয়াই তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমা-দিগের প্রতি তাঁহার অপার ভালবাসা কেমন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত! বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে আমরা ঈশ্বরের করুণা দেখিতে পাই এবং দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভরে পরিপ্লুত হইয়া কৃতার্থ হই।

রমণীর কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রস্তাব।

পীড়িতের শুশ্রূষা।

অতি অল্প দিবস পূর্ব্বে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সকলেই নানা-প্রকার পীড়ার কিছু কিছু ঔষধ জানি-তেন, এখনও মফস্বলের এবং সহরের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগকে বালক বালিকা-গণের সামান্য সামান্য পীড়ার চিকিৎসা

করিতে দেখা যায়; এটী তাঁহাদের সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় একটী শিক্ষণীয় কার্য্য ছিল। বাটীর মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে প্রথমে চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া গৃহিণীরা তাঁহাদের শিক্ষিত ঔষধ দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেন এবং অনেক স্থলে তাহার সুফলও দেখা গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বালিকারা বিদ্যালয়ে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, তাহারা এই সকল বিষয়ে কিছুই শিক্ষা লাভ করিতেছে না এবং সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি দেখা যায় না। বাটীর কর্ত্রী সামান্য সামান্য পীড়ার চিকিৎসা করিতে পারিলে যে তাহা দ্বারা সাংসারিক কার্য্যের কত সুবিধা হয়, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ সকল পীড়াতেই ইংরাজি চিকিৎসার সাহায্য লইয়া বিদেশীয় ঔষধ সেবন করা অপেক্ষা দেশীয় ঔষধ সেবনে আমাদের শরীরের অনেক উপকার হইতে পারে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ পীড়ার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং লোকের আর্থিক অবস্থা যেরূপ মন্দ হইতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত লোকেরাও সকল সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া ও ইংরাজি ঔষধ ক্রয় করিয়া সামান্য সামান্য পীড়ায় চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে নিতান্ত অক্ষম। দরিদ্র লোকদেরত কথাই নাই। এরূপ স্থলে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর বালিকা ও বয়স্থা সকলেরই কিছু কিছু ঔষধ জানা কর্ত্তব্য। ইহাতে আরও একটী উপকার দর্শে। মনে করুন হঠাৎ বাটীর কোন লোকের কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল, চিকিৎসক আসিতে বিলম্ব হইতেছে, এরূপ অবস্থায় যদি সেই বাটীর গৃহিণী ঔষধ জানেন, তাহা হইলে তিনি কিছু ঔষধ দিয়া পীড়া আরোগ্য করিতে না পারুন আপাততঃ তাহা স্থগিত রাখিতে বা তাহার কোপ কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইবেন। এখনও অনেক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক পীড়িত লোকের নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। অনেক স্ত্রীলোকের নাড়ীজ্ঞানশক্তি কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ চিকিৎসক অপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা যখন রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েন, তখন নাড়ীজ্ঞান ও ঔষধাদির গুণাগুণ তাঁহাদের জ্ঞাত থাকা বিশেষ আবশ্যক, কারণ রোগীর নাড়ীর অবস্থা ও রোগের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা তিনি জানিতে পারিলে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

আমাদের দেশে পীড়িত লোকদিগের শুশ্রূষার ভার সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকদিগের উপর অর্পিত হয়; জননী, স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়াগণই পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শুশ্রূষা কার্য্যে অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা অনেক সময়ে রোগীর সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে তাঁহার যাতনার কারণ হইয়া উঠেন। ইহার কারণ

অনুসন্ধান করিলে এই মাত্র জানা যায় যে তাঁহারা কিরূপে শুশ্রূষা করিতে হয় তাহা জানেন না; শুশ্রূষাকারিণীর যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের সকলের থাকে না।

শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকদের যে যে গুণ থাকিলে তাঁহারা রীতিমত রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের বিবেচনা, প্রফুল্লতা, ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং আত্মসংযমন গুণ থাকা আবশ্যক।

বিবেচনা—ইহা দ্বারা শুশ্রূষাকারিণী বুঝিবেন যে কখন রোগীর সহিত কথা কহিবেন, কখন কথা কহিবেন না, কি কি বিষয়ে রোগী বিরক্ত হয় ও তাহার মনে কষ্ট হয় ইহা তিনি জানিবেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে রোগী দেখিতে ইচ্ছা করে এবং সাক্ষাৎকারীগণকে কখন রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে। শুশ্রূষাকারিণীর এসমস্তই জ্ঞাত থাকা আবশ্যক এবং যখন সাক্ষাৎকারীগণকে বিদায় করিবেন তখন এরূপে বিদায় করিবেন যে রোগী যেন জানিতে না পারে যে তাহার পীড়ার কারণে তাহাদিগকে শীঘ্র বিদায় করা হইল।

প্রফুল্লতা—ইহা শুশ্রূষাকারিণীর একটী প্রধান গুণ; ইহাদ্বারা তাঁহার (শুশ্রূষাকারিণীর) স্বর মিষ্ট হইবে, তাঁহার পদক্ষেপ দ্রুত অথচ ধীর এবং আনন্দব্যঞ্জক হইবে, তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেই বোধ হইবে যেন গৃহ আলোকময় হইল; তাঁহার মুখ সর্ব্বদা সহাস্য থাকিবে, এবং পীড়িতের যাতনা এবং কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ দ্বারা তাহাকে শান্ত করিতে সক্ষম হওয়া আবশ্যক।

ধৈর্য্য—রোগীর নিকট সকল সময়ে স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতে হইবে; ধীর এবং অক্লান্তভাবে তাহার সেবা করিতে হইবে এবং তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। পীড়িত ব্যক্তির কর্কশ বাক্য, অকারণ অনুযোগ, অন্যায় প্রতিবাদ এবং যাতনা ও রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির (সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে) তীব্র বাক্য অম্লানবদনে সহ্য করিয়া, তাহার যাতনা উপশমের জন্য আন্তরিক যত্নের সহিত চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—রোগীর রোগের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তনে ভীত না হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে হইবে; আবশ্যকমত প্রস্তুত থাকিতে হইবে; ক্ষতস্থান হঠাৎ বাঁধিতে হইবে; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবশ্যক মত উপস্থিত করিতে হইবে; আবশ্যকমত রোগীর হস্তপদাদি ধৃত করিতে হইবে; চিকিৎসককে সাহায্য করিতে হইবে এবং মুখে সর্ব্বদা সাহস বিরাজ করিবে; যেন রোগী ভয় না পাইয়া সাহস এবং সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়।

আত্মসংযমন—সকল প্রকার মনের

ভাব গোপন করিতে হইবে। যখন রোগীর জীবনের আশা নাই, তখনও আশাপূর্ণ বাক্যে কথা কহিতে হইবে, চক্ষের জল (ক্রন্দন) বন্ধ করিতে হইবে এবং যখন রোগী নিরাশহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিবে "আমি কি বাঁচিব না?" তখন স্থিরভাবে উত্তর দিতে হইবে।

অনেকে বলিবেন যে আত্মসংযমন দ্বারা মনের ভাব গোপন করিয়া মুমূর্ষু রোগীকে জীবনের আশা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। যখন আমরা দেখিতেছি যে তাহার জীবনাশা নাই তখন কিরূপে তাহাকে বলিব যে সে বাঁচিবে? এ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন। ঈশ্বর ভিন্ন মানবের মৃত্যুর বিষয় কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কারণ ইহা দেখা গিয়াছে যে বড় বড় চিকিৎসক এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাড়ী দেখিয়া এবং বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, কিন্তু সেই মহা চিকিৎসকের অদৃশ্য ক্ষমতায় দেখা গেল যে রোগীর অচলিষ্ণু নাড়ী চলিষ্ণু হইল, দুর্ব্বল শরীরে বলাধান হইল, রোগী রোগমুক্ত হইল। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, নিতান্ত সাহসী ব্যক্তিও মৃত্যুভয়ে ভীত হন, মৃত্যু নিকট [জানিলে, স্তম্ভিত হন এবং জীবনের আশায় তাঁহারও মন অনেক শান্ত হয়। কিন্তু রোগীর মনে যদি মৃত্যু ভয় প্রবেশ করে, তাহার মনে যে কত কষ্ট হয় তাহা বলা যায় না এবং হয়ত তাহা দ্বারা তাহার পীড়া আরও বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং যখন মৃত্যুর নিশ্চয়তা বিষয়ে মনুষ্য কিছুই বলিতে পারে না এবং ঈশ্বরের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে, তখন সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া রোগীকে যাতনা দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। চিকিৎসক এবং শুশ্রূষা কারিণী ইহাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য যে রোগীকে যথাসাধ্য সাহস প্রদান করেন। রোগীকে আমাদের অনুমান জ্ঞাত না করাইয়া সস্মিতবদনে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে "আমরা সকলেই পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন; তাঁহার ইচ্ছায় তোমার অপেক্ষা সুস্থ এবং বলবান ব্যক্তিও তোমার অগ্রে মরিতে পারে, আবার তোমার অপেক্ষা সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরও জীবনে নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক"।

(ক্রমশঃ)

আশ্চর্য্য কথা।

বৈজ্ঞানিক।

১—ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ সম্প্রতি তারকাদির ভার ওজন করিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন্ তারকা সূর্য্যমণ্ডল হইতে কত দূর,

তাহা স্থির করিয়া তাঁহারা প্রত্যেকটীর ওজন বলিয়া দিতে পারেন। এই পৃথিবীর এক পার্শ্বে বসিয়া কোটী-কোটী ক্রোশ দূরস্থ তারকার ভার ওজন করা কি সামান্ত আশ্চর্য্য কথা!

২—এতদিন ফটোগ্রাফ তুলিতে গেলে ছবিতে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ রঙ উঠান যাইত না, সম্প্রতি একজন জাপান দেশীয় ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফ ইচ্ছামত লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি বর্ণযুক্ত করিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

৩—জর্ম্মণীর বলোনা নগরে এক প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়; উহা কিয়ৎকাল সূর্য্যের আলোকে রাখিয়া দিলে উহা সূর্য্যালোক গ্রহণ করিতে পারে এবং পরে ঐ আলোক বিকীর্ণ করে। বলোনা নগরে পাওয়া যায় বলিয়া ঐ প্রস্তরের নাম বলোনা প্রস্তর। দিবা ভাগে এক খণ্ড বলোনা প্রস্তর রৌদ্রে রাখিয়া দিয়া রাত্রে অনেকে উহা দ্বারা প্রদীপের কার্য্য করিয়া লয়।

৪—চন্দ্রলোকে বায়ুমণ্ডল নাই। বায়ুমণ্ডল না থাকিলে শব্দের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব চন্দ্রে যদি শত শত কামান ছোড়া যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র শব্দ উদ্ভূত হইবে না। চন্দ্রে অনেক গুলি উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বত আছে। সেই সকল পর্ব্বতের কোন কোন অংশ যখন নৈসর্গিক কারণে ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তখন কিছুই শব্দ উৎপন্ন হয় না। যদি কোন প্রকারে দুইজন মানুষ চন্দ্রলোকে যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সেখানে গিয়া তাহাদের পরস্পরের কথা বার্ত্তা কিছুমাত্র শুনিতে পাইবে না।

৫—লণ্ডন নগরের প্রধান উপাসনালয়ের এক পার্শ্বে একটী গোলাকার ক্ষুদ্র গৃহ আছে। গৃহটীর ব্যাস ২০ হাত। কোন ব্যক্তি এই গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া, পার্শ্বের লোক কিছুই শুনিতে পায় না এরূপ অস্ফুট-স্বরে কোন কথা বলিলে, ঐ লোকটীর পশ্চাৎ দিকে কুড়িহাত দূরস্থ দেওয়ালের নিকট দণ্ডায়মান ব্যক্তির কর্ণে সেই অস্ফুটস্বর এত উচ্চ বলিয়া বোধ হয় যে সে কর্ণে বেদনা অনুভব করে। এই গৃহটী শব্দবিজ্ঞানের একটী দুর্ব্বোধ্য নিয়মের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ। এই গৃহটী দেখিবার জন্য অনেক লোক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

নারীচরিত।

ওপি।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নর্ফক্ শায়রের অন্তর্গত নরিচ্ নামক স্থানে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর এমিলিয়া আণ্ডারসন ওপির জন্ম হয়। ইহার

পিতা ডাক্তার আণ্ডারসন ইংলণ্ডের এক-জন তাৎকালিক বিখ্যাত চিকিৎসক ও মাতা মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী ডাক্তার হেনরি ব্রিগ্‌সের কন্যা ছিলেন। পিতা মাতার শিক্ষা সন্তানের চরিত্রের ভিত্তি স্বরূপ। বলা বাহুল্য যে, মাতা যদ্যপি সৎস্বভাব ও সদ্‌গুণান্বিতা হন, তাঁহার নৈতিক শিক্ষার গুণে সন্তানও সৎস্বভাব ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইবে। পৃথিবীতে সুমাতার গুণে অনেকে সুসন্তান হইয়াছেন, স্যার উইলিয়ম জোন্স, জর্জ ওয়াসিংটন ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ। ওপির মাতা এক জন সুমাতা ছিলেন। তিনি অতি শৈশবাবস্থা হইতে দুহিতাকে বশবর্ত্তিতা ও ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি মহামূল্য গুণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। মাতার আদেশ, কন্যাকে পালন করিতে হইত। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁহার মানসিক তেজস্বিতা ও চরিত্রবল যথেষ্ট ছিল। ওপির বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হইলেও, মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতার নিদর্শন নিচয় তাঁহার বার্দ্ধক্যেও স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। তিনি যখনই মাতার বিষয়ে কোন কথা বলিতেন, তখনই ভক্তি ও সম্মানের সহিত বলিতেন।

মাতার মৃত্যুতে কুমারী আণ্ডারসনের উপর তাঁহার পিতার সংসারের সমস্ত ভার অর্পিত হইল। পিতা মাতা অপত্যের ক্ষমতা ও গুণবত্তায় যে অতিশয় আনন্দ অনুভব করেন, ইহা এই জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাঁহার পিতা ডাক্তার আণ্ডারসন এই ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া সতত কন্যাকে কাছে রাখিয়া শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার যথেষ্ট সাহস, চিত্তপ্রসাদ, চিরস্বাস্থ্য, ও সতেজ কল্পনা ছিল। এতদ্ভিন্ন, সঙ্গীত ও চিত্রকার্য্য প্রভৃতি গুণকলাপে তিনি সকলের নিকট আদৃতা হইতেন। নিরাশ্রয় দরিদ্র ও পাগলদিগের জন্য তিনি অতিশয় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

রাজনীতিতে কুমারী আণ্ডারসনের অনুরাগ ও যত্ন থাকাতে তিনি সেই সময়ের বড় বড় লোকদিগের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। সদ্বিবেচনা ও নৈতিক দৃঢ়নিষ্ঠা গুণে তিনি অনেক ভ্রমাত্মক ও বিঘ্নসঙ্কুল বিষয় হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। যদিও কখনও কখনও স্বভাবসিদ্ধ ব্যগ্রতা নিবন্ধন দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার কর্ত্তব্যানুরাগিতা কখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

কুমারী আণ্ডারসন বারবল্ড, রজার্স প্রভৃতি অগণ্যমান্য মহানুভবদিগের নিকট পরিচিতা হইতে সাতিশয় উৎসুক ছিলেন। এই আলাপে তিনি বিবিধ শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিতেন। একদা যখন তিনি লণ্ডনে গমন করেন, তখন ওপি নামে সুবিখ্যাত চিত্রকরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। চিত্রকর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া

তাঁহার সৌন্দর্য্য ও গুণে একবারেই এত মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি তাঁহার প্রাণি-গ্রহণে প্রার্থী হইলেন। তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তদবধি কুমারী আওারসন বিবী ওপি নামে আখ্যাত হন।

সদয়,সুবুদ্ধি ও অনুরাগী পতি অবসর পাইলেই স্ত্রীর সহিত সদালাপে পরমানন্দ লাভ করিতেন, স্ত্রীকে শিক্ষা দান, তাঁহার চরিত্র সংগঠন ও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার উন্নতি সাধন করিতে তিনি সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন, আলস্য ও আমোদ প্রমোদ হইতে সুদূরে থাকিতে তিনি অনবরত তাঁহাকে উপদেশ দিতেন। বিবী ওপিও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার প্রতিভা ও সদ্বিবেচনায় তিনি সর্ব্বদা প্রীত হইতেন। স্বামীর উৎসাহে উৎসাহান্বিতা হইয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আওারসন্ ওপি "জনক ও দুহিতা" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ইহা প্রতিভাপূর্ণ বলিয়া সমালোচক সকলের নিকট অতিশয় আদৃত এবং অচিরে সাহিত্যসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল। এতৎ সম্বন্ধে ভুবনবিখ্যাত উপন্যাস-গুরু সার ওয়াল্টার স্কট্ বলেন, তিনি এই উপন্যাসটি পাঠ করিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেরূপ আর কখনও কোন উপন্যাস্ পাঠে হন নাই। ইহা কি সামান্য প্রশংসার কথা? পর বৎসর অর্থাৎ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সুললিত ছন্দোময় "কবিতামালা" প্রকাশিত হয়।

সুখ দুঃখ অনিবার্য্য। মানবজীবন তরণী সুখের স্রোতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই, অমনি দুঃখের স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, ইহা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্টি কৌশল; কেননা একের দ্বারা অপরের উৎকর্ষোপলব্ধি হয়। ওপি যৎকালে গুণবতী ভার্য্যার সহিত মিলিতজীবন হইয়া অনির্ব্বচনীয় পারিবারিক সুখ ও স্বীয় ললনার সকল উদ্যমজনিত আনন্দে কালক্ষেপণ করিতেছেন, তখন চিন্তানল তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। গুণের পুরস্কার হইতেছে না, অর্থাৎ তাঁহার গুণানুযায়ী আয় নাই, ইহাতে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ। বিবী ওপি স্বভাবতঃ প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, দারিদ্র্যের মধ্যে স্বামীকে সান্ত্বনা দান করিতে ও তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে অনুক্ষণ যত্নবতী থাকিতেন। কালক্রমে যখন রাশি রাশি কাজ আসিতে আরম্ভ হইল, তখন পরিবারের আয় বৃদ্ধি-সহ উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তদনন্তর ওপি স্বামীর সহিত পারিস্ নগরে গমন করেন। এখানে নেপোলিয়ন বাসিয়স্কো প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় মহাত্মাদিগের নিকট তিনি পরিচিতা হন।

পারিস্ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই চিত্র ও গ্রন্থরচনা কার্য্যে পুনরায় রত হইলেন। এই সময় কতকগুলি নূতন উপন্যাস রচিত হয়। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেই তাঁহার সকাশে অবাধে গমনে সক্ষম হইত, এবং সকলকেই তাঁহার সুমধুর স্বভাব ও শিষ্টাচারে বিমুগ্ধ হইতে হইত। ইহাঁদিগের অবস্থার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। যশোঃবৃদ্ধিসহকারে চিত্রকরের এক্ষণে আয়ও বৃদ্ধি হইল—কঠিন পরিশ্রম ও একাগ্রতার সুফল তিনি এক্ষণে ভোগ করিতে লাগিলেন। সংসারে অধিকতর সুখ সচ্ছন্দতা হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় কঠিন পরিশ্রম ও চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ ভঙ্গ হইল যে, পুনরারোগ্যের কথা দূরে থাকুক, অল্পদিনের পীড়ায় ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুতরাং নয় বৎসরকাল মাত্র ওপি পতি সহবাস ভোগ করিয়া বিধবা হইলেন। তাঁহার এই অকাল বৈধব্যে কাহার হৃদয় সন্তপ্ত না হয়?

স্বামীর মৃত্যুর পর ওপি পিতার নিকট গিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল; তিনি পিতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; ভালবাসা ও ভক্তি সচরাচর একত্র দৃষ্ট হয় না। যেথানে হয়, সেখানে দেবভাব। দেব প্রকৃতি ওপির পিতাই একমাত্র তাঁহার পূজা ও আদরের ধন। বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষা তিনি অতীব আনন্দের বিষয় ও পরম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

ক্রমশঃ

পরেশনাথ দর্শন।

পচম্বা।

ছুটীতে বেড়াইতে যাওয়া আমরা ভাল বুঝি না। ইংরাজেরা তাহার মর্ম্ম ভাল বুঝেন। কয়েকদিন ছুটী পাইলেই কোন পাহাড়ে বা জঙ্গলে, সাগরে বা নদীতে, কোথাও না কোথাও গিয়া প্রকৃতির অভিনব দৃশ্যে ও জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার সুখ,স্বাস্থ্য ও আনন্দ লাভ করেন। আমরা বৎসরের অধিকাংশ সময় নানা প্রকার পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া যাই। সময়ে সময়ে যে দুই একটী অবকাশ পাই, তাহা যদি এইরূপ আনন্দে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে না কাটাই, তাহা হইলে আবার পরিশ্রম মিষ্ট লাগিবে কেন? তাহাহইলে কয়দিনই বা বাঁচিব আর সেই কটা দিন বা কিরূপে অতিবাহিত করিব? আমাদের জাতির লো-

কেরা সাধারণতঃ পরিশ্রমকে যে এত কষ্টকর বলিয়া মনে করেন, তাহার কারণ এই। আবার অপরদিকে বিশ্রাম ও অবকাশ যে কিরূপ মধুর সামগ্রী, তাহারও আস্বাদ আমরা পাই না। যে পরিশ্রমকে কষ্ট বলিয়া জানে, হায়! বিশ্রাম ও আলস্যে যে কোন প্রভেদ আছে সে তাহা কিরূপে বুঝিবে? সুতরাং আমরা বিশ্রাম বা অবকাশের দিন বৃথা আলস্যে দিবানিদ্রাতেই কাটাইতে ভালবাসি। কিন্তু পরিশ্রম যাহাদের নিকট কর্ত্তব্যজনিত অপূর্ব্ব আনন্দ আনিয়া দেয়, দৈনিক কার্য্যে যাহারা জীবনের ব্রত পালনেরই আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে,—বিশ্রাম ও অবকাশ তাহাদেরই চক্ষে মিষ্ট ও সত্য পদার্থ। তাহারা বিশ্রামকে বৃথা আলস্যে কাটায় না, উপভোগ করে। বিশ্রাম তাহাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া দেয়, নূতন বল, নূতন উৎসাহ, নূতন আগ্রহে বিভূষিত করিয়া, নূতন কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রেরণ করে। এজন্যে আমরা বিশ্রামের দিবসগুলির সদ্ব্যবহার করিবার জন্য সুবিধামত নানা স্থানে ভ্রমণ করার পক্ষপাতী। বিগত পূজার অবকাশে পরেশনাথ দর্শনে গিয়াছিলাম। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিকাদিগের জন্য লিখিতেছি। ইহার দ্বারা তাঁহাদের ভ্রমণ কৌতূহল জন্মিতে পারে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মধুপুর ষ্টেশন হইতে গিরিডি পর্য্যন্ত শাখা রেলপথ গিয়াছে, তদ্দ্বারা গিরিডি পৌঁছিলাম। পরেশনাথ কোন্‌দিকে জানি না, কিরূপে যাইতে হয় জানি না, তথাকার কাহারও সহিত আলাপ নাই। কেবল একটী মাত্র শ্রদ্ধেয় বন্ধু সেই সময়ে পচম্বা বেড়াইতে গিয়াছেন শুনিলাম। গিরিডি ষ্টেশন হইতে পচম্বা চারি মাইল পথ। দুচাকার টম্‌ টম্‌ কিম্বা চারি চাকার পাল্কী গাড়ি ভিন্ন যাইবার অন্য সুবিধা নাই, কলিকাতার ন্যায় সুদৃশ্য সুগঠিত টম্‌ টম্‌ বা পাল্কী গাড়ী নহে, কোন প্রকারে জল ও রৌদ্র নিবারণ করিয়া যাওয়া মাত্র। এদেশে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে মানুষে গাড়ী টানে, এ এক নূতন ব্যাপার। আবশ্যকমতে ৪।৬।৮ জন মানুষ গাড়ীর অগ্র পশ্চাতে হাত বা কাঁধ দিয়া টানিয়া ও ঠেলিয়া লইয়া যায়। একে বন্ধুর ভূমি, কখন উপরে উঠিতে হয়, কখন বা গড়াইয়া নীচে যাইতে হয়, তাহাতে কাঁকরের রাস্তা, বৃষ্টিতে ভিজিয়া রহিয়াছে; তাহার উপর দিয়া এই গাড়ী লইয়া যাওয়া যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুভব করা সহজ। ইতিপূর্ব্বে আর কখন এরূপ নরযানে উঠি নাই। প্রথমে আমার একটু ক্লেশ হইতে লাগিল; কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে ঐ দুরূহ কার্য্যের জন্যই হতভাগ্য কুলিরা বিবাদ ও ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। অবশেষে চারিজন

বাহক অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া আমাকে পচম্বায় পৌঁছাইয়া দিল এবং বার আনা ভাড়া ও কিছু পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া গেল। বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশে এই সকল লোকদিগের পরিশ্রমের মূল্য এত কম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। শুনিলাম এখান হইতে অনেকে জীবিকা উপায়ের জন্যে চা-বাগানের কার্য্যে প্রেরিত হয়। একটী কুলি ডিপোও দেখিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে আমার বন্ধু যাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি অতি মহৎ, সদাশয় ও দেবপ্রকৃতির লোক। আমাকে পাইয়া তিনি যার পর নাই আপ্যায়িত হইলেন। যখন পরেশনাথ দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হই, তখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে কোন চিন্তাই মনে উদয় হয় নাই। পথও জানিতাম না, পথে যে এরূপ ভাল লোকের সঙ্গে পরিচয় হইবে তাহাও জানিতাম না। কিন্তু যাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া বাহির হইয়াছিলাম, তাঁহারই কৃপাকে এ সকলের জন্য ধন্যবাদ দিয়া আহারাদি করিলাম।

অন্য বৎসর পূজার পর এখানে প্রায় বৃষ্টি হয় না। দিনের পরিষ্কার রৌদ্রে বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর হয়, রাত্রে কিঞ্চিৎ শীত বোধ হওয়ায় সুনিদ্রা লাভ করিয়া সকলে পরমসুখে কালাতিপাত করেন। বাস্তবিক 'পচম্বা' একটী রমণীয় স্থান ;—চারিদিকে অনন্ত আকাশ সুদূরব্যাপী প্রান্তর ও শৈলমালা স্পর্শ করিতেছে, বায়ু যেন প্রতি নিশ্বাসেই শরীরে উৎসাহ ও প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিতেছে ; জল সুনির্ম্মল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর—অজীর্ণ অক্ষুধা প্রভৃতি রোগের পরম ঔষধ— ; অর্দ্ধক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই অনতিউচ্চ শৈলমালা শালবনে মণ্ডিত হইয়া নির্জ্জনে, নিঃশব্দে বিরাজ করিতেছে ; মাঝে মাঝে শ্বেত কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণের বড় বড় প্রস্তরস্তূপ সুন্দরভাবে পড়িয়া আছে,—দূর হইতে বোধ হয় যেন হস্তী, মহিষ, প্রভৃতি বড় বড় জন্তু শুইয়া বা দাঁড়াইয়া আছে ;—উভয়পার্শ্বের উন্নতভূমি খণ্ডের মধ্য দিয়া যেখানে সুবিধা পাইয়াছে সেইখানেই ছোট বড় নানা আকারের নির্ঝর সকল কখন অস্ফুটশব্দে চলিয়া যাইতেছে, কখন বা পাথর হইতে পাথরে গহ্বর হইতে গহ্বরে পড়িতে পড়িতে, কল কল শব্দে, শালবন ও প্রস্তরমালার গাম্ভীর্য্যকে মধুময় করিয়া নিকটস্থ নদীতে মিশিতে যাইতেছে ; সুদূরে দক্ষিণদিকে সুনীল গগণ প্রান্তে সমুন্নত এক বিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে,—উহাই বিন্ধ্য গিরি আর পরেশনাথ তাহারই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। পচম্বার নিকটে 'কারহারবালি' নামক স্থান হইতে গিরিডি পর্য্যন্ত প্রায় ৭০।৮০টী পাথরিয়া কয়লার খনি আছে। বামাবোধিনীর পাঠিকারা ইতিপূর্ব্বে

তাহার কিছু কিছু বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশ হিন্দু; কয়েক ঘর মুসলমানও আছে এবং খৃষ্টান মিশনরিরা ধর্ম্মপ্রচার ও উপচিকীর্ষা বৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া বহুসংখ্যক পাঠশালা স্থাপন ও অন্যান্য নানা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক চতুঃপার্শ্বস্থ সাঁওতালদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং সভ্য ও খৃষ্টান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ দেশীয় লোকেরা নিরীহ; সরল ও ভদ্র; সদয়-ব্যবহারে বশীভূত করিতে পারিলে ইহাদিগকে শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ করা অতি সহজ বোধ হয়। অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসব ও মহরম উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে যেরূপ বিবাদ ও রক্তপাত হইয়া থাকে, এখানে তাহার নাম মাত্রও নাই। বরং দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে হিন্দুপুরুষ ও রমণীগণ মহা সমারোহে গোঁয়ারা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। জমীদার 'টিকায়েতের' বাটীতে একদিকে দালানে দুর্গোৎসব হইতেছে,অপরদিকে মহরমের মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। শুনিলাম, মুসলমানেরাও হিন্দুর পুরোহিতকে দিয়া কোন কোন গ্রাম্য দেবতার পূজা করে।

পচম্বা যেরূপ সুন্দর স্থান, যদি তথায় কতিপয় উৎসাহী পরিবার একত্র বাস করেন ও স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পরমসুখে থাকিতে পারেন, এমন কি দার্জ্জিলিং অপেক্ষাও এই স্থান অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। যদি এখানে একটী উন্নতশ্রেণীর বোর্ডিং স্কুল করা হয়, তাহা হইলে আমাদের বালকবালিকাগণ উৎকৃষ্ট পানাহার, বিশুদ্ধ বায়ু, ও রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া সুস্থ শরীরে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। কলিকাতায় বেড়াইবার স্থান নাই, খেলিবার স্থান নাই, নির্জ্জনে বসিবার স্থান নাই;—এখানে বিস্তীর্ণ মাঠ, যত পার বেড়াও, বহুসংখ্যক ছোট ছোট পাহাড় উঠ, নাম, বনমধ্যে বৃক্ষতলে বা শীলাতলে বসিয়া গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যাও, কেহ দেখিবার নাই, কিছু বলিবারও নাই। জানি না আমাদের এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, কিন্তু যে কেহ একবার এই মনোহর স্থান দর্শন করিবেন, এখানকার বায়ুর জীবনপ্রদ শক্তি অনুভব করিবেন, ও সহজলভ্য পানীয় জল ও অতিসুলভ অমিশ্র গো-দুগ্ধ পান করিবেন, তিনিই আমাদের ন্যায় ঐরূপ ইচ্ছা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কি দুঃখের বিষয় যে কলিকাতার এত নিকটে এমন সুন্দর স্থান, অনেকেই জানেন না এবং যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলে এখানে বেড়াইতে যান না!!

কিন্তু আমি পচম্বা দেখিতে আসি নাই, দক্ষিণ দিকে মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া যে গাঢ় কৃষ্ণ বা নীল শৈলশৃঙ্গ

দেখা যাইতেছে, যতবার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছি, ততবারই আমার চিত্ত সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। পথেই যদি এমন মনোহর স্থান দেখিতে পাইলাম, না জানি আমার গমাস্থান পরেশনাথ কতই সুন্দর! পুনঃ পুনঃ তৃষিতনয়নে সেইদিকেই দৃষ্টিপাত করিতাম; কখন শুভ্র ধবল মেঘকুল পর্ব্বতকে ঢাকিয়া রাখিতেছে, কখন বা পরিস্কার নীল গগণে আরও নীল গিরির চূড়া পর্য্যন্ত চিত্রিত দেখা যাইতেছে, আবার কখন আগ্নেয়গিরির ধূমোদ্গীরণের ন্যায় পাহাড়ের গায় মেঘ জন্মিতেছে, উঠিতেছে, বাড়িতেছে, ক্রমে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সব ঢাকিয়া ফেলিতেছে; আমি সে দৃশ্য চিন্তনে একেবারে ডুবিয়া যাইতাম। একদিন সূর্য্যাস্তের সময় অনন্ত সোণার বর্ণের মেঘমুকুট পরিয়া পরেশনাথ এমন শোভা দেখাইল যে আমার হৃদয় একেবারে পাগল হইয়া উঠিল, তথায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

সংযুক্তা হরণ।

(২৬২ সংখ্যা—২০১ পৃষ্ঠার পর।)

প্রণমিয়া রাজর্ষিরে কনোজনন্দিনী
চলিলা অপর মঞ্চে, চরণ কিঙ্কিণী
মৃত সঞ্জীবনী ধ্বনি শ্রবণে কুহরে,
চমকে নৃপতি বৃন্দ পুলকে শিহরে,
অনিমেষে মুখ ইন্দু করে নিরীক্ষণ,
স্পন্দহীন চিত্রপটে অঙ্কিত যেমন!
মঞ্চ আগে নৃপসুতা আসি দাণ্ডাইলা,
সসম্ভ্রমে রাজভট্ট কুলজী গাইলা:—
"সরযূ সন্নিধি দেশ উত্তর কোশল
পৌরাণিক পুরী, যার নামে ভূমণ্ডল
অদ্যাপি পুলকে অশ্রু করে বিসর্জ্জন,
সুখধাম রাম রাজ্য বিখ্যাত ভুবন!
ভূভার হরণ ছলে, কৌশল্যা উদরে
জন্ম নিলা পূর্ণ ব্রহ্ম * রামরূপ ধরে,
লীলা ছলে রক্ষকুল করিলা বিনাশ,
ঘুচাইলা ধরিত্রীর ভার আর ত্রাস!"
সম্ভাষিয়া রঘুকুলে সংযুক্তা সুন্দরী
চলিলা সম্মুখ মঞ্চে, করযোড় করি
গাইল কুলজী ভট্ট, "কনোজ নন্দিনী,
ভূ-কৈলাস বারাণসী বিদিতা মেদিনী!
আনন্দকানন কাশী ভুবি মোক্ষ ধাম,
কেবল কৈবল্যময় শিবসিদ্ধকাম!

* এরূপ বর্ণনা ভাটের স্তুতিবাদ বলিয়া পাঠিকারা স্মরণ রাখিবেন।

বরুণা অলকানন্দা অসী তরঙ্গিণী
বেড়িয়া যাহার মন্দ বহে কল্লোলিনী!
ত্রিশূলীর ত্রিশূল করিয়া আলম্বন
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা করিলা গঠন
কৌশলে কনকপুরী, শুদ্ধ পূতময়,
কৈলাস আবাস ত্যজি করিলা আশ্রয়
বারাণসী বিশ্বেশ্বর, ভারত সন্তানে
স্বয়ম করেন মুক্ত মন্ত্র দিয়া কাণে।
সনাতন ধর্ম্ম যথা নিত্য বর্ত্তমান,
দেবতা তেত্রিশ কোটি সদা অধিষ্ঠান!
মহা তীর্থ স্থান পুণ্যধাম ধরা পরে,
মহাকাল ভৈরব আপনি রক্ষা ক'রে,
উদ্ধারেন পুণ্যবানে রাখিয়া আশ্রয়ে,
পাপীরে করেন দূর অন্তিম সময়ে!
এই শিব সিংহ রায় কাশীর নরেশ,
রাজ ঋষি, নিজ তেজে তেজস্বী বিশেষ,
সর্ব্বস্ব করিলা পণ তোমার কারণ,
হের নৃপসুতা তোমা করেন অর্চ্চন।"

প্রণমিয়া শিব সিংহে বালা সসম্ভ্রমে,
পুরোবর্ত্তী মঞ্চ আগে উত্তরিলা ক্রমে।
করযোড়ে কুলজী গাইল রাজভাট;—
"পবিত্র প্রয়াগ রাজ্য পুণ্যময় পাঠ,
যমুনা, জাহ্নবী, স্রোতস্বতী সরস্বতী
ঢালিয়া প্রবাহ নিত্য বহে মন্দগতি।
কত দূর গিয়া মিলিয়াছে একস্থানে,
সংযুক্তা ত্রিবেণী ব্যাখ্যা ধরে না পুরাণে।
স্নানেতে অক্ষয় পুণ্য দানে স্বর্গ বাস,
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি বিধানিলা ব্যাস!
বিশেষ যে জন তথা মস্তক মুণ্ডায়,
কিম্বা পুণ্য মাস মাঘ তথায় বঞ্চায়,
তাহার পুণ্যের কথা কহনে না যায়,
সশরীরে স্বর্গ লাভ শেষে মোক্ষ পায়!
হেন পুণ্যময় দেশ যাহার ভূপতি
এই শত্রুসিংহ রায়, সদা ধর্ম্মে মতি,
তব পাণি লালসায় আকুলিত প্রাণ,
এক চিত্তে নৃপসুতা করে তব ধ্যান।"

নমিয়া প্রয়াগ রাজে কুমারী চলিলা,
গাইল কুলজী ভট্ট;—"ভারতে মিথিলা
চির খ্যাত বাঘমতী গণ্ডকী সহিত
প্রবাহিয়া দেশ করে শস্যে সুশোভিত,
যোগীন্দ্র জনক যথা রাজতপোধন
পালিলা পবিত্র রাজ্য ধর্ম্মে সঁপি মন।
অযোনিসম্ভবা সীতা লক্ষ্মী স্বরূপিণী
যাঁর ক্ষেত্রে জন্মি পূত করিলা মেদিনী!
বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্র জামাতা যাঁহার!—
হেন নিমিবংশধর চন্দ্র অবতার,
রূপে চন্দ্র সম এই চন্দ্রচূড় রায়,
তব পাণি প্রার্থী, ভদ্রে, ধেয়ানে তোমায়!"

নমি চন্দ্রচূড় রাজে চলিলা সুন্দরী
অন্ত সঙ্গে, গায় ভাট কর যোড় করি;
"মণিপুর মহা দেশ * ভারতে বাখান,
হিমাচলাঞ্চল স্থল শোভার নিধান!
নিরবধি পুণ্য নদী বহে কল কল,
তপোবনে তরুগণে ধরে ফুল ফল,
কাননে কুরঙ্গকুল করে বিচরণ,
মৃগমদ গন্ধে ধন্ধ বন উপবন!
কোথা মন্দগতি যূথপতি যূথ সনে
বিহরে পর্ব্বতপ্রান্তে, গাত্রের বর্ষণে

* এক সময় সিকিম, দার্জিলিঙ প্রভৃতি রাজ্য আসাম ও মণিপুরের অন্তর্গত ছিল।

শিহরে প্রকাণ্ড তরু, শুরু শুণ্ড আগে
ভাঙ্গে কাণ্ড দণ্ড ভণ্ড ফল ফুল ভাগে।
বিশাল কাঞ্চন শৃঙ্গ কাঞ্চনে মণ্ডিত,
উচ্চ শঙ্ক শীর্ষ তুলি যোগে সমাহিত-
চিত্ত, পঞ্চানন সম, বিরাজে সুন্দর,
পরিধান নিত্য শ্যাম জলদ অম্বর,
জুম্ভা বাষ্পে উদ্ভাসিত অনন্ত আকাশ,
তুষারে আবৃত বপু শুভ্র ভস্মাভাস,
লোমকূপে ঘর্ম্মরূপে নিঝরিণী ঝরে,
ব্যোমকেশে গ্রহ তারা উৎকুণ বিচরে।
হেন শান্ত অদ্ভুত রসের নিকেতন
মণিপুর—পুরাকালে অর্জ্জুন নন্দন
নৃমণি বভ্রুবাহনে শাসিলা হেলায়,
সেই বংশোদ্ভব এই বীরসিংহ রায়,
যেমন মোহন রূপ বিক্রমে তেমন,
ভব করপ্রার্থী, ভদ্রে, করেন অর্জ্জন।"

—:০*০:—

চীনদেশে শিশু পালন রীতি।

চীন দেশে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবার পরেই নরসুন্দর আসিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়। পুনরায় একটু চুল উঠিলেই তাহাকে নাপিতের দোকানে লইয়া যাওয়া হয় এবং পুনরায় মস্তক মুণ্ডন করান হয়। এইরূপ মাসে মাসে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করান হয়। ক্রমাগত সাত আট মাস মস্তক মুণ্ডন করাতে, নয় মাসের সময়ে শিশুর মস্তকে খুব ঘন কেশ উঠিতে দেখা যায়। কেশগুলি একটু বড় হইলেই শিশুর মাতা সেইগুলি লইয়া তিনটী গুচ্ছ করিয়া দেন। একটী মস্তকের মধ্যভাগে এবং আর দুইটী দুই কর্ণের পার্শ্বে। চীন দেশে শিশুর কেশ বিন্যাস করার এই রীতি। চীন মাতাদিগের চক্ষে ইহা বড় সৌন্দর্য্যসাধক। শিশুর মস্তকে টুপি দিতে হইলে তাহাতে তিনটী গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হয়, এবং সেই তিনটী গর্ত্তের মধ্য দিয়া উক্ত তিনটী কেশগুচ্ছ টুপির উপরে শোভা পাইতে থাকে। শিশু এক মাসের হইলেই চীনেরা তাহার নামকরণ করে। এই সময়ে যে নাম দেওয়া হয়, তাহাকে চীনেরা "দুধে নাম" বলে। নামকরণের সময় বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সকলে সমাগত হইলে পিতা সন্তানকে ক্রোড়ে বসাইয়া তাহার "দুধে নাম" দেন। যতদিন পর্য্যন্ত না শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়, ততদিন তাহার "দুধে নাম" থাকে। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে পুনরায় নামকরণ হয়। এই দ্বিতীয়বার নামকরণের সময়ও বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয়। চীনজাতি বড় বিদ্যানুরাগী। ছেলে খুব বিদ্যা শিখিবে, প্রত্যেক চীন পিতা মাতার হৃদয়ে এই বাসনা সর্ব্বদা জাগরূক

থাকে। এই জন্য পুত্র সন্তানকে যে সকল নাম দেওয়া হয় তাহার মধ্যে "জ্ঞানী" "বিদ্বান" বা "লেখক চূড়ামণি" এই সকল অর্থযুক্ত নাম অধিক দেখা যায়। বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চীন যুবক যখন বিবাহ করিতে যান, তখন তাঁহার পুনরায় নামকরণ হয়। এই নামই মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকে। চীনেরা শিশুপালনে বিশেষ যত্ন করে। চীন দেশে দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা শিশু সন্তানকে একখানি বস্ত্রে পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া গৃহকার্য্য এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে, যে এরূপ অবস্থায় শিশুকে ক্রন্দন করিতে প্রায় দেখা যায় না। চীন দেশে অনেক লোক নদীর উপর নৌকায় বাস করিয়া থাকে। যাহারা নৌকায় বাস করে, তাহাদের শিশু পাছে জল মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়, তজ্জন্য তাহাদের কোমরে রজ্জু বাঁধিয়া নৌকার একপার্শ্বে তাহা সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। যদি কোন শিশু নদী মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে ঐ রজ্জু ধরিয়া তাহাকে উত্তোলন করা হয়। চীনদেশে শীত কালে দারুণ শীত হয়—অনেক স্থানে জল বরফ হইয়া যায়। শীতের সময় চীন মাতা শিশুকে এত গুলি জামা ও ইজের পরিধান করান, যে শিশু যেমন লম্বা তাহাকে তেমনি চওড়া দেখায়।

চীন পিতা মাতা পুত্রকে যেরূপ যত্নের সহিত পালন করেন, কন্যাকে সেরূপ করেন না। পুত্র কন্যার মধ্যে ভারতবর্ষে নির্ব্বোধ মাতা যেরূপ পার্থক্য করেন, চীন দেশে সর্ব্বত্র সেইরূপ দেখা যায়। সাম্যের ভাব চীন দেশে এ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। কতকগুলি ফরাসী ও ইংরাজ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারক চীন দেশের লোকের মধ্যে নানা সুসংস্কৃত ও উন্নত ভাব প্রচার করিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু চীন জাতি যেরূপ রক্ষণশীল, তাহাতে তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

——:*:——

বাঙ্গলা প্রবচন।

(২৬২ সংখ্যা ২০৭ পৃষ্ঠার পর)

ঝ

৩৮৩ ঝকমারির মাস্থল।

৩৮৪ ঝড়ের আগে কলাগাছ।

৩৮৫ ঝড়ের আগে এঁটোপাত।

৩৮৬ ঝড়ের সময় পৈ ভাঙ্গা।

৩৮৭ ঝড়ে বাগে কাক মরে,
ফকিরের কেরামত বাড়ে.

৩৮৮ ঝাঁটায় বিষ ঝাড়ে।

৩৮৯ ঝি জব্দ কিলে, বৌ জব্দ শিলে,
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে
আঙ্গুল দিলে ।

৩৯০ ঝিনুকমাত্রেই কি মুক্তা থাকে ?

৩৯১ ঝিকে মেরে বৌকে শিখান ।

৩৯২ ঝির ঝি, করবে কি ?

৩৯৩ ঝোপ বুঝে কোপ ।

ট

৩৯৪ টক্ টেঁসো আঁটি সারা, শক্ত শূন্য
আঁস ভরা, এই আম বিলাবার
ধারা ।

৩৯৫ টাকা যার, মোকদ্দমা তার ।

৩৯৬ টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা ? ভাব
যেথা, আসিবে কবে? ভাব যবে ।

৩৯৭ টায় টায় মিলিয়ে দেওয়া ।

৩৯৮ টাঙ্গন ঘোড়ার বাচ্ছা ।

২৯৯ টিকা ধরাইতে জামিন চাই ।

৪০০ টিপে মারা বসে খায়,
বড়গলা দরবারে যায় ।

৪০১ টোপ ফেলিলে খায় না,
সেই বা কেমন বড়শী ।
ইসারাতে বোঝে না,
সেই বা কেমন পড়শী ।

ঠ

৪০২ ঠক্ বাচতে গাঁ উজোড় ।

৪০৩ ঠাকুর ঘরে কে ?
না কলা খাইনে ।

৪০৪ ঠাকুরকে দেখায়ে কলা
নৈবিদ্যি সে ছুটে পালা ।

৪০৫ ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে ।

ড

৪০৬ ডাইনে আনতে বাঁয়ে নাই ।

৪০৭ ডাইনের হাতে পুত সমর্পণ ।

৪০৮ ডাকিনীর মায়া বোঝা ভার ।

৪০৯ ডাংপিটের মরণ গাছের আগায় ।

৪১০ ডাক দিয়ে বলে রাবণ,
কলা পোত গে আষাঢ় শ্রাবণ ।

৪১১ ডেকে শাল লওয়া ।

৪১২ ডুমুরের ফুল ।

ঢ

৪১৩ ঢাক ঢাক গুড় গুড় ।

৪১৪ ঢাকের কাছে টিমটিমের বাদ্য ।

৪১৫ ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন ।

৪১৬ ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গা ।

৪১৭ ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভাণে ।

৪১৮ ঢোলের পাছে কাঁশী ।

বেণী-সংহার ।

পাঠিকাগণের সাহায্যার্থ আমরা সংস্কৃত কাব্য নাটকের গল্পভাগের সারাংশ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ভট্টনারায়ণ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ বেণীসংহার নাটকের চুম্বক গল্পটী প্রথমে সঙ্কলিত হইল ।

সত্যপরায়ণ নরনাথ যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর এক বৎসরকাল

প্রচ্ছন্নভাবে বিরাট ভবনে অবস্থিতি করেন। সদাশয় যুধিষ্ঠির অতীব ক্ষমাশীল ছিলেন। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে জ্ঞাতিবিবাদে প্রবৃত্ত হন, প্রজ্জলিত সমরানলে জনসাধারণের ধন প্রাণ আহুতি দান করেন। দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তিনি তৎসমীপে কৃষ্ণকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। পাঁচখানিমাত্র গ্রাম দুর্য্যোধন পাণ্ডবকে প্রদান করিয়া সমুদায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করুন, যুধিষ্ঠিরের এইমাত্র প্রার্থনা।

সভাস্থলে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দুঃশাসন যাজ্ঞসেনীর বস্ত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, অদ্যাবধি যাজ্ঞসেনী কেশ সংস্কার করেন নাই; দুঃশাসনের রুধির দ্বারা তাঁহার সেই আলুলায়িত কেশপাশ বন্ধন করিয়া দিবেন, ইহাই মহাপ্রাণ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা। ইদানীং অগ্রজের সন্ধি সমুদ্যোগ দর্শনে তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হইল। তিনি কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কি বলিব সহদেব, মহারাজ পাঁচখানি গ্রাম লইয়া সন্ধি করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম সমরে শত কৌরব সংহার করিব—মনে করিয়াছিলাম বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দুঃশাসনের রুধির পান করিব এবং গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুযুগল ভগ্ন করত বৈরনির্য্যাতন বহ্নির পূর্ণাহুতি প্রদান করিব। ভাই সহদেব ত্রয়োদশ বর্ষ তিতিক্ষা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি, এক্ষণে হৃদয় উদ্বেল জলধির ন্যায় কল্লোলিত, সহিষ্ণুতার সীমা মধ্যে আর তাহাকে নিরুদ্ধ রাখিতে পারিতেছি না।

যে সময়ে সহদেব সন্নিধানে মহাবীর বৃকোদর এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দ্রৌপদী অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেইস্থলে উপস্থিত হইলেন। হৃদয়দয়িতা দ্রুপদদুহিতার অশ্রু বিসর্জ্জন দর্শনে ভীম তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, বুদ্ধিমতী নাম্নী পরিচারিকা কহিল, "কুমার, অদ্য দেবী যাজ্ঞসেনী গান্ধারীর চরণবন্দন করিতে গিয়াছিলেন। ইনি যৎকালে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, ভানুমতী ইহাঁকে দেখিয়া গর্ব্বের সহিত কহিলেন, "যাজ্ঞসেনী, তোমার স্বামীত পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিতেছেন, তবে কেন এখনও বেণী বন্ধন কর নাই?" ইহা শুনিয়া ভীমসেন কহিলেন, "সহদেব শুনিলে?" সহদেব কহিলেন, "আর্য্য, সে ত এইরূপ বলিবেই। সে দুর্য্যোধনের স্ত্রী!" এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া নিবেদন করিল, "কুমার, ভগবান বাসুদেব আপনাদিগের উপর পক্ষপাতী, এই কারণে দুর্য্যোধন তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিতে সমুদ্যত হইলেন।" ভীম জিজ্ঞাসিলেন "তখন ভগবান বাসুদেব কি করিলেন?"

কঞ্চুকী বলিল, "তখন ভগবান আপন মাহাত্ম্যে কুরুদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া পাণ্ডবশিবিরে উপনীত হইলেন। তিনি অবিলম্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। এই সময়ে দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইলে দ্রৌপদী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীমসেন কহিলেন "দেবী, বুঝিতেছ না রণযজ্ঞ আরব্ধ হইতেছে। ক্ষিতিপতি যুধিষ্ঠির সস্ত্রীক এই যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন, স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ম্মোপদেষ্টা, আমরা ভ্রাতৃচতুষ্টয় ঋত্বিক্, কৌরবগণ যজ্ঞীয় পশু, সভাস্থলে তোমার যে অবমাননা হইয়াছে তাহার প্রতিশোধই ইহার ফল, এবং রাজন্যগণের নিমন্ত্রণার্থ এই দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে"। এই বলিয়া ভীম সহদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৃষ্ণ সান্নিধানে উপনীত হইলেন।

অনন্তর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে পুরোভাগে সংস্থাপন করত কৌরব-চমুনায়ক ভীষ্মের প্রাণসংহার করিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম পরলোক গমন করিলে, জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তরথী সমবেত হইয়া অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে নিহত করিলেন। তনয়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন অদ্য দিনমণি অস্তাচলশিখর আশ্রয় না করিতে করিতেই সিন্ধুরাজের প্রাণসংহার করিব। ভগবান্ বাসুদেবের সাহায্যে তাঁহার অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইল। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য কৌরব সৈন্যাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমরসাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বত্থামা পিতৃপরাক্রম দর্শনার্থ রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন, কিন্তু কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথীদিগকে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার সারথি অশ্বসেন তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিল, "কুমার, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।" অশ্বত্থামা কহিলেন "আর্য্য, ত্রৈলোক্যত্রাণক্ষম দ্রোণাচার্য্যের সারথি হইয়া আমার নিকট কেন সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন?" সারথি করুণবাক্যে কহিলেন "কুমার, তোমার আর পিতা কোথায়?" ইহা শুনিয়া অশ্বত্থামা মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সজলনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন—"হা পিতঃ, হা তনয়বৎসল, তুমি কোথায়? আমাকে একবার প্রত্যুত্তর দাও।" তাহার পর তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, তাদৃশ অতুলবীর্য্যসম্পন্ন আমার জনক কিরূপে নিহত হইলেন?" সারথি কহিলেন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আদৌ স্পষ্টরূপে "অশ্বত্থামা হত ইতি" বলিয়া শেষে মৃদুস্বরে "গজ ইতি" বলিলেন। তাহা শুনিয়া সুতবৎসল তোমার জনক, তুমি নিহত হইয়াছ এইরূপ মনে করিয়া, তনয়শোকে অধীর হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ